শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বিরচিত

মূল সংস্কৃত,

এবং

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল কর্ত্তৃক

বঙ্গপদ্যানুবাদ।

"উত্তরপাড়া সাহিত্য' সম্মিলনীর" উদ্যোগে

শ্রীমোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩১৮ সাল

উৎসর্গ পত্র ॥

যিনি
ভগবচ্চরণ হৃদয়ে অহর্নিশি ধারণ করত
ভক্তির দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মকে নিয়মিত করিয়া,
উদারহৃদয়ে জীবন্মুক্তাবস্থায়
জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন,
যিনি
ভগবৎকথা বলিবার সময়
আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন,
এবং যিনি
"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—
এই মহাবাক্য প্রতিপালন করিবার জন্য
মস্তকে নামাবলী, স্কন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতসমেত ঝুলি
ও কটিতে কৌপীনবহির্ব্বাস গ্রহণ করতঃ
গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া আর ফিরেন নাই,
সেই পিতৃদেবতা ৺ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের
করকমলোদ্দেশে
এই
"রত্নাবলী"
নির্ম্মাল্য
স্বরূপে শ্রদ্ধায় অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

মূলগ্রন্থ ও গ্রন্থকারের কথা।

গ্রন্থের পরিচয়।

"কোটি গ্রন্থকো অর্থ তেরহ বিরচনমে গায়ো।"

—হিন্দি ভক্তমাল।

"শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী পৃথিবীর রত্ন।
কলির জীবের হিতে কৈলা বহু যত্ন॥
শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অমৃতসাগর।
তাহা মথি উদ্ধারিলা সুধা পরাৎপর॥
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী পরম পদার্থ।
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যাহা বিনে নাহি অর্থ॥"

—বাঙ্গালা ভক্তমাল।

"শ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামী ভক্ত হ সন্ন্যাসী।
জীব নিস্তারিতে হেতু বিষ্ণুভক্তি যে প্রকাশি॥
বিচারি বিচারি ভাগবতপয়োনিধি।
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী গাঁথল ভালবিধি॥
প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ।
সার শ্লোক উদ্ধারিয়া গ্রহস্ত কৈলা বন্ধ॥
প্রতি শ্লোক আগে দিয়া উত্তম আভাস।
শ্রীধরস্বামী তাহাঁ করিলা প্রকাশ॥
কাব্য রস অলঙ্কার বিচিত্র সব শ্লোক।
পণ্ডিত বিনে তাহা না বোঝে অন্য লোক॥"

—লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস কৃত
ভক্তিরত্নাবলীর পদ্যানুবাদ।

ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী গোস্বামী। যদিও ইহার ৪০৭টী শ্লোকের মধ্যে মাত্র ৮টী তাঁহার স্বরচিত ও অবশিষ্ট সমস্তই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ হইতে (তন্মধ্যে কয়েকটী হরিভক্তিসুধোদয়াদি গ্রন্থান্তর হইতে) উদ্ধৃত, তথাপি তিনিই ইহার রচয়িতা। কারণ, ইহা কেবলমাত্র উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের সমষ্টি নহে, পরন্তু ইহা একটী পৃথক বস্তু। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় ভক্তি। এই বিষয়টীকে ত্রয়োদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভাবানুসারে প্রত্যেক শ্লোক যথাযথ স্থানে সন্নিবিষ্ট করতঃ, গ্রন্থের প্রথম ভাগে ৪টী ও অন্তে ৪টী স্বরচিত শ্লোক সংযোজনপূর্ব্বক বিষ্ণুপুরী এক অভিনব বস্তু গড়িয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতরূপ অমৃতসাগর তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইয়াছে। তার পরে, তিনি শুধু রত্নোদ্ধার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই সমস্ত রত্নের দ্বারা একটী সুন্দর, পবিত্র, প্রেমোদ্দীপক মালা গাঁথিয়াছেন। সেই মালার সূত্রটী তাঁহার নিজেরই উদ্ভাবিত; এবং সেই সূত্রটী এবং মালা গাঁথিবার প্রণালী পদে পদে প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থের "কান্তিমালা" নাম্নী একটী টীকাও তিনি রচনা করিয়াছেন। অতএব, তিনি একাধারে ডুবুরী, জহুরী ও মালাকারের কার্য্য করিয়াছেন, ও প্রত্যেক কার্য্যেই বিশেষ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব ও সেই জন্যই তিনি এই গ্রন্থের রচয়িতা।

যে অমৃতসাগর হইতে এই মালার উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মহিমা বিষ্ণুপুরী স্বরচিত শ্লোকে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহার তুলনা দেখিতে পাই না। উক্ত শ্লোকে (৬ পৃষ্ঠা ৬-শ্লোক) শ্রীমদ্ভাগবতামৃত সাগরের প্রতি তিনি যে হৃদয়স্পর্শী ভক্তি ও শ্রদ্ধা

প্রকাশ করিয়াছেন, কোনও গ্রন্থের প্রতি সেইরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ সাহিত্য জগতে বোধ হয় আর নাই।

মহাভারতাদি গ্রন্থপ্রণয়নেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিয়া ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদের উপদেশানুসারে সেই ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের কথামৃতে পরিপূর্ণ অমৃতসাগর প্রকটন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পরে, অভিশপ্ত পরীক্ষিৎ জীবনাবসানের ৭ দিবস পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে অবস্থিত হইয়া সমাগত ব্রাহ্মণগণকে তাঁহার সময়োচিত কর্ত্তব্যের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাহার মিমাংসা করিতে না পারিয়া যখন বৃথা বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্যাসতনয় শুকদেব যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আগমন করিয়া সেই অমৃতসাগরের জলে পরীক্ষিতের প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহারই প্রভাবে পরীক্ষিৎ অন্তিমকালে মুকুন্দচরণমাত্রাশ্রয়ী হইয়া, আপনাকে দংশন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মশাপপ্রেরিত তক্ষককে অত্যন্ত নির্ভীকতার সহিত আহ্বান করিতে পারিয়াছিলেন (১৭২ পৃষ্ঠা ২৭ শ্লোক।) তৎপরে, সেই অমৃতসাগরের জলই সূত নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকর্ম্মবিরক্ত ধূমবিবর্ণদেহ ও ব্যাকুল শৌনকাদি ঋষিগণকে পান করাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহা পান করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৭৯ পৃষ্ঠা ৩৭ শ্লোক।)

সেই সাগরে যত রত্ন আছে, তাহাদের সার হরিভক্তি-রত্ন। বিষ্ণুপুরী তাহাই উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব সেই সমস্ত উদ্ধৃত রত্নের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেই সমস্ত রত্ন সুদক্ষ মালাকারের হস্তে যে অপূর্ব্ব বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব সমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। দৈবকীনন্দনদাসের "বৈষ্ণববন্দনা" ও "বৈষ্ণবাভিধান" বৃন্দাবন-

দাসের (ইনি চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস নহেন) "বৈষ্ণববন্দনা," শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একান্ত কৃপাপাত্র কবি-কর্ণপুরের "শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা", শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সমসাময়িক ও তাঁহার বাল্যচরিত রচয়িতা লাউড়িয়া (শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত লাউড় গ্রাম-নিবাসী) কৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বিরচিত এই ভক্তিরত্নাবলীর পদ্যানুবাদ, নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকর," সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলা "ভক্তমাল" প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থে পুরী গোস্বামীর নাম অথবা বন্দনা অথবা জীবনবৃত্তান্তের সহিত তাঁহার "ভক্তিরত্নাবলীর" মহিমা কীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমস্ত উল্লেখের কতিপয় স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল। ঐ সমস্ত এবং ঐরূপ আরও উল্লেখ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের আদর কত।

সেরূপ আদর হইবারই কথা। কারণ হৃদয়ে জগদীশাদেশ অনুভব করিয়া বিষ্ণুপুরী এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন করিবার জন্য ইহার প্রণয়ণে তাঁহার উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল (৬ পৃষ্ঠা ৭ শ্লোক।)

গ্রন্থের কালনির্ণয়।

ভক্তিরত্নাবলী কত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুবংশীয় শ্রদ্ধাস্পদ ৺বলাই চাঁদ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়দ্বয় একযোগে এই গ্রন্থের যে সংস্করণ সম্পাদিত করিয়াছেন, এবং "বঙ্গবাসী" কর্ত্তৃক যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার "সম্পাদকীয় বক্তব্যে" নির্দ্ধারিত হই-

য়াছে যে এই গ্রন্থ বর্ত্তমান কালের ৬৫০ কি ৭০০ বৎসরের পূর্ব্বকার প্রাচীন গ্রন্থ।

তাঁহাদের এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ এই যে, বিষ্ণুপুরী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বহুপূর্ব্বে (অনুমান ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি জয়ধর্ম্মের শিষ্য, এবং জয়ধর্ম্ম হইতে শিষ্যপরম্পরায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব • সপ্তমপর্য্যায়ভুক্ত। প্রত্যেক পর্য্যায়ে ৪০।৪২ বৎসর করিয়া ধরিয়া তাঁহারা উল্লিখিতরূপ অনুমান করেন। বর্ত্তমানে ৪২৬ চৈতন্যাব্দ চলিতেছে। এই হিসাবে তাঁহারা এই গ্রন্থের বয়ঃক্রম ৬৫০ কি ৭০০ বৎসর নির্দ্ধারণ করেন।

প্রত্যেক পর্য্যায়ে ২০ হইতে ৩০ বৎসর করিয়া ধরিলেও গ্রন্থের বয়ঃক্রম ৫৫০ কি ৬০০ বৎসরের কম হইতে পারে না।

গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত।

গোস্বামী মহাশয়দ্বয় সংস্কৃত “ভক্তমাল” হইতে সঙ্কলন করিয়া পুরী-গোস্বামীর জীবন-লীলা যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাই এ ক্ষেত্রে এই অনুবাদকের অবলম্বন ; কারণ সংস্কৃত “ভক্তমাল” তাহার হস্তগত হয় নাই।

গ্রন্থকারের “পুরী” এই আখ্যাটী তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরুদত্ত উপাধি। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল বিষ্ণুশর্ম্মা। ত্রিহুতে, মিথিলায়, ভরৌণী-গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। ত্রিহুতের অপর নাম তীরভুক্তি ; তাই বিষ্ণুপুরী স্বীয় গ্রন্থে আপনাকে “তৈরভুক্ত পরমহংস” বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বংশের নাম ছিল “করমহ”। বিষ্ণুশর্ম্মা বেদশাস্ত্রজ্ঞ, কুলীন, ক্রিয়াকর্ম্মনিরত, সদার গৃহস্থ ছিলেন ও তাঁহার পুত্রসন্তানও কয়েকটী হইয়াছিল।

সংসারের নানা খুঁটি-নাটির মধ্যে একদিন তাঁহার পত্নী তাঁহাকে

দারুণ দুর্ব্বাক্য বলিয়া ফেলিলে, তাঁহার হৃদয়ে প্রথমে একটু ক্রোধ ও পরে বৈরাগ্য সঞ্জাত হইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, এবং গৈরিক পরিধান করিয়া ও সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া গ্রামপ্রান্তে এক শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ও তথায় একান্তমনে অহরহ মহাদেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। একদিন গ্রামবাসীগণ ও পুত্রগণ-সহ তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকটে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে গৃহে ফিরাইবার নিমিত্ত সকলের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অধিক পীড়াপীড়ি দেখিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন—অনুসরণকারিণী জায়ার বিষণ্ণ করুণ মুখের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, আপনার মনে একদিকে চলিয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী-প্রমুখ সকলকেই অগত্যা ফিরিয়া আসিতে হইল।

তৎপরে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া বিষ্ণুপুরী জনকরাজের রাজধানী হইতে আটক্রোশ দূরে বিন্দুসরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিন্দুসরোবর একটী পরম পুণ্যতীর্থ—কথিত আছে এখানে হর-গৃহিণী সতীর উদর ও নাভি পতিত হয়। ইহা শিলানাথ-মহাদেবের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র। বিষ্ণুপুরী কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া শীলানাথের আরাধনায় এখানে একবৎসর যাপন করিলেন, এবং বৎসরান্তে একদিন রাত্রিকালে স্বপ্নে এক তাপস বিপ্রের মূর্ত্তিতে শিলানাথের দর্শন লাভ করিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে দ্বাদশাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। শিলানাথ তাঁহাকে সেই মন্ত্র নিত্য জপ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার ভোগৈশ্বর্য্যের অভাব থাকিবে না, এবং পরিণত-বয়সে তিনি যে অমূল্য প্রেমরত্ন বিলাইবেন, সমগ্র জগজ্জীব তাহাতে ধন্য হইয়া যাইবে। এই বলিয়া শিলানাথ অন্তর্হিত হইলে, বিষ্ণুপুরীর স্বপ্ন ভঙ্গ হইল ও তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেইদিন হইতেই কণ্ঠে

তুলসীমালা ধারণ করতঃ অযাচিতাশী হইয়া তিনি একাগ্রমনে শিবদত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবদর্শন করিতে আসিয়া বিষ্ণুপুরীর গ্রামবাসীগণ নানা কৌশলে ভুলাইয়া তাঁহাকে গ্রামে লইয় গেল। তিনি পূর্ব্বগৃহে আর প্রবেশ না করিয়া কিছুদিন পরে নূতন সংসার করিলেন। ক্রমে তাঁহার ভোগবাসনা সমস্ত নিবৃত্ত হইয়া গেল। তিনি সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক পুরুষোত্তমে গমন করিলেন।

পুরুষোত্তমে থাকিয়াই বিষ্ণুপুরী "শুভভাগবতামৃতাব্ধি" মন্থন করতঃ এই "ভক্তিরত্নাবলী", অর্থাৎ শিলানাথ-শঙ্কর-কথিত অমূল্য প্রেমরত্ন, উদ্ধার করিলেন, এবং সমগ্র গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শুনাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইলেন। পরে তথা হইতে তিনি কাশীধামে গিয়া বিন্দুমাধবের নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কাশীবাসকালে একদিন রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজারীগণ স্বপ্ন দেখিলেন, জগন্নাথদেব বলিতেছেন—"কাশীতে বিষ্ণুপুরী গোস্বামী বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকটে যে রত্নমালা আছে, তাহা আমাকে আনিয়া দাও, আমি অন্য রত্নহার চাই না।" পরদিন প্রত্যুষে পূজারীগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে শ্রীমূর্ত্তির গলার মুক্তামালা ছিন্ন হইয়া তাহার মুক্তা সকল চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা এই সমস্ত ব্যাপার রাজার গোচর করিলে, রাজা বলিলেন, তিনিও সেইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। তখন পত্র লইয়া পুরী-গোস্বামীর নিকটে লোক গেল। পুরী-গোস্বামী এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপারের কথা শ্রবণ করতঃ, ভক্তিতে গদগদ হইয়া, তাঁহার ভক্তি-রত্নাবলী-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিলেন। কথিত আছে, জগন্নাথদেবের পুনঃ

প্রত্যাদেশানুসারে এই গ্রন্থের এক একটী শ্লোক এক একটী গুলিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সেই গুলিকা-সমূহের মালা জগন্নাথদেবের কণ্ঠে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইহাই হইল সংস্কৃত ভক্তমালের বিবরণ। হিন্দি ও বাঙ্গালা ভক্তমালে ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের শেষোক্ত কৌতুকলীলা ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই নাই। তাহাও একটু রূপান্তরিতভাবে আছে। সেই রূপান্তর প্রদর্শনের নিমিত্ত পুরী-গোস্বামী সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভক্তমালের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"পুরুষোত্তমে জগন্নাথ হয়ে মহারঙ্গী।
শ্লেষ-করি পুরী প্রতি কৈলা এক ভঙ্গী॥
সেবকগণেরে প্রভু আদেশ করিলা।
ব্যঙ্গে কিছু পুরী প্রতি কহিতে কহিলা॥
কাশীতে আছয়ে পুরী তাঁরে গিয়া কহ।
ভুক্তি-মুক্তি-আশে বুঝি তথায় আছহ॥
মুঞি বনচারী মোর কি অর্থ আছয়ে।
দেখিতে বাসনা করি যদি মত হয়ে॥
এইমত কৃপাবাক্য যাইয়া কহিলা।
শুনিয়া আনন্দে পুরী কহিতে লাগিলা॥
ভুক্তি দূরে রহু যেই মুক্তিচতুষ্টয়।
কোটী বৈকুণ্ঠের সুখ যতেক বিষয়॥
যে হৈতে শুনিল নাম জগন্নাথ কৃষ্ণ।
সেই হৈতে জগতে না মানি কিছু ইষ্ট॥
তেঁহো কে তাঁহার তত্ত্ব কিছু না জানিনু।
কিন্তু ঐ নামরত্ন হৃদয়ে পরিনু॥
কে জানয়ে কাশী-গয়া কে জানে মথুরা।
ঐ নামরত্নমালা গলে কৈনু হারা॥

ত্রিজগতে সেই রত্ন সভে করে লোভ।
পাছে হারা হই সদা মনে হয় ক্ষোভ॥
যেখানে সেখানে ঝুলি গলায় গাঁথিয়া।
তেঁহো যদি বোলাইলা দেখিব যাইয়া॥
তেঁহো বনচারী সত্য কি ধন আছয়।
যে ধন চাহিব তাহা ধরেছি হৃদয়॥
আপনা মহত্ত পদ যে ছিল তাঁহার।
বন্ধক রাখিলা তাহা কাছে গোপিকার॥
তবে রূপরাশি এক অক্ষয় অব্যয়।
যে আছে তাঁহার এই দেখিব আশয়॥
কৃপা করি তেঁহো যদি বোলাইলা মোরে।
শ্রীঅঙ্গের মালা এক পাঠান আমারে॥
তবে জানি তাঁর পূর্ণ কৃপা মোরে হয়।
শ্রীচরণ পাব ইহা ভরসা অন্বয়।
এসব কাহিনী লোক যাইয়া কহিলা।
শ্রীঅঙ্গের রত্নমালা দিয়া পাঠাইলা॥
প্রভু এক রত্নমালা পুরীর স্থানেতে।
চাহি পুন পাঠাইলা নিজ অভিমতে॥
মর্ম্ম বুঝি পুরী ভক্তিরত্নাবলী হার।
লইয়া চলিলা হৃদে আনন্দ অপার॥
পুরুষোত্তম গিয়া পুরী দেখি শ্রীচরণ।
প্রেমানন্দে পরানন্দ পাইলা অনুপম॥
রত্নাবলীগ্রন্থ ভেট দিয়া প্রভু-আগে।
পাঠ করি শুনাইলা বহু অনুরাগে॥"

অনুবাদকের নিবেদন।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপরে বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনু-বাদকের কয়েকটীমাত্র কথা বলিবার আছে। তাহা এক্ষণে সঙ্খেপে বলিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব। কারণ, ইতিপূর্ব্বেই হয়তো ভূমিকার দৈর্ঘ্য পাঠকগণের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ও এক্ষণে হইবে, তাহা বলা ছাড়া অনু-বাদকের গত্যন্তর ছিল না, এবং তাহা না বলিলে তাহার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিত।

"ভক্তিরত্নাবলী" বাস্তবিকই অমূল্য রত্ন। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজে তাহার আদর থাকিলেও, বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকট তাহা অপরি-চিত বলিলেই হয়। পূর্ব্বোক্ত লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস ইহার একখানি বঙ্গপদ্যানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উল্লিখিত "সম্পাদকীয় বক্তব্যে" ও শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে তাহার উল্লেখ ও উক্ত "সম্পাদকায় বক্তব্যে" তাহা হইতে উদ্ধৃত দুএকটী পদ ব্যতীত তাহার আর কিছুই এই অনুবাদক দেখিতে পায় নাই, এবং তাহার প্রচার নাই বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং সেই অমূল্যরত্ন বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সহিত তাহার পরিচয় বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় এই সানুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের, ও বিশেষভাবে বৈষ্ণবসমাজের, কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতি সাধন করিতে পারিলেই সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পুরী গোস্বামীর স্বরচিত "কান্তিমালা" টীকা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল না। কারণ, তাহার সমস্তই সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রধানতঃ সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের নিমিত্ত। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির

আশঙ্কা তাহার দ্বিতীয় কারণ। যদি পাঠকগণ উক্ত টীকা চাহেন ও গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহা সন্নিবেশিত করা যাইতে পারিবে। বর্ত্তমান সংস্করণে গদ্যাংশে ও স্থানে স্থানে অনুবাদ-পদ্যের অভ্যন্তরে তাহার তাৎপর্য্য যথাসাধ্য প্রদর্শন করিয়াছি। তাহা হইতে যে ন্যূনাধিক্য হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে, গ্রন্থের শেষশ্লোকে গ্রন্থকার যে উক্তি করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই স্বীয় ঔদ্ধত্য পরিহার করিতেছি। অধিকন্তু, অনুবাদে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য অনিবার্য্য। কোন কোন সংস্কৃতশ্লোকাংশের সামান্য সামান্য পাঠদ্বৈধ আছে। উক্ত গোস্বামীমহাশয়দের গৃহীত পাঠই আমি গ্রহণ করিয়াছি, এবং গ্রন্থে সে সব পাঠদ্বৈধ প্রদর্শন করা আবশ্যক বোধ করি নাই।

উক্ত গোস্বামীমহাশয়দের সম্পাদিত "ভক্তিরত্নাবলী (কান্তিমালাসহ)" ও তাহার "সম্পাদকীয় বক্তব্য" দেখিয়াই আমি এই গ্রন্থের অস্তিত্ব অবগত ও এই অনুবাদরচনায় প্রবৃত্ত হই, এবং উহারাই আমার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। তাঁহারা শুধু যে আমাকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা সে পথ যথেষ্ট সুগম করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ অবর্ণনীয়।

আমার ভ্রাতা শ্রীমান ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থপ্রকাশকার্য্যে নানা প্রকারে অনেক পরিশ্রম না করিলে, তাহা সহজে সম্পন্ন হইত না, তজ্জন্য তাঁহারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। আমার যে সমস্ত বন্ধুবর্গ উৎসাহ ও উপদেশ দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ইতি—

দোলপূর্ণিমা,
১৩১৮,
উত্তরপাড়া।

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রথম বিরচন	—	মঙ্গলাচরণ	১
	—	ভাগবতাচার্য্যশ্রীশুকদেবস্তব ...	৪
	—	গ্রন্থপ্রয়োজনাদিনির্দ্দেশ ...	৫
	—	ভক্তি সামান্য	৮
দ্বিতীয় বিরচন	—	সৎসঙ্গ	৮৩
তৃতীয় বিরচন	—	নববিধা ভক্তি	১২৫
চতুর্থ বিরচন	—	শ্রবণ	১৪৯
পঞ্চম বিরচন	—	কীর্ত্তন	১৮৭
ষষ্ঠ বিরচন	—	স্মরণ	২২৫
সপ্তম বিরচন	—	পাদসেবন	২৪৫
অষ্টম বিরচন	—	অর্চ্চন	২৭৩
নবম বিরচন	—	বন্দন	২৮০
দশম বিরচন	—	দাস্য	২৮৩
একাদশ বিরচন	—	সখ্য	২৮৭
দ্বাদশ বিরচন	—	আত্মনিবেদন	২৯০
ত্রয়োদশ বিরচন	—	শরণাগতি	২৯৩
		গ্রন্থকারের নিবেদন ...	৩০১

* বিষয় সমূহের বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট গ্রন্থের পশ্চাদ্‌ভাগে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

প্রথম বিরচন।

মঙ্গলাচরণ।

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ১ ॥
(১০। ৯০। ৪৮। শুকদেব) *

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ২ ॥
(২।৪।১৫।ঐ)

* ভাগবতে স্থাননির্দ্দেশ—যথাক্রমে স্কন্ধ, অধ্যায় ও শ্লোকের সংখ্যা এবং বক্তার নাম।

ভূয়ো নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদেঽসতা-
মসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে
ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ৩ ॥
(২ । ৪ । ১৩ । ঐ)

শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতি-
র্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং
প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাংপতিঃ ॥ ৪ ॥
(২ । ৪ । ২০ । ঐ)

জয় জয় পীতবাস, নিখিল-জন-নিবাস,
লীলাহেতু জন্মবাদ দেবকী-উদরে।
যদুকুল ধন্য করি', ধরাতলে অবতরি',
যদুবর-সভা-সেবা লইলা সাদরে।
অধর্ম্মেরে বিদূরিতে ভক্তবাহু-আশ্রয়েতে
নাশিলা অধর্ম্মমূল দুষ্ট দৈত্যগণ।
আছে তাঁর অনুগত স্থাবর জঙ্গম যত
তাদের ত্রিতাপ জ্বালা করেন হরণ।
প্রেমের অধীন হরি— যাঁর স্মিত মুখ হেরি
ব্রজপুর রামাগণ, মোহিত-অন্তর,
নিত্য নব নব ভাবে বাড়ে দিব্য অনুরাগে,—
কৃষ্ণ জাতিকুলমান, কৃষ্ণ চরাচর!
জয় মোর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দি চরণারবিন্দ,
অশেষ কল্যাণকর বাধা বিঘ্ন হর। ১

নামগুণ যাঁর করিলে কীর্ত্তন,
যাঁরে মনমাঝে করিলে ধারণ,
হেরিলে যাঁহার মোহন মূরতি,
চরণ কমলে করিলে প্রণতি,
নামগুণগাথা করিলে শ্রবণ,
কুসুম চন্দনে পূজিলে চরণ,
সদ্য-বিধুনিত জীব পাপ ভার—
সে সুভদ্রশ্রবা-পদে নমস্কার। ২

পুনরায় নমি তাঁরে, যেজন ছেদন
করেন ভকতজন-দুরিত-বন্ধন।
অসতে বিনাশ যিনি করেন সতত,
কৃপাময়—জগতের মঙ্গল নিরত,
সকলে হেরিতে পাই মূরতি যাঁহার,—
কোটি কোটি নমস্কার চরণে তাঁহার।
দৃঢ়নিষ্ঠাযুত যাঁরা, ত্যজিয়া বাহির,
অন্তর্মুখাশ্রম মাঝে বিরাজেন ধীর,
তাঁহাদের স্থিরলক্ষ্য দেন যে আবার!—
যাহা দেখি' তাঁহাদের অন্তরে বিহার!—
নমস্কার, নমস্কার চরণে তাঁহার। ৩

শ্রীপতি, যজ্ঞের পতি, প্রজাপতি আর,
বুদ্ধিপতি, লোকপতি, পতি যে ধরার।
অন্ধক-সাত্বত- বৃষ্ণিকুল সকলের
পতি তুমি, গতি তুমি, পতি সজ্জনের।

এ দাসে প্রসন্ন হও, ওহে ভগবান্,
আরব্ধ এ কার্য্য যেন হয় সমাধান। ৪

ভাগবতাচার্য্য শ্রীশুকদেবস্তব

যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোঽন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্॥ ৫॥

(১।২।৩। সূত)

ঘোর অন্ধকারময় সংসারে পড়িয়া,
কত ঘুরে মরে জীব জ্বালায় জ্বলিয়া।
আকুল পরাণে তায় তরিবারে চায়,
পথ কিন্তু সে দুর্গমে দেখিতে না পায়।
জীবের এ দশা হেরি' হৃদয় যাঁহার
ভরিল দয়ায়—যিনি করিলা প্রচার
উৎকৃষ্ট পুরাণগুহ্য ভাগবত-গাথা,
অতুলমহিমা সর্ব্বশ্রুতিসার তথা,—
আঁধার-বিমূঢ় তপ্ত জীবের লাগিয়া
এ অধ্যাত্মদীপ যিনি দিলেন জ্বালিয়া,
মুনিগুরু সেই শুক, ব্যাসের কুমার,
আশ্রয় লইনু আমি চরণে তাঁহার। ৫

গ্রন্থপ্রয়োজনাদিনির্দ্দেশ

দূরান্নিশম্য মহিমানমুপেত্য পার্শ্ব-
মন্তঃপ্রবিশ্য শুভভাগবতামৃতাব্ধেঃ।
পশ্যামি কৃষ্ণকরুণাঞ্জননির্ম্মলেন
হৃল্লোচনেন ভগবদ্ভজনং হি রত্নম্ ॥ ৬ ॥

তদিদমতিমহার্ঘং ভক্তিরত্নং মুরারে-
রহমধিকসযত্নঃ প্রীতয়ে বৈষ্ণবানাম্।
হৃদিগতজগদীশাদেশমাসাদ্য মাদ্য-
ন্নিধিবরমিব তস্মাদ্বারিধেরুদ্ধরামি ॥ ৭ ॥

কণ্ঠে কৃতা কুলমশেষমলঙ্করোতি
বেশ্মস্থিতা নিখিলমেব তমো নিহন্তি।
তামুজ্জ্বলাং গুণবতীং জগদীশভক্তি-
রত্নাবলীং সুকৃতিনঃ পরিশীলয়ন্তু ॥ ৮ ॥

নিখিলভাগবতশ্রবণালসা
বহুকথাভিরথানবকাশিনঃ।
অয়ময়ং ননু তাননু সার্থকো।
ভবতু বিষ্ণুপুরীগ্রথনগ্রহঃ ॥ ৯ ॥

(পুরীগোস্বামীর স্বরচিত শ্লোকচতুষ্টয়)

আহা, ভাগবত মহা অমৃতসাগর !
কিবা শুভ, কিবা শান্ত, কিবা মনোহর !
দূর হ'তে তার মহিমা শুনিয়া,
নিকটে যাইতে চাহিল রে হিয়া।
পাশে গিয়া পুনঃ সাধ হ'লো চিতে—
ঝাঁপ দিয়া পড়ি' পশি অন্তরেতে !
পশিনু অন্তরে তাঁর,—কি রহস্যভরা,
সুগভীর সুশীতল কিবা প্রেমধারা !
লাগি' শ্রীকৃষ্ণের করুণা-অঞ্জন,
নির্ম্মল হইল হৃদয়-লোচন।
সে লোচনে এবে দেখি সুনিশ্চয়—
অন্যরত্ন রত্ননামযোগ্য নয়,
ভগবদ্ভজন ভবে পরম রতন,
বিশ্বচরাচরে নাই তাহার তুলন। ৬
সে মহাসাগরে যত রত্ন ধরে,
হরিভক্তি রত্ন তাহাদের সার।
খুঁজিয়া বারিধি, সে মহার্ঘ নিধি
করিতেছি তাই যতনে উদ্ধার।
হৃদয়-ভিতরে সুগভীর স্বরে
ধ্বনিত শুনিনু জগদীশাদেশ ;
সাধিতে এ কাজে দীন-মন-মাঝে
তাই সমুদিল আগ্রহ অশেষ।
বৈষ্ণবের প্রীতি সাধিবারে নিতি
বাড়িয়াছে আরো উদ্যম আমার ;

পরম উৎসাহে সেই রত্নচয়ে
গাঁথিতেছি তাই ভক্তিরত্নহার। ৭
এই রত্নমালা কণ্ঠে করিলে ধারণ,
অশেষ কুলের হয় পরম ভূষণ।
গৃহেতে থাকিলে পরে এই রত্নহার,
নিশ্চয় বিনষ্ট হয় নিখিল আঁধার।
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল কান্তি, বহুগুণযুত,
প্রেমে পরিপূর্ণ করে হৃদয় সতত—
হেন ভক্তিরত্নাবলী, সুকৃতি-সুজন,
বার বার হৃদয়েতে করহ ধারণ। ৮
আছে বটে ভাগবত,—মহা সে সাগর,
অবকাশ নাহি তাহা পার হয় নর।
অনুদিন বহুবিধ ব্যাপারেতে রত,
জীবন তাদের, হায়, হ'য়ে যায় গত।
পরম অমৃত ভক্তি,—সে অমৃতধার
তাহাদের হৃদয়েতে করিয়া সঞ্চার,
সার্থক হউক বিষ্ণুপুরী-প্রযতন—
ভাগবত হ'তে ভক্তিসার-সঙ্কলন। ৯

ভক্তি-সামান্য।

(অর্থাৎ সাধারণ ভাবে ভক্তির বিষয়।)

(১)

সমস্ত ধর্ম্মই ভক্তি মুখাপেক্ষী এবং শ্রীবাসুদেবই ভজনীয়। তদর্থে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের প্রতি সূত-বাক্য--

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ১০ ॥
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥ ১১ ॥
(১।২।৬—৭)

ফলাভিসন্ধানলেশ যাহে নাহি রয়,
প্রতিহত যাহা কভু কিছুতে না হয়,
যাহার প্রভাবে হয়ে সুপ্রসন্ন মন
লভিবারে পারে তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুরণ—
হেন ভক্তি অধোক্ষজে যে ধরমে হয়,
নরের পরম ধর্ম্ম সেই সে নিশ্চয়। ১০
ভগবান্ বাসুদেবে যদি ভক্তিযোগ
প্রযোজিত হয়, তবে যায় ভবরোগ।
আনন্দ ও অভয়ের চরম আশ্রয়—
বৈরাগ্য—নিশ্চয় আশু উপজাত হয়।
আর আত্মতত্ত্বময় অহৈতুক জ্ঞান—
তাহার বিকাশে ফুল্ল হ'য়ে উঠে প্রাণ। ১১

সূত।

শ্রীবাসুদেবই কেন ভজনীয়, ঋষিগণের প্রতি সূত-বাক্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগু´ণাস্তৈ-

যু´ক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃ´ণাং স্যুঃ ॥ ১২ ॥

(১।২।২৩)

সত্ত্ব রজ তম এই প্রকৃতির তিন গুণ,

তদাশ্রয়ে অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রবর

হরিরূপে পালয়িতা, বিরিঞ্চিরূপেতে স্রষ্টা,

সংহারার্থে হন পুনঃ হরমূর্ত্তিধর।

সমান উপাস্য বটে সকলে, শাস্ত্রেতে রটে,

ভিন্ন মাত্র নামরূপে, ভেদশূন্য মূলে ;

কিন্তু হরি বাসুদেব শুদ্ধসত্ত্বময়তনু,

নরের অশেষ শ্রেয় তাঁহা হ'তে মিলে। ১২

মহাজনগণের আচরণই তাহার প্রমাণ।

সূত বলিতেছেন—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।

বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্ ॥ ১৩ ॥

(১।২।২২)

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥ ১৪ ॥

(১।২।২৬)

সে হেতু পণ্ডিতগণে সতত হর্ষিত মনে
ভগবান্ বাসুদেবে করেন ভকতি।
না হ'লে কেমনে হয় নিরুপম শ্রেয়োদয়—
সে আত্মপ্রসাদ যাহে হয় বিশ্বপ্রীতি? ১৩

লভিবারে মোক্ষধনে যাদের বাসনা মনে,
ভকতি-অমিয়-রস-রসিক যাহারা,
পিতৃভূত আদি কধি' ঘোররূপ পরিহরি'
পরিত্যজি' লোকপাল-উপাসনা-ধারা,
অসূয়া-বিহীন হৃদে তাহারা সতত সাধে
সুস্নিগ্ধ শান্তিতে হ'তে চির-নিমগন ;--
তাই তারা পূজা করে যে যে শান্তমূর্ত্তি ধ'রে
আসিলেন ধরাধামে দেব নারায়ণ। ১৪

(২)

অতএব, বিবেকীগণ, সকামেই হউক অথবা অকামেই হউক, তাঁহারই ভজনা করিবেন।

তদর্থে পরীক্ষিতের প্রতি শুক-বাক্য—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥১৫॥

(২। ৩। ১০)

বুদ্ধি যাঁহাদের সমুদার,
অকামে বা সর্ব্বকামে, কিম্বা শুধু মোক্ষকামে,
ভাবি' তাঁরা বিষ্ণুপদ সার,
যেন সে পুরুষোত্তমে তীব্রভক্তিপূর্ণ প্রাণে
উপাসনা করেন সতত।
হে রাজন্, সমুদয় তাহাতেই লব্ধ হয়,
সর্ব্বদেব তাহাতে সম্প্রীত। ১৫

কারণ, কোনও শ্রেয়োমার্গই বাসুদেব ছাড়া নয়। সূত বলিতে-

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥
বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরা গতিঃ ॥ ১৭ ॥
(১।২।২৮—২৯)

সর্ব্ববেদবেদ্য দেব বাসুদেব,
সর্ব্ব যজ্ঞে হয় তাঁহারি যজন।
যোগ সমুদয় তাঁরি জ্ঞানোপায়,
সর্ব্বক্রিয়াগতি তাঁহে সমাপন। ১৬
সেই বাসুদেব সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয়,
অবলম্বি' তাঁরে তপস্যার স্থিতি।
সকল ধর্ম্মের মূল বাসুদেব,
তিনি সকলের একমাত্র গতি। ১৭

(৩)

বাসুদেবপরতা ব্যতীত শান্তি লাভ করা যায় না। দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥ ১৮ ॥
(১। ৬। ৩৬)

সদা কামলোভহত আত্মা হয় প্রশমিত
যেইরূপ মুকুন্দসেবায়,
যমাদি যোগের পথে, ওহে ব্যাস, কোন মতে
সেইরূপ শান্তি নাহি পায়। ১৮

দেবর্ষির উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ব্যাসদেবের যে ফললাভ হইয়াছিল, সূত তাহা বলিতেছেন—

ভক্তিযোগেন সম্যক্ মনসি প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥ ১৯ ॥
(১। ৭। ৪)

ভক্তিযোগে মন হইল যখন
সুবিমল প্রণিহিত,
ব্যাসের নয়ন হেরিল তখন
স্বরূপেতে প্রস্ফুটিত—
পূর্ণ অপ্রমেয় সদানন্দ গেহ
পুরুষ মহিমাময়,
বিশ্ববিমোহিনী মায়া চিরাধিনী,
কি খেলা খেলে উভয়!

সেই খেলা সার,　　　কিছু নাহি আর,
　　　দেখি প্রীতি উপজিল।
তখন তাঁহার　　　বিষাদের ভার,
　　　কোথায় চলিয়া গেল। ১৯

(৪)

জননী দেবহূতির প্রতি কপিলদেব-বাক্যে ভক্তির লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোষং নিগীর্ণমনলো যথা॥২০—২১॥
(৩।২৫।৩১—৩২)

শব্দস্পর্শরূপরস-
　　　গন্ধে যাহাদের জ্ঞান,
জননী আমার, শুন,
　　　ইন্দ্রিয় তাদের নাম।
পরিশুদ্ধ মন যার,
　　　তার সে ইন্দ্রিয়গণ,
বেদবিধি অনুসারে
　　　করি' কর্ম্ম আচরণ,

স্বভাব-প্রবণ যদি
দেব বাসুদেবে হয়,
তাহারেই ভক্তি বলি
পরম মহিমাময়।
ভাগবতী ভক্তি সেই
গরীয়সী সিদ্ধি হ'তে
ভক্তিই উদ্দেশ্য তার,
অন্য হেতু নাহি তা'তে।
যথা মা জঠরানলে
ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়,
আত্ম-আবরক কোষ—
অজ্ঞান যাহারে কয়—
শীঘ্র সে ভক্তিতে নষ্ট
হয় তথা সুনিশ্চয়। ২০—২১

(৫)

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া কপিলদেব জননীকে বলিতেছেন—

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতোভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥ ২২॥

পশ্যন্তি তেমে রুচিরাণ্যম্ব সন্তঃ
প্রসন্নবক্ত্রারুণলোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহনীয়াং বদন্তি ॥ ২৩ ॥
তৈর্দর্শনীয়াবয়বৈরুদার-
বিলাসহাসেক্ষিতবামসূক্তৈঃ।
হৃতাত্মনো হৃতপ্রাণাংশ্চ ভক্তি-
রনিচ্ছতো মে গতিমণ্বীং প্রযুঙ্‌ক্তে ॥ ২৪ ॥
অথো বিভূতিং মম মায়য়াচিতা-
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তম্।
শ্রিয়ং ভাগবতীং বাহস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেহশ্নুবতে নু লোকে ॥ ২৫
ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো. দৈবমিষ্টম্ ॥ ২৬

(৩। ২৫। ৩৩—৩৭)

কেহ কেহ মম ভকত এমন,
সাযুজ্য লভিতে না করে মনন,
প্রেমে সদা সেবে আমার চরণ,
যাহা কিছু করে আমারি তরে।

সেই ভক্তগণ মিলিত হইয়া,
মম পৌরুষের কাহিনী রটিয়া,
অভিনন্দে মোরে নাচিয়া গাহিয়া,
ভাবেতে বিভোর হৃদয়-ভরে ॥ ২২

না মিলে মুক্তিতে যাহা কদাচন,
সদা তারা, মাগো, পায় সেই ধন—
তাহারা আনন্দে করে দরশন
মম মনোরম মূরতি যত।
দিব্য বরপ্রদ সে সকল রূপ,
অরুণ লোচন, সুপ্রসন্ন মুখ,
দেখে ;—আর ব'লে লভে কত সুখ
আমারে মা প্রিয় বচন শত ॥ ২৩
সুন্দর সে সব মূরতি আমার,
হাস্য দৃষ্টিবাক্য বিলাস উদার,
অন্তর তাদের বাহ্যেন্দ্রিয় আর
অসীম প্রভাবে হরিয়া লয়।
জননী গো, আর মুক্তি কহে কারে ?
ভক্তি হ'তে মুক্তি রহে নিম্নস্তরে ;
যদ্যপি না ভক্ত মুক্তি ইচ্ছা করে,
মুক্তি তবু দাসী আপনি হয় ॥ ২৪
বিভূতি আমার মায়া-বিকল্পিত
তাহাদের কভু হয় না বাঞ্ছিত ;
তুচ্ছ করে তারা ভক্তি সহাগত
অনিমাদি অষ্ট-ঐশ্বর্য্য-ভার।

তাহাদের, মাগো, মঙ্গল-নিলয়
বৈকুণ্ঠের শ্রী ও স্পৃহনীয় নয়।
তথাপি সে সব, ভক্তি-মহিমায়,
বৈকুণ্ঠে তারা ভুঞ্জে অনিবার। ২৫

জননী আমার শান্তমূর্তিধরা!
করিয়াছে সার আমারেই যারা,
কভু নাহি হয় বিনষ্ট তাহারা;
ভোগের তাদের নাহিক ক্ষয়।
আমার যে অস্ত্র, কালচক্র নাম,
নিমিষ যাহার নাহি গো বিশ্রাম,
কত সৃষ্টি নাশি' ফিরে অবিরাম,
তাহাদেরে গ্রাসে কভু না লয়।
আমি যে তাদের প্রিয়, আত্মা, সুত,
সখা, গুরু, মিত্র, অভীষ্ট দৈবত—
সর্ব্বভাবে তারা আমারি আশ্রিত,
কোথা তাহাদের কালের ভয়? ২৬

(৬)

ভক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া কপিলদেব জননীকে উপদেশ দিতেছেন—

ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মানমুভয়ায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥২৭॥

বিসৃজ্য সর্ব্বানন্যাংশ্চ মামেকং বিশ্বতোমুখম্
ভজন্ত্যনন্যয়া ভক্ত্যা তান্ মৃত্যোরতিপারয়ে ॥২৮॥
নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে ॥২৯॥
(৩।২৫।৩৮—৪০)

তস্মাত্ত্বং সর্ব্বভাবেন ভজস্ব পরমেষ্ঠিনম্।
তদ্গুণাশ্রয়য়া ভক্ত্যা ভজনীয়পদাম্বুজম্ ॥৩০॥
(৩।৩২।২২)

ইহপরলোক, আর আত্মা—পতি
এ উভয় লোকে যার,—
পুত্রকলত্রাদি, গৃহ পশু ধন,
যাহা কিছু আছে আর,
তাহাদের আশা তাদের ভরসা
করি' যারা পরিহার,
অনন্য ভক্তিতে মোরে ভজে, আমি
বিশ্বময় বিশ্বসার,—
মৃত্যুময় এই সংসার সাগর
তাহাদেরে করি পার। ২৭—২৮
জননী গো, আমি পূর্ণ ভগবান্
প্রকৃতি পুরুষেশ্বর,
সর্ব্বভূত-আত্মা নিরপেক্ষ আমি,
সকলের হিতকর।

যেই তীব্র ভয়ে মুগ্ধ জীবগণ
সতত ব্যাকুল রয়,
আমা ছাড়া আর কাহারো আশ্রয়ে
ঘুচেনা মা সেই ভয়। ২৯
ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ মম স্মরি'
যে ভক্তি হৃদয়ে জাগে,
সদা সর্ব্ব ভাবে কর মা ভজন
সেই ভক্তিসহযোগে
পরমেষ্ঠি মোরে।— জননী আমার!
পড়ে না সে ভব ঘোরে,
ভজনীয় যাঁর চরণকমল
তাঁরে যে ভজনা করে। ৩০

(৭)

সুনীতিও পুত্র ধ্রুবকে সেই পদ্মপলাশলোচনেরই শরণাগত হইতে বলিতেছেন—

তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং
মুমুক্ষুভির্মৃগ্যপদাব্জপদ্ধতিম্।
অনন্যভাবে নিজধর্ম্মভাবিতে
মনস্যবস্থাপ্য ভজস্ব পুরুষম্ ॥৩১॥
নান্যং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাদ্-
দুঃখচ্ছিদং তে মৃগয়ামি কঞ্চন।

যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া
শ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া ॥৩২॥

(৪.৮।২২—২৩)

হে অবমানিত সন্তান আমার !
হে ধ্রুব ! তোমারে বলিতেছি সার—
ভৃত্যবৎসলতা অসীম যাঁহার,
তাঁরি তুমি হও শরণাগত ।
বিশ্বচরাচরে মুক্তিকামীগণ
পদাম্বুজ-মার্গ পরম পাবন
যাঁহার সতত করে অন্বেষণ,
বৎস, তুমি হও তাঁরি আশ্রিত ।
নিজধর্ম্মবলে সম্পূর্ণ-শোধিত,
তাঁহা ছাড়া অন্য ভাব-বিরহিত
হৃদয়ে তাঁহারে করিয়া স্থাপিত,
তাঁহারি ভজনে হও হে রত । ৩১
ব্রহ্মা আদি করি' যতেক অমর,
আর যত আছে অবনী-ভিতর
যক্ষ রক্ষ নর গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
কৃপাকণা লাগি প্রার্থয়ে যাঁরে,
সেই পদ্মালয়া আপনি আকুল
পূজিবার তরে চরণ রাতুল,
পদ্মকরদ্বয়ে ল'য়ে পদ্ম ফুল,
ঘুরেন যাঁরে অন্বেষণ ক'রে,

বিনা সেই পদ্মপলাশলোচন
নয়নেতে আর ভাসেনা এমন
তোমার এ ঘোরদুঃখবিমোচন
　　যাঁহা হ'তে, বৎস, হইতে পারে। ৩২

(৮)

রাজা পৃথুর বাক্যে ভক্তির মহিমা স্ফুটতর হইতেছে—

অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং
গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলি-
র্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ ॥৩৩॥
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং
স্যাদেব যৎকর্ম্মণি নঃ সমীহিতম্।
করোষি ফল্‌গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ
স্ব এব ধিষ্ণ্যেঽভিরতস্য কিং তয়া ॥৩৪॥

(৪।২০।২৭—২৮)

বিশ্বচরাচরে　　　　পুরুষ-উত্তম
　　তুমি সর্ব্বগুণালয়।
সর্ব্বক্ষণ আমি　　　　তোমারে ভজিব
　　হইব হে তোমাময়।

শ্রীকরে যাঁহার বিরাজে কমল,
সে কমলা ঠাকুরাণী
যেই অনুরাগে পূজেন তোমারে,
তেমনি পূজিব আমি।
কমলা ও আমি, উভয়ে তোমারে
পতিরূপে যদি চাই,
এক ভাবে যদি তব পদ পানে
আমরা উভয়ে ধাই,
তা হ'লে কি, দেব, বিরোধ আমার
হবে না কমলা সনে ?
সুনিশ্চয় হবে, ওহে জগদীশ,
হেন অনুভবি মনে !
জগতজননী সেই পদ্মারাণী,
তাঁর কাজ যেই মত,
তার অনুরূপ আমিও করিব,
বিরোধ তাহাতে জাত !
হয় হ'ক বাদ তাহাতে এ দীন
কিছু মাত্র নাহি ডরে—
স্মরিয়া তোমার দীন-বৎসলতা
সাহসে হৃদয় ভরে।
শ্রদ্ধায় সেবক যেই সেবা করে,
হ'লেও তা' তুচ্ছ অতি,
তুমি নিজ গুণে করি' বহু মান
লভহ পরম প্রীতি।

ভাবি মনে আর— স্পৃহাহীন তুমি,
সতত আত্মরমণ ;
কমলায় তব, ওহে প্রাণেশ্বর,
কিবা আছে প্রয়োজন ? ৩৩—৩৪

(৯)

বিষ্ণুভক্তগণ রুদ্রদেবেরও প্রিয়, এবং রুদ্রদেবও তাঁহাদের প্রিয়। তদর্থে প্রচেতাগণের প্রতি রুদ্রদেব-বাক্য—

যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥৩৫॥
(৪।২৪।২৮)

অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃস্থ ভগবান্ যথা।
ন মদ্ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোস্তি কর্হিচিৎ ॥৩৬॥
(৪।২৪।৩০)

সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতমা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী,
যেই জন অতীত তাঁহার,
স্বতন্ত্র পুরুষ হ'তে,— যে জন মহিমাময়
উভয়ের নিয়ামক সার—
সে সাক্ষাৎ ভগবান্ বাসুদেব, জেনো মনে
নিঃসংশয়, হে প্রচেতাগণ !
বাসুদেব-ভক্ত যেবা— তাঁহার চরণাশ্রিত—
প্রিয় মম সতত সে জন ;—

শত অপরাধ যদি করে সে আমার প্রতি,

অপ্রিয় না হয় কদাচন। ৩৫

বাসুদেব প্রিয় মম ; তাঁর ভক্ত তোমরাও

প্রিয় মম তাঁহারি সমান।

তাঁহার ভকত যারা, তাহাদেরো প্রিয় আর

মম সম না হয় সন্ধান। ৩৬

(১০)

কর্ম্ম ও বিদ্যার সফলতা কিসে হয়, রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি নারদ-বাক্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।

হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥৩৭॥

(৪।২৯।৪৯)

হরি তুষ্ট যেই কর্ম্মে, সেই কর্ম্ম সার ;

হরির সন্তোষ বিনা সকলি অসার।

যে বিদ্যা হরিতে মতি দেয় অনিবার,

অবিদ্যা সকলি আর, সেই বিদ্যা সার।

দেহীদের আত্মা তিনি, ওহে নৃপবর,

কারণকারণ প্রভু পরম ঈশ্বর। ৩৭

(১১)

শ্রীহরির প্রতি ভক্তি প্রযুক্ত হইলেই সমস্ত দেবগণেরই উপাসনা হইয়া থাকে। এবং ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিরই যথার্থ মহত্ত্ব আছে।

প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৩৮॥

(৫।১৮।১২)

কামনা-বিহীন ভক্তি
ভগবানে আছে যার,
তাহার ভাগ্যের কথা
সাধ্য কিবা বলিবার!
সমস্ত সদ্‌গুণ সহ
যতেক দেবতাগণ
রহেন হৃদয়ে তার
প্রতিষ্ঠিত অনুক্ষণ।
হরি পদে ভক্তি হীন
চিত্ত যেই অভাগার,
বল হে, মহৎ গুণ
কেমনে সম্ভবে তার?
মনোরথে আরোহি' সে
বাহিরে যে সদা ধায়!

নশ্বর বিষয় সুখে

মন তার ডুবে যায়! ৩৮

ভক্তিশূন্য ব্যক্তির যদি মহত্ত্ব দেখা যায়, তবে তাহা যথার্থ মহত্ত্ব নয়।

প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবাঞ্ছরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥৩৯॥

(৫।১৮।১৩)

মীনের যেমন আত্মা

চিরাভিলষিত জল—

জলের অভাবে তার

জীবন হয় অচল;

নিশ্চয় তেমনি জেনো,

সাক্ষাৎ হরি ভগবান্

শরীরীগণের আত্মা—

তাঁহে তাহাদের প্রাণ।

যে জন ত্যজিয়া সেই

সুমহান্ গুণনিধি,

গৃহেতে আসক্তি পূর্ণ

হ'য়ে থাকে নিরবধি,

মহত্ত্ব সে কোথা পাবে?

যদি বা মহত্ত্ব রয়,

সে শুধু বয়স জন্য—
যথার্থ মহত্ত্ব নয়।
নরনারীগণ মাঝে
তা' যদি মহত্ত্ব হবে,
সে মহত্ত্ব-অধিকার
পশুরা কেন না পাবে? ৩৯

(১২)

অতএব, সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানই ভজনীয়—অন্য দেবতাগণ নহেন; কারণ তাঁহারা আত্মরক্ষায়ই অসমর্থ, আশ্রিতগণকে রক্ষা করিবেন কিরূপে? রমা বলিতেছেন—

স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্।
স এক এবেতরথা মিথো ভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধি মন্যতে পরম্ ॥৪০॥
(৫।১৮।২০)

আপনি অকুতোভয়,
ভয়াতুর জনগণে
যতনে রক্ষেন যিনি
সতত সকল স্থানে,
পতি নাম সাজে শুধু
তাঁহারেই চরাচরে।

সেই গুণ একমাত্র
তোমাতে বিরাজ করে;
একমাত্র পতি তুমি
তাই, হে জগতপতি।
তা' না হ'লে হ'তে তুমি
ভয়েতে কাতরমতি।
আত্মলাভ ছাড়া যিনি
চাহেন না কিছু আর,
ভয়ের সঞ্চার মনে
কি কারণে হবে তাঁর? ৪০

(১৩)

ভগবানের পরিতুষ্টি সেবকের আভিজাত্যাদি-সাপেক্ষ নহে। অতএব, তিনি সকলেরই উপাস্য।

হনুমান্ গান করিয়া থাকেন—

সুরোঽসুরো বাপ্যথবা নরোঽনরঃ
সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমীশ্বরম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্ দিবম্ ॥৪১॥

(৫।১৯।৮)

সুরাসুর নর, অথবা অনর,
যে যেখানে আছে ভবমাঝারে,
পরম ঈশ্বর নরমূর্ত্তিধর
রামে যদি ভজে বিভোর অন্তরে,
পরিতোষ তাঁর লভিয়া সুসার
সেই ধন্য হয় সুনিশ্চয় রে।
অল্পে তুষ্ট হরি, ভক্তব্যথাহারী,
অল্প সেবা লন বহু আদরে।
যেই প্রভু রাম, হৃদয়াভিরাম,
অযোধ্যাবাসীগণে কৃপা ক'রে,
গেলেন লইয়ে বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে
তাঁরে কে না বল সদা ভজিবে রে? ৪১

তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে হনুমান আপনাদের কথাই উল্লেখ করিতেছেন—

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্‌ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥৪২॥

(৫।১৯।৭)

সুন্দর আকৃতি,　　　ভাষা, বুদ্ধি, জাতি,
জনম মহৎ কুলে,
ইহারা নিশ্চয়　　　তোষহেতু নয়
জানি তাঁর কোন কালে।

দেখ, বনচর আমরা বানর,
সে সব গুণের ধার
মোরা তো ধারিনা, তথাপি করুণা
আমাদেরে কত তাঁর !
দেব ঋষিগণ যাঁহার চরণ,
নাহি পান অন্বেষণে.
সেই রামধন মিত্রতা স্থাপন
করিলা মোদের সনে। ৪২

(১৪)

সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহারাই যথার্থ কৃতার্থতা লাভ করেন।

ভারতবর্ষের গুণগানকালে দেবগণ বলিতেছেন—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৪৩॥

(৫।১৯।২৭)

অর্থ যে প্রার্থনা করে হরি সন্নিধানে,
অর্থই করেন দান হরি সেই জনে।
সতত নশ্বর অর্থ, শেষ তার আছে,
লব্ধার্থ হইলে শেষ পুনরায় যাচে।

পরমার্থ তারে হরি না করেন দান,
পুনঃ পুনঃ অর্থ প্রতি ধায় যার প্রাণ।
পরন্তু কিছু না চেয়ে যে করে ভজন,
আপনি তাহারে দেন পরমার্থ ধন।
যে ধন পাইলে ইচ্ছা স্ফুরিতে না পারে,
সে পাদপল্লব তারে দেন সমাদরে।
সে ধনের কাছে আর কোন ধন লাগে ?—
নিষ্কামে করুণাময়ে ভজ অনুরাগে। ৪৩

(১৫)

যাঁহারা বিষয়ভোগের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকেন তাঁহারা মহাত্মাপদবাচ্য হইতে পারেন না। পরন্তু বিষয়ভোগের ত্যাগ হইতেই মহত্ত্ব—সাধুত্ব উপজাত হয়।

প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন—

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাং
সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্‌গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং
বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥৪৪॥

(৭।৫।৫)

আমিও আমার—এই
মিথ্যাভিনিবেশবশে

সমুদ্বিগ্নবুদ্ধি যারা
দুঃখপারাবারে ভাসে,
তাহাদের শ্রেয় যাহা—
যাহাতে সাধুত্ব হয়—
নিবেদি, হে দৈত্যপতি,
যথা মম মনে লয়।
নশ্বর-বিষয়-কেন্দ্র
গৃহকূপ অন্ধকার,
অধঃপাতে যায় দেহী
সে গৃহ করিয়া সার।
ত্যজি' তাহা, তারা যদি,
প্রবেশি' গহন বন,
হরির আশ্রয় লয়,
শ্রেয় তাহা অতুলন।
হে পিতঃ, সে বনস্থলী
হৃদয়ে বিরাজ করে;—
অনাসক্ত চিত্ত যার,
সেই সাধু এ সংসারে। ৪৪

(১৬)

অতএব, "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে (প্রথম বিরচণ ১০ম শ্লোক)"—এই উক্তি যথার্থ।

যম বলিতেছেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥৪৫॥

(৬।৩।২২)

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ　　　ক'রেছেন নির্দ্ধারণ
ইহলোকে মানবের পরম ধরমে,—
হরিভক্তিরসসার　　　করিতে হৃদে সঞ্চার,
নামগ্রহণাদি তাঁর সতত যতনে।
জীবন সাফল্য পায়,　　　মানব তরিয়া যায়,
বিন্দুমাত্র সেই রস জনমিলে প্রাণে। ৪৫

(১৭)

ভক্তগণ অকুতোভয়।

পার্ব্বতীশাপগ্রস্ত চিত্রকেতুর বিমান হইতে অধঃপতন-কালীন নির্ভীক ভাব পার্ব্বতীর লক্ষ্যগোচর করিয়া মহাদেব তাঁহাকে বলিতেছেন—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥৪৬॥

(৬।১৭।২৮)

নারায়ণে যাহাদের
প্রাণ মন সমর্পিত,
তাহারা কাহারো ভয়ে
কভু নাহি হয় ভীত।
সুখময় স্বর্গমুক্তি
নরক যন্ত্রনাগার
তুল্য ভাবে তারা,—ওই
দেখ গো দৃষ্টান্ত তার। ৪৬

কারণ, ভয় স্পৃহামূল ; পরন্তু ভাগবতগণ নিস্পৃহ।

গৌরীর প্রতি মহাদেবের তৎকালোক্ত বাক্যে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ॥৪৭॥

(৬।১৭।৩১)

বাসুদেবভকতির মধুর হিল্লোল সদা
প্রবাহিত হৃদয়ে যাহার,
জ্ঞানবলে সে সুমতি বলী হয়, হৈমবতী,
বৈরাগ্য ও মহীয়ান্ তার।
এমন বিশেষ কিছু দেখে না সে এ সংসারে,
যাহা তার চাহিবার মত ;—
লাগিয়াছে চিত্ত যার সারাৎসার-পরাৎপরে,
অসারে সে হয় কি নিরত ? ৪৭

(১৮)

তবে কেন সকলেই ভগবৎসেবা করে না ?

হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ-বাক্যে তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃপুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্ ॥ ৪৮ ॥
ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥ ৪৯ ॥

(৭।৫।৩০—১)

হে পিতঃ, যাহারা জানে
গৃহ একমাত্র ব্রত,
কৃষ্ণে তাহাদের মতি
কভু নাহি হয় জাত।
স্বভাবে তো অসম্ভব,
গুরুপ্রেরণাও তার
সে মতি সাধিতে নারে,
এমনি মূঢ়তা-ভার ?
তাহাদের পরস্পর-
সম্মিলনে, অবিরত

বিষয়ের হলাহল
হয় শুধু সমুদ্ভূত।
অদান্ত-ইন্দ্রিয়-বশে
পশি' ভব-অন্ধকারে,
চর্ব্বিতচর্ব্বন তারা
পুনঃ পুনঃ পুনঃ করে। ৪৮
আত্মলাভ মাত্র করি'
যাহারা সিদ্ধার্থ হয়,
তাহাদেরি জ্ঞানগম্য
যে বিষ্ণু মহিমাময়,
তাঁহারে জানেনা, হায়,
সেই দুরাশয়গণ,
বহিরর্থসমাদরে
নিমগ্ন যাদের মন।
যেমন তাদের শ্রদ্ধা,
গুরু মিলে সেইমত;
বিষয়াতিরিক্ত কিছু
সে গুরুর নহে জ্ঞাত।
অন্ধে দেখাইতে পথ,
অন্ধ কভু নাহি পারে;
পথ দেখাইতে গিয়া
বিপথে ফেলিয়া মারে।
সেইরূপ, হায়, পিতঃ,
সেই গুরু-উপদেশে,

তাহাদের সেইমত
দশা হয় অবশেষে!
ঈশ্বরের কাম্যকর্ম্ম-
দীর্ঘ-রজ্জু-পাশে তারা
আবদ্ধ হইয়া চির
হ'য়ে থাকে আত্মহারা! ৪৯

(১৯)

"অতি শীঘ্র আরব্ধ হইয়াছে"—এই কথা ভাগবতধর্ম্মানুশীলন সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥ ৫০ ॥
(৭।৬।১)

ভবধামে নরজন্ম দুর্ল্লভ সুসার।
ফলিলে ফলিতে পারে　　পরমার্থফল যাহে,
তাহার মূল্যের কথা কি বলিব আর?
কিন্তু তা অস্থির অতি,　　পদ্মপত্রে বারি যথি,
এইক্ষণে হ'তে পারে তাহার বিলয়।
কৌমার হইতে তাই　　ভাগবত ধর্ম্ম, ভাই,
আচরিলে প্রাজ্ঞতার পরিচয় হয়। ৫০

(২০)

ভগবদ্ভজন বালক ও বৃদ্ধগণেরও সাধ্যায়ত্ত।

তদর্থে দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ-বাক্য—

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥ ৫১ ॥

(৭। ৬। ১৯)

শুন, শুন, ওহে বন্ধুগণ,—
সাধিতে অচ্যুত-প্রীতি লাগেনা আয়াস অতি,
সহজেই তাঁর সন্তোষণ।
কৃপাময় গুণমণি, সর্ব্বভূত-আত্মা তিনি,
সকলেরি পরম আপন ;
এই চরাচর-মেলা, সর্ব্বত্র তাঁহারি খেলা,
রাজমান যথায় তথায় ;
প্রসন্ন করিতে তাঁরে অনায়াসে সবে পারে,
একবার যদি মন যায়! ৫১

(২১)

ভগবদ্ভজন করিবার আরও কারণ প্রহ্লাদ-বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।

স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৫২ ॥
রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোষভূতয়ঃ।
সর্ব্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্ব্বন্তি মর্ত্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্ম্মলাঃ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং
ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥ ৫৪ ॥

(৭।৭।৩৮—৪০)

সামান্য বিষয় অর্জ্জি' কি হইবে ফল?
বিষয়ে নাহিক সুখ, শুধু হলাহল।
বিষয়ের লাগি নরে যত করে শ্রম,
ফলোদয় তার যোগ্য নহে কদাচন।
তার চেয়ে, যেই হরি আকাশের মত
আছেন হৃদয়ে, ভাই, চির-বিরাজিত,
সকলের আত্মরূপী যে মহিমাময়,
সকলের সখা যিনি, সকলে সদয়,
বল দেখি, বন্ধুগণ, ভজন তাঁহার
করেনা কি কোটিগুণ শ্রেয়ের সঞ্চার?

তাঁরে উপাসিতে বল কি প্রয়াস লাগে,
যে জন প্রসন্ন হন মাত্র অনুরাগে? ৫২
ধনরত্ন, গৃহ, দারা সুত পরিবার,
অশ্বকুঞ্জরাদি পশু, আর ধনাগার,
এ পৃথিবী, আর তার ঐশ্বর্য্য-বিলাস
মিটাইতে পারে কভু মানবের আশ?
মর্ত্তবাসী মানবের, চেয়ে দেখ ভাই,
আয়ুর স্থিরতা কভু এক তিল নাই।
কি প্রিয় তাহার বল করিবে সাধন
চিরচঞ্চলতাময় গৃহরত্নধন? ৫৩
আর দেখ, ভ্রাতৃগণ, যজ্ঞ আচরিলে,
স্বর্গ-আদি-লোকলাভ নর ভাগ্যে ফলে;
যজ্ঞফল কভু কিন্তু চিরস্থায়ী নয়,
ভোগেতে তাহার ক্ষয় হয় সুনিশ্চয়।
যজ্ঞলব্ধ লোক যত ক্ষয়শীল তাই,
পুণ্যতারতম্যে তাহে তারতম্য ভাই।
আর দেখ, সুনির্ম্মল সে সকল নহে,
ঔদ্ধত্যের অধিকার সে সকলে রহে।
আত্মলাভ—শ্রেষ্ঠলাভ—করিবার তরে,
তাই বলি, বন্ধুগণ, ভজহ ঈশ্বরে।
দোষ তাঁহে দেখে নাই শুনে নাই কেহ,
নববিধ ভক্তিযোগে তাঁরে উপাসহ। ৫৪

(২২)

ধর্ম্ম অর্থ ও কামের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে চেষ্টা করিবার প্রয়োজনই বা কি ?

প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্॥ ৫৫ ॥
(৭।৭।৪৮) ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম, ভাই, আশ্রিত যাঁর সদাই,
তাঁহারেই প্রাণভরে ভজ অনিবার।
নিষ্কামের শিরোমণি পরম ঈশ্বর যিনি,
সকলের আত্মারূপে করেন বিহার,
ভোগ-ইচ্ছা পরিহরি' তাঁহারি চরণতরী
আশ্রয়িলে, অভাব না কিছু রবে আর। ৫৫

(২৩)

আমরা দৈত্য, ব্রাহ্মণাদিকৃত্য ভগবদ্ভজনে আমাদের কি অধিকার আছে ?—দৈত্যবালকগণের এই প্রশ্নের আশঙ্কায়, প্রহ্লাদ বলিতেছেন,—তাহাতে অধিকারীনিয়ম নাই ; অতএব, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার। যথা—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাঽসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৫৬—৭ ॥

(৭।৭।৫১-২)

দ্বিজত্ব, দেবত্ব, কিম্বা
কঠোর ঋষিত্ব তথা,
উত্তম চরিত্র, আর
যত দেখ বহুজ্ঞতা,
দান, তপঃ, যজ্ঞ, শৌচ,
ব্রতাদির আচরণ—
শুধু এই সবে নয়
মুকুন্দ-প্রীতি-সাধন।
হে দৈত্যবালকগণ,
ভক্তি মাত্র জেনো সার,
মলাহীন ভক্তিতেই
প্রীত কৃপা-পারাবার।
দ্বিজত্ব দেবত্ব আদি
ভক্তিশূন্য যদি হয়,
বিড়ম্বনা শুধু সব
চির-নিষ্ফলতাময়। ৫৬—৭

হিরণ্যকশিপুবধের পরে নৃসিংহদেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত প্রহ্লাদের উক্তিতে সেই অধিকারীনিয়মাভাবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে—

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৫৮ ॥

(৭।৯।৯)

কুলমান, ধন, রূপ মনোরম,
তপস্যা, বিদ্যার ভার,—
হেন লয় মনে, হরি-আরাধনে
এ সকলে নাহি সার
ইন্দ্রিয়পটুতা, আর তেজস্বিতা,
পৌরুষ, প্রভাব যত,
বুদ্ধি, যোগ, বল,— সকলি বিফল
তাঁহারে করিতে প্রীত।
এ সব ভরমে পুরুষ পরমে
তুষিতে কি কেহ পারে?
ভক্তিই তাঁহার পূজা-মূলাধার,
ভক্ত শুধু পায় তাঁরে।
গজযূথপতি সাধি' তাঁর প্রীতি
জীবন করিল ধন্য,—
ভক্তিই কেবল তাহার সম্বল
গুণ তো ছিল না অন্য। ৫৮

(২৪)

তাঁহার স্বভাব কেবল মাত্র ভক্তিই গ্রহণ করে ; তাই—কুলমানাদিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার যে প্রীতি লাভ করিতে পারে না, তৎসমস্তবিহীন হস্তী তাহা লাভ করিয়াছিল।

প্রহ্লাদ বামনদেবকে বলিতেছেন—

চিত্রং তবেহিতমহোঽমিতযোগমায়া
লীলাবিসৃষ্টভুবনস্য বিশারদস্য।
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো
ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরুস্বভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

(৮।২।৩৮)

অবাচস্ত্য যোগমায়া-লীলায় সৃজন,
ওহে বিশারদ, তুমি ক'রেছ ভুবন।
আত্মারূপে সবে তাই তোমার বিহার,
সকলেতে সমদৃষ্টি তাই হে তোমার।
তোমার নিকটে, প্রভু, যে জন যা' চায়,
কল্পতরু হ'য়ে তাই দাও তুমি তায়।
তবু এ কি দেখি তব বিষম স্বভাব—
ভক্ত প্রতি এই তব পক্ষপাত-ভাব ?
ওহে ভক্তপ্রিয়, তুমি যা কর গ্রহণ,
ভক্ত শুধু দিতে পারে বুঝি সেই ধন ?
ভক্ত-আকর্ষণ বুঝি ঠেলা নাহি যায় ?—
দ্বারী রূপে বলি তাই লভিল তোমায় !

বিচিত্র, বিচিত্র, দেব, চরিত্র তোমার!
ভক্ত প্রতি এ আদর মহিমার সার! ৫৯

(২৫)

তিনি কেবল ভক্তপ্রিয় নহেন, তিনি ভক্তের বশীভূত।
শুকদেব বলিতেছেন—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ৬০ ॥
এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥৬১ ॥
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥৬২॥
নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৬৩ ॥

(১০।৯।১৮-২১)

যেখানে যা ছিল　　সব রজ্জু গেল,
কৃষ্ণে নাহি বাঁধা যায়।
বাঁধিতে বাঁধিতে,　　শ্রমে জননীর
স্বেদবারি বহে গায়—

কবরী হইতে চারু ফুলমালা
হায়রে প'ড়েছে খ'সে—
হেন দশা হেরি' করুণায় হরি
বাঁধা পড়িলেন শেষে! ৬০

ব্রহ্মা আদি সহ এই যে জগৎ
যাঁর সদা বশে রয়,
যাঁহার উপর আপনার ছাড়া
কাহারো প্রভুত্ব নয়,
এই রূপে সেই কৃষ্ণ কৃপাময়
দেখাইলা, হে রাজন্,—
বশীভূত তাঁরে পারে করিবারে
তাঁহার ভকতজন। ৬১

মুক্তিদাতা হ'তে যশোদা গোপিনী
লভিলেন যে প্রসাদ,
পান নাই কভু বিরিঞ্চি বা শিব
সেই প্রসাদের স্বাদ।
অধিক কি কব, কমলা তো তাঁর
শ্রীঅঙ্গে রহেন সদা ;—
অলব্ধ তাঁহারো এ প্রসাদসার—
রজ্জুতে তাঁহারে বাঁধা। ৬২

সেই ভগবান্ গোপিকানন্দনে
সহজে লভিতে পারে
ভকত যেমন এ পৃথিবীমাঝে
আর কেহ তথা নারে।

তাপসাদি যত,　　　　দেহ-অভিমানে
বিমুগ্ধ তাহারা রয় ;
জ্ঞানী আত্মভূত,　　　　তাহারাও, নৃপ,
অভিমানশূন্য নয় ;
তাহাদের প্রাণে　　　　কোথা সেই রস,
বিহ্বল ভকত যায় ?
নীরস হৃদয়ে　　　　রসিকশেখরে
সহজে কে বল পায় ? ৬৩

(২৬)

তিনি যেন জ্ঞানীগণের সুখলভ্য নাই হইলেন ; তা' বলিয়া কি সেই জ্ঞানের দ্বারাই তাহারা উদ্ধার লাভ করিবে না ? তাহা কেমন করিয়া করিবে ?—ভক্তিবিহীন জ্ঞান যে অসিদ্ধ।

ব্রহ্মা বলিতেছেন--

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৬৪ ॥
(১০।১৪।৪)

যেই ভক্তি-নির্ঝরিনী হইতে সতত
অবিরাম ধারে শুভ হয় প্রবাহিত,

হে কৃষ্ণ, হে বিভু, যেবা ছাড়িয়া তাহারে
কেবল জ্ঞানের লাগি পরিশ্রম করে,
ক্লেশ মাত্র লাভ তার হয় অবশেষে,
কভু না হৃদয় তার সিক্ত হয় রসে।
অন্ন ধান্য পরিহার করিয়া যেজন,
পর্ব্বত প্রমাণ তুষ করয়ে তাড়ন,
তাহার লাভের কথা কি বলিব আর?—
তণ্ডুলে ভরিয়া যায় ভাণ্ডার তাহার!　৬৪

সাধুগণের আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মা তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৬৫ ॥
(১০।১৪।৫)

পুরাকালে পৃথিবীতে বহু যোগীগণ,
কেবল জ্ঞানের তরে করিয়া যতন,
দেখিলেন যবে তাহে নাহি ফলোদয়,
তখন সকল চেষ্টা, কর্ম্ম সমুদয়,
তোমার চরণে তাঁরা করিলা অর্পণ।
হে ভূমন্, চিন্তা সব ঘুচিল তখন,
খুলে গেল তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার,
ভক্তির হিল্লোল তাহে পশে অনিবার।

মধুময় কথা তব শুনিতে শুনিতে,
পারিলেন তাঁরা সবে তোমাতে মজিতে।
তোমাময় হ'য়ে গেল তাঁহাদের প্রাণ,
জ্বলিয়া উঠিল প্রেমে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান।
হে অচ্যুত, এইরূপে হ'য়ে মাতোয়ারা,
সহজে পরমাগতি লভিলা তাঁহারা। ৬৫

(২৭)

অতএব, ভক্তের কার্য্য শেষ হইয়াছে।
শুদর্থে নন্দযশোদার প্রতি শ্রীকৃষ্ণদৌত্যকর্ম্মে সমাগত উদ্ধবের উক্তি-

তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্ত্যমূর্ত্তৌ।
ভাবং বিধত্তো নিতরাং মহাত্মন্
কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ স্বকৃত্যম্ ॥ ৬৬ ॥
(১০।৪৬।৩৩)

অখিলের আত্মা যিনি, অখিল-কারণ,
প্রয়োজনে নরমূর্ত্তি করেন ধারণ,
কৃষ্ণ সেই দেবদেব ;—তোমরা দুজনে
এত ভালবাস তাঁরে কায়বাক্যমনে!
ওহে মহাত্মন; বল, তোমাদের আর
অবশিষ্ট আছে কিবা কার্য্য করিবার? ৬৬

কারণ, কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্যই সমস্ত সাধনা—সমস্ত কার্য্য। উদ্ধব গোপীগণকে বলিতেছেন—

দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥৬৭

(১০।৪৭।২৪)

দান, ব্রত, হোম আর
তপস্যার আচরণ,
অধ্যয়ন, মন্ত্রজপ,
ইন্দ্রিয়ের সংযমন;
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান
অন্য অন্য যত আর,—
সকলি সাধিতে শুধু
কৃষ্ণভক্তিরসসার।
ঘটিলে সে রসসিদ্ধি
কিবা কাজ সাধনায়?
পৌঁছিয়া গন্তব্য স্থানে
পথ কে চলিতে যায়? ৬৭

(২৮)

ভগবানের অনুগ্রহ জাতিব্যাপারনিরপেক্ষ; তাহা লাভ করিতে বিদ্যারও প্রয়োজন নাই। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় দোষযুক্ত হইলেও গুণ বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।

গোপীগণের ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণদূত উদ্ধব গাহিয়াছিলেন—

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥ ৬৮ ॥
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ৬৯ ॥
আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ৭০ ॥

(১০।৪৭।৫৯—৬১)

কোথা এই বনচরী ব্রজের রমণীগণ,
ব্যভিচারদোষে বিদূষিত !
পরমাত্মা কৃষ্ণ প্রতি কোথাই বা তাহাদের
নিরুপম প্রেমপূর্ণ চিত !
কৃষ্ণের যা ভালবাসা ইহাদের প্রতি কত—
কত কথা ইহাদের তরে !

গোপিনীর প্রেম স্মরি' বিহ্বল হয়েন হরি!
বুঝিয়াছি, ভজনা যে করে,
হ'ক না সে অবিদ্বান, তবু তারে ভগবান
বিতরেন অজস্র মঙ্গল।—
না জানিয়া যদি কেহ অমৃত সেবন করে,
পায়না কি সে তাহে সুফল? ৬৮

গোপীনাথ-ভুজদণ্ডে গৃহীত যাদের কণ্ঠ
হ'য়েছিল রাসোৎসবকালে,
সৌভাগ্য কাহার আর সেই গোপীদের মত?
এ প্রসাদ কার ভাগ্যে মিলে?
কি কব অন্যের কথা, আপনি কমলারাণী
হরিবক্ষে যাঁহার বিলাস,—
আর সে অপ্সরাগণ পদ্মকান্তি দেহে সদা
যাঁহাদের নলিন-সুবাস,—
তাঁহাদেরো ভাগ্যে কভু ঘটে নাই সে প্রসাদ,
সে অপূর্ব্ব প্রেম-অনুভূতি!
ধন্য এই বৃন্দাবন! ধন্য এই গোপীগণ!
ধন্য কৃষ্ণপ্রেমের আরতি! ৬৯

গোপীপাদরেণুপূত তরুগুল্মলতা যত
বিরাজে এ বৃন্দাবন-গায়,
তাহাদের অন্যতম হইয়া এ দীন জন
সেই রেণু মাখিবারে চায়!
আকুল হৃদয়ে ঘুরে শ্রুতি সব যার তরে,
মুকুন্দের সে পদকমল

ধরিতে হৃদয়দেশে,　　　　গোপীগণ অনায়াসে
খুলিয়াছে বন্ধন সকল!
দুস্ত্যজ স্বজন যত,　　　　আর্য্যপথ প্রশংসিত
অবহেলে করি' পরিহার,
কৃষ্ণকলঙ্কসাগরে　　　　ডুবিয়াছে প্রাণভরে,—
সে কলঙ্ক সার অলঙ্কার! ৭০

(২৯)

ভগবানের স্বভাব ভক্তিমাত্রগ্রাহী, এ কথা বলা তে বিপর্য্যয় হইতে পারে না।

তদর্থে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যুধিষ্ঠির-বাক্য—

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ
সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র ॥৭১॥
(১০।৭২।৬)

হে গোবিন্দ! পরব্রহ্ম　　　　উপাধি-রহিত তুমি,
সকলেই দেখহ সমান,
সকলের আত্মা তুমি,　　　　আত্মানন্দ-পারাবারে
রহ তুমি চির-ভাসমান;

আত্মপরভেদমতি কেমনে সম্ভবে তব ?
তবে যে হে সেবিয়া তোমায়,
তোমার ভকতগণ প্রসাদ তোমার, প্রভু,
দেখি সেবা-অনুরূপ পায়,
স্বভাবের বিপর্য্যয় তোমার তাহাতে কিছু
কৃপাময়, পাইনা দেখিতে—
না চেয়ে পায়নি ব'লে, কল্পতরুবরে বল
পক্ষপাতী কে পারে বলিতে ? ৭১

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে সমন্তকপঞ্চকে সমাগত গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যে সেই ভক্তিমাত্রগ্রাহিতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৭২॥
(১০।৮২।৪৪)

মম প্রতি ভক্তি যেবা করে,
শুন শুন সখীগণ, অমৃতত্ব সেই জন
লাভ শুধু করিবারে পারে।
অনেক ভাগ্যের ফলে, জাতিকুলমান ভুলে,
মম প্রতি স্নেহ অতুলন
করিয়া তোমরা কত, হ'য়ে প্রেমে বিগলিত,
পরা'য়েছ আমারে বাঁধন। ৭২

(৩০)

ভাগবতধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ঋষভদেব-পুত্র কবি বিদেহ-রাজ নিমিকে বলিতেছেন—

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥৭৩॥
যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥৭৪॥
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥৭৫॥

(১১।২।৩৪—৩৬)

আত্মলাভ অনায়াসে
করিতে অজ্ঞানীগণ
সক্ষম যাহাতে হয়,
ক'রেছেন নির্দ্দেশন
ভগবান্ নিজমুখে
উপায় যতেক তার,
তাহাই জানিবে, নৃপ,
ভাগবত ধর্ম্ম সার। ৭৩
আশ্রয় লভিলে যার
প্রমাদ ঘটিতে নারে—

নিমীলিত নেত্রে যাহে
ধাবিত হইলে পরে,
স্খলনের পতনের
কিছুমাত্র নাহি ভয়—
ভাগবত ধর্ম্ম তা'ই
পরমমঙ্গলময় ! ৭৪

কায় বাক্য মন বুদ্ধি
চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ
স্বভাবানুসারে যে যে
কর্ম্ম করে আচরণ,
পরম ঈশ্বর সেই
নারায়ণে সমুদয়
সমর্পিত হ'লে, তবে
ভাগবত ধর্ম্ম হয়। ৭৫

ঋষভদেব-পুত্র প্রবুদ্ধ ও বিদেহরাজ নিমিকে তাহাই বলিতেছেন—

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্ ॥৭৬॥
(১১।৩।২৮)

তপ, জপ, যজ্ঞ, দান, আর সদাচার,
গন্ধ পুষ্প আদি যাহা প্রিয় আপনার,
দারা পুত্র গৃহ প্রাণ আর যে, রাজন্,
পরম ঈশ্বরে সব কর নিবেদন ! ৭৬

রাজা নিমির প্রতি কবি-বাক্যে যুক্তিপ্রদর্শনপুরঃসর তাহা সমর্থিত হইতেছে—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৭৭॥

(১১।২।৩৭)

ঈশ্বরবিমুখ যারা,　　　　তাহাদের স্মৃতিপথে
নাহি স্ফুরে স্বরূপ তাঁহার ;
তাহাতে তাহারা ভাবে　দেহ ছাড়া আত্মা নাই,—
এ সংসার বুঝে তারা সার।
এই বিপর্য্যয়-ভাবে　　　নিবিষ্ট হইলে হিয়া,
ভয় নাহি ছাড়িবারে চায়—
পদে পদে আসি', মন　　আচ্ছন্ন করিয়া রাখে,
শান্তি, নৃপ, দেখা নাহি যায়।
তাই, যারা বুদ্ধিমান,　　ভক্তিতে ভরিয়া প্রাণ,
ভগবানে ভজে অনুক্ষণ—
গুরু ও দেবতা আত্মা,　　এই তিনে ভেদ তারা
দেখিতে না পায় কদাচন। ৭৭

(৩১)

যাহারা ভগবচ্চরণসেবাবলম্বী, দেবগণ তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহারা অভিভূত হয় না। তাই উক্ত হইয়াছে—"ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ" (প্র বি—৭৪ শ্লোক।)

বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণকে মুগ্ধ করিতে সমাগত ইন্দ্রপ্রেরিত কন্দর্পাদি, তাঁহার সদয় ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া, বলিতেছেন—

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়াঃ
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি ॥৭৮॥

(১১।৪।১০)

যজ্ঞ আচরিয়া যারা দেবগণে যাঁর যাঁর
অংশমত বলি দান করে,
বিঘ্ন কিছু তাহাদের সমুৎপন্ন নাহি হয়—
দেবকোপে তাহারা না পড়ে।
কিন্তু যারা ছাড়ি' সব তোমার চরণ-সেবা
করিয়াছে জীবনের সার,
করেন দেবতাগণ উপস্থিত তাহাদের
অন্তরায় অনেক প্রকার।
অতিক্রমি' স্বর্গরাজ্য তাহারা যে শ্রেষ্ঠধাম
বৈকুণ্ঠেতে যাইবে চলিয়া;
সেই স্পর্দ্ধা তাহাদের মনঃক্ষুণ্ণ দেবগণ
রহিবেন কেমনে সহিয়া ?
হ'ক শত অন্তরায়, কি ভয় ভক্তের তায়,
হে রক্ষক, ওহে ভগবন্,

বিঘ্নসমূহের শিরে　　　যদি সে স্থাপিত হেরে
অভয়দ তোমার চরণ?　৭৮

(৩২)

পরন্তু, অভক্তগণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

ঋষভদেবপুত্র চমস রাজা নিমিকে বলিতেছেন—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৭৯॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৮০॥
(১১।৫।২—৩)

পুরুষের মুখ হ'তে জন্মিল ব্রাহ্মণ,
বাহু হ'তে ক্ষত্রিয়ের হইল জনম।
উরু হ'তে বৈশ্যগণ জনম লভিল,
পদদ্বয় হ'তে শূদ্র পৃথিবী দেখিল।
গুণভেদে নিজ নিজ আশ্রম সহিত,
এইরূপে চারিবর্ণ হইল সৃজিত।　৭৯
ইহাদের মাঝে সেই পরম ঈশ্বরে
যেই অভাজন, নৃপ, ভজনা না করে,
অথবা অবজ্ঞা তাঁরে করে যে দুর্ম্মতি,
স্বস্থান হইতে তার হয় অধোগতি।　৮০

(৩৩)

বিশেষতঃ কলিকালে ভক্তগণই কৃতার্থ।

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ।
বাসুদেবপরা মর্ত্ত্যাস্তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥৮১॥*

ঘোর কলিকালে যবে সব ধর্ম্ম ঘুচে যাবে,
বাসুদেবে শুধু সে সময়
যাহারা করিবে সার, রবেনা তাদের ভার,
চরিতার্থ তাহারা নিশ্চয়। ৮১

নির্ব্বিন্নহৃদয়া স্বৈরিণী পিঙ্গলার বাক্যে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

সংসারকূপে পতিতং বিষয়ৈর্মুষিতেক্ষণম্।
গ্রস্তং কালাহিনাত্মানং কোঽন্যস্ত্রাতুমিহেশ্বরঃ ॥৮২॥
(১১।৮।৪১)

পড়িয়া সংসারকূপে
এই কলিকালে যার
বিষয়-ধাধায় আঁখি
হইয়াছে অন্ধকার,
কালসর্পগ্রাসে আত্মা
যাহার ডুবিয়া যায়,
বিনা সে ঈশ্বর আর
ত্রাণ কে করিবে তায়? ৮২

* এই শ্লোকের বক্তা কে ও ইহা কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

(৩৪)

ভক্তিই সেই বিষয়ান্ধ দুর্ব্বল কলির জীবের রক্ষয়িত্রী।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥৮৩॥

(১১।১৪।১৮)

ইন্দ্রিয়নিকর যার
　　এখনো হয়নি জয়,
বিষয় যদ্যপি হেন
　　ভক্তে মম আকর্ষয়,
অভিভূত তারে, প্রিয়,
　　কভু না করিতে পারে,—
মম প্রতি অনুমাত্র
　　ভকতি রক্ষয়ে তারে।
ভক্তিকণিকার দেখ
　　প্রভাব যদি এমন,
প্রগল্‌ভা ভক্তির কথা
　　বলার কি প্রয়োজন? ৮৩

যিনি স্ত্রৈণকেও মুক্ত করেন, বিষয়ান্তরলুব্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করা তাঁহার পক্ষে ঈষৎকর।

উর্ব্বশীর মোহ অপগত হইলে রাজা পুরূরবা বুঝিতে পারিতেছেন—

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কোঽন্যো মোচয়িতুং ক্ষমঃ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥৮৪॥

(১১।২৬।১৫)

পুংশ্চলী যে চিত্ত, হায়, রেখেছে হরণ ক'রে,
মুক্তি তারে দিবে কেবা আর,
বিনা সেই অধোক্ষজ ভগবান্ আত্মারাম্,
চরাচর বশীভূত যাঁর ? ৮৪

(৮৫)

ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণমুপযাতি সঃ ॥৮৫॥

(১১।১৮।৪৫)

সর্ব্বলোকমহেশ্বর, সর্ব্বনিয়ামক,
সকলের স্রষ্টা আমি, সর্ব্ববিনাশক,
আমা হ'তে সমুৎপন্ন বেদ সমুদয়।
হে উদ্ধব, হৃদয়েতে প্রবাহিত হয়
একনিষ্ঠ ভক্তিস্রোত অবাধে যাহার,
সুনিশ্চয় হই আমি সুলভ তাহার। ৮৫

(৩৬)

ভক্তের অন্য প্রায়শ্চিত্তের ও প্রয়োজন নাই।

উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যে তাহার কারণ উক্ত হইতেছে—

যথাগ্নিঃ সুসমিদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥৮৬॥
(১১।১৪।১৯)

প্রজ্বলিত হ'লে পরে অনল যেমন,
ভস্মে পরিণত করে যতেক ইন্ধন ;
সেই মত, যে ভক্তির আমিই বিষয়,
সমূলে সমস্ত পাপ তাহে নষ্ট হয়। ৮৬

(৩৭)

অতএব, এবম্ভূত শ্রেয় আর নাই।

তদর্থে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ॥৮৭॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥৮৮॥
ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুনাতি হি ॥৮৯॥

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥৯০॥

বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
হসত্যভীক্ষ্ণং রুদতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি ॥৯১॥

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধুন্বন্
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্ ॥৯২॥

(১১।১৪।২০—৫)

সাঙ্খ্যধর্ম্ম, যোগ, কিম্বা বেদ-অধ্যয়ন,
তপস্যা অথবা ত্যাগ, উদ্ধব, তেমন
কদাপি করিতে নারে মোরে বশীভূত,
ভক্তি মোরে বশীভূত করে যেই মত।
ভক্তি সাথে এ সবের তুলনা না হয়,
ভক্তিই পরম শ্রেয় জানহ নিশ্চয়। ৮৭
সাধু সকলের আমি আত্মা প্রিয়তম,
ভক্তিশ্রদ্ধা শুধু মোরে লভিতে সক্ষম।
মম প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তি যদি রয়,
চণ্ডালেরো জাতিদোষ বিদূরিত হয়। ৮৮

উদ্ধব! সে ভক্তি নাই হৃদয়ে যাহার,
সত্যদয়াযুক্ত ধর্ম্ম থাকুক তাহার,
অথবা তপস্বী আর হ'ক সে বিদ্বান,
সবিশেষ পূত তার নাহি হয় প্রাণ। ৮৯
নাহি যথা রোমহর্ষ, চিত্ত বিগলিত,
আনন্দাশ্রু নাহি যথা হয় প্রবাহিত,
কোথায় তথায় ভক্তি?—ভকতি বিহনে,
আশয় বিশুদ্ধ বল হইবে কেমনে? ৯০

প্রেমে বাক্য গদগদ,
দ্রবীভূত চিত্ত যার,
যেজন স্মরিয়া মোরে
কভু হাসে অনিবার,
আকুল ক্রন্দনে কভু
পৃথিবী ডুবা'তে চায়,
তেয়াগি' যেজন লাজ
প্রাণ খুলে মোরে গায়,
আমারে হৃদয়ে ধ'রে
আনন্দে নাচে যেজন,
সেই মম প্রিয় ভক্ত
পবিত্র করে ভুবন। ৯১
অনলে বিদগ্ধ হ'লে
মলিনতা পরিহার
করিয়া সুবর্ণ যথা
পায় রূপ আপনার;

মম প্রতি ভকতিতে
করম-বাসনা যত
বিধুনিত হ'লে, আত্মা
পায় মোরে সেই মত। ৯২

(৩৮)

অতএব, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

বরমেকং বৃণেঽথাপি পূর্ণাৎ কামাভিবর্ষণাৎ।
ভগবত্যুত্তমাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা ত্বয়ি ॥৯৩॥
(১২।১০।৩৪)

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ তুমি পূর্ণ বিশ্বেশ্বর,
তোমার চরণে শুধু মাগি এক বর,—
দেবদেব ভগবানে, ভক্তগণে তাঁর,
পরম বৈষ্ণব তুমি—তোমা প্রতি আর,
উত্তমা ভকতি যেন হৃদয়েতে হয়।—
ইহা ছাড়া আর কিছু চাহিবার নয়। ৯৩

(৩৯)

অনেক মোক্ষোপায় বিদ্যমান থাকিতে, ভক্তিই কেন গরীয়সী, তাহা শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণের বাক্যে দেখা যায়—

তথাপরে চাত্মসমাধিযোগ-
বলেন জিত্বা প্রকৃতিং বরিষ্ঠাম্।

ত্বামেব ধীরাঃ পুরুষং বিশন্তি
তেষাং শ্রমঃ স্যান্ন তু সেবয়া তে ॥৯৪॥
(৩।৫।৪৫)

তব ভক্তগণ. শুধু তোমার সেবায়,
চরণকমল তব বিনাশ্রমে পায়।
ধীর আত্মসমাহিত যেই যোগীগণে
সুদুর্জ্জয়া প্রকৃতিরে যোগবলে জিনে,
পরম পুরুষ তুমি, তোমাতেই বটে
তাদের প্রবেশ. দেব, অবশেষে ঘটে;
পথে কিন্তু তাহাদেরে ভুঞ্জিবারে হয়
অনিবার পরিশ্রম বহু সুনিশ্চয়। ৯৪

(৪০)

তবে কেন সকলেই ভগবদ্ভক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করে না?—এই প্রশ্নের আশঙ্কায় অনন্তশয়নশায়ী শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্ম-বাক্যে বিষয়ীগণের অভজনকারণ উক্ত হইতেছে—

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা মুনয়োঽপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ ৯৫ ॥
(৩।৯।১০)

করেন যাঁহারা সদা
বহু শাস্ত্র আলোচন,
তাঁরাও যদ্যপি তব
প্রসঙ্গবিমুখ হন,
তা হ'লে সংসারদুঃখ
ঘটে ভাগ্যে তাঁহাদের,
ঘুচেনা তাঁদের, হায়,
বিষম কর্ম্মের ফের।
দিবাভাগে নানা কাজে
ব্যাপৃত ইন্দ্রিয়গণ
তাঁহাদের তরে শুধু
ক্লেশ করে আনয়ন।
নিশীথে নিদ্রায় যবে
সমাচ্ছন্ন করে জ্ঞান,
তখনো থাকেনা মনে
বিষয়সুখের স্থান।
বিকৃত হইয়া বুদ্ধি
নানা মনোরথে, হায়,
সে নিদ্রা ও স্বপ্নাবেগে
ক্ষণে ক্ষণে ভেঙ্গে যায়!
প্রতিহত করে দৈব
অর্থচেষ্টা সমুদয়—
সংসারমোহেতে চিত্ত
রহে আবিলতাময়। ৯৫

ব্রহ্মা আরও বলিতেছেন--

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যমুষ্য
সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥৯৬॥

(৩।১৫।২৪)

যেই নরজন্ম সার
আমাদেরো অভ্যর্থিত,
ধর্ম্ম সহ তত্ত্বজ্ঞান
যাহে হয় প্রস্ফুরিত,
হেন জন্ম লাভ করি'
যাহারা, হে দেবগণ,
নাহি করে প্রেমভরে
ভগবানে আরাধন,
সুবিস্তৃতমায়াবশে
তাহারা নিশ্চয়, হায়,
সম্মোহিত হ'য়ে ভবে
হেলায় রত্ন হারায়। ৯৬

(৪১)

কেবলমাত্র ভগবৎকৃপাবলেই সেই মায়াপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ভক্তি লাভ করিতে পারা যায়। ভগবৎকৃপা ব্যতীত সেই মায়া দুরত্যয়া।

সেই ভগবানে নির্ভর দেবগণের প্রতি ব্রহ্মবাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে—

বিশ্বস্য যঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতুরাদ্যো
যোগেশ্বরৈরপি দুরত্যয়যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাস্যতি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-
স্তত্রাস্মদীয়বিমৃশেন কিয়ানিহার্থঃ ॥৯৭॥

(৩।১৬।৩৫)

সৃষ্টিস্থিতিবিলয়ের
এ বিশ্বের, দেবগণ,
যে মহিমাময় প্রভু
সতত আদি কারণ—
অন্যের কি কথা, যত
যোগেশ্বরগণ ধার
যোগমায়া অসমর্থ
সহজে হইতে পার—
ত্রিগুণের অধীশ্বর
সেই দেব ভগবান্
করিবেন আমাদের
সুমঙ্গল সংবধান।
ভাবিলে চিন্তিলে মোরা
কিবা হবে ফলোদয়,
সর্ব্বশুভদাতা হরি
না হন যদি সদয়? ৯৭

(৪২)

এইরূপে, ভগবদনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে করিতে আত্মাভিমান বিনষ্ট হইলে, যখন ভগবদনুগ্রহ হয়, তখন হৃদয়ে ভক্তি জন্মে। তদর্থে রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি নারদ-বাক্য—

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥৯৮॥

(৪।২৯।৪৬)

সকলের কর্ত্তারূপে দেব ভগবানে
সতত করিয়া চিন্তা আপনার মনে,
যে যখন লাভ করে অনুগ্রহ তাঁর,
তখন তাহার মতি নাহি রহে আর
কর্ম্মমার্গে আর, নৃপ, লোক-ব্যবহারে—
তখন যে ভক্তিপথে সুখে সে বিহরে। ৯৮

(৪৩)

ভগবানের ভক্তবশ্যতা ও তাঁহার অবশ্য-ভজনীয়ত্ব প্রচেতাগণের প্রতি নারদ-বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্ঞঃ ॥৯৯॥

(৪।৩১।২২)

আপনাতে পরিপূর্ণ আপনি সে ভগবান্,
তাঁর কিবা আছে চাহিবার ?
অনুচরী যে কমলা, পত্নী ব'লে কভু হরি
বশীভূত নাহি হন তাঁর।
কমলার কৃপাপ্রার্থী রাজা ও দেবতাগণে,
রাজা কিম্বা দেবতা বলিয়া,
আদরের মাত্রা তাঁর হয়না অধিক কভু।
কিন্তু তিনি দীনবিনোদিয়া ;—
তাঁহার যে অনুগত ভৃত্যবর্গ তাঁর কাজে
প্রাণমন ক'রেছে অর্পণ,
রহেন সতত তিনি তাহাদের বশে—তারা
স্নেহ তাঁর পায় অতুলন।
রসজ্ঞ যে জন, বল, রসময় সে দয়ালে
তেয়াগি' সে কেমনে রহিবে ?
ক্ষণমাত্র তরে তাঁর সুপ্রসন্ন হাসিমুখ
না দেখি' সে কেমনে বাঁচিবে ? ৯

(৪৪).

ভগবৎকৃপা ব্যতীত অন্য সাধনায় সে ভক্তি দুর্লভ।
শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

রাজন্ পতিগুর্ুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ক চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥১০০॥
(৫।৬।১৮)

হে রাজন্, তোমাদের,
　　যাদবগণের আর,
ছিলা বটে ভগবান্
　　কৃষ্ণ কৃপা-পারাবার
হিত-উপদেষ্টা গুরু,
　　আরাধ্য, সুহৃৎ, প্রভু,
আর কুল-নিয়ামক ;—
　　কভু কভু সেই বিভু
করিলেন কার্য্য বটে
　　তোমাদের কিঙ্করের ;—
কিন্তু তবু, ভজে যারা,
　　সেই দেব তাহাদের
বিমুক্তি করেন দান ;
　　কিন্তু কাহারেও প্রায়,
নাহি দেন ভক্তিযোগ
　　অতুলন মহিমায় !
অধিক তাদের সংখ্যা
　　মুক্তিতেই তুষ্ট যারা ;
ভক্তিতে ক'জন বল
　　হ'তে চায় মাতোয়ারা ?

হেলায় ত্যজিয়া মুক্তি
যাহারা ভকতি চায়,
হরির কৃপায় তাহা
নিশ্চয় তারাই পায়। ১০০

(৪৫)

তাই শুকদেব বলিতেছেন—সেই ভক্তিযোগই সকলের লক্ষ্য হউক।

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ॥ ১০১॥
(৬।১।১৭)

যে পথ মঙ্গলময়, যে পথে নাহিক ভয়,
যেই পথে কামনা-বিহীন
নারায়ণপরায়ণ সুশীল সজ্জনগণ
গমন করেন চিরদিন,
সেই বিষ্ণুভক্তিপথ সকলের শ্রেষ্ঠ পথ,
সেই পথে সবে যেন যায়।
সেই পথে গেলে পরে, আনন্দে হৃদয় ভরে,
সেই পথ বৈকুণ্ঠ মিলায়। ১০১

(৪৬)

স্বীয় দূতগণের প্রতি যম-বাক্যে ভক্তগণের অকুতোভয়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ ১০২ ॥

(৬।৩।২৭)

সমদর্শী সাধু যাঁরা
　　শ্রীহরি-শরণাগত,
যাঁদের পবিত্র গাথা
　　দেবসিদ্ধপরিগীত,
যেওনা তাঁদের কাছে ;—
　　সতত রাখিও মনে,
উদ্যত হরির গদা
　　তাঁহাদের সংরক্ষণে।
দণ্ড দিতে তাঁহাদেরে,
　　নাহি মোর অধিকার—
অক্ষম আপনি কাল,
　　অন্যের কি কথা আর! ১০২

(৪৭)

ভগবান্ যে কেবল ভক্তগণকে রক্ষা করেন, তাহা কি তাঁহার বৈষম্য নয় ?

অক্রূর তাহার উত্তর দিতেছেন—

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন বা প্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ১০৩ ॥

(১০।৩৮।২২)

কে তাঁর দয়িত বল ?
সুহৃত্তম কেবা তাঁর ?
কেবা প্রিয় ? কেবা শত্রু ?
কেবা পাত্র উপেক্ষার ?
তবু যে তাঁহারে ভজে
অনুগ্রহ সেই পায়—
সুরতরু হ'তে যথা
পায় সে যে শুধু চায়। ১০৩

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ১০৪ ॥

(১১।১২।৮)

পূতবৃন্দাবনভূমে গোপিনী সকল
ভাবপূর্ণতায় মোরে লভিল কেবল।

ধেনু আর নাগগণ, তরু মৃগ আর,
তারা সবে দিয়া শুধু ভাবেতে সাঁতার,
মানিল সকল জন্ম, লভিল আমায় ;—
হে উদ্ধব, ভাব বিনা কে আমারে পায় ? ১০৪

তাই উক্ত হইয়াছে—

ভজন্তি যে বিষ্ণুমনন্যচেতস-
স্তথৈব তৎকর্ম্মপরায়ণাঃ পরাঃ।
বিনষ্টরাগাদিবিমৎসরা নরা-
স্তরন্তি সংসারসমুদ্রমশ্রমম্ ॥ ১০৫ ॥ *

যাহারা অনন্যচিত্তে ভজে সেই ভগবানে,
সদা তাঁরি কর্ম্মপরায়ণ,
রাগাদি তাদের যায়, মাৎসর্য্য বিলোপ পায়,
শান্তহয় হিয়াপ্রাণমন।
তখন নিশ্চয় তারা হেলায় তরিয়া যায়
সংসারের ঘোর পারাবার।
অনন্তপ্রভাবময় সে পাদপঙ্কজে ভক্তি,
তুলনার কি আছে তাহার ? ১০৫

* এই শ্লোকের কে বক্তা ও ইহা কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা জানা যায় নাই।

(৪৮)

ভগবদ্ভক্তিবিহীন কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ।

দেবর্ষি নারদ, ব্যাসদেবকে ভাগবত প্রণয়ন করিতে উপদেশ দিবার সময়, বলিতেছেন—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১০৬ ॥
(১।৫।১২)

উপাধিবিভ্রমশূন্য ভেদবিরহিত জ্ঞানে
হরিভক্তি যদি নাহি রয়,
সে জ্ঞান বিশুষ্ক, বৎস, শোভা তাহে নাহি কিছু,
তাহে কভু পূরেনা হৃদয়।
যে কাম্য অকাম্য কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত নয়,
তাহাদের তবে কিবা ফল ?
শুধু দুঃখ, শুধু ক্লেশ, যন্ত্রণার নাহি শেষ,
জন্মে জন্মে বন্ধন কেবল। ১০৬

(৪৯)

ভক্তি যে মুক্তি হইতেও গরীয়সী, তাহা মুনিগণের প্রতি সূতবাক্যে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১০৭ ॥
(১।৭।১০)

যাঁদের হৃদয়-গ্রন্থি গিয়াছে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে,
আত্মারাম সেই মুনিগণ :
অমিতপ্রভাবময় সেই দেব ভগবানে
তাঁহারাও করেন ভজন।
তাঁহাদের সেই ভক্তি ফলের লাগিয়া নয়—
ফলাকাঙ্খা তাঁহাদের নাই,—
হরির অনন্ত গুণ চিত্ত করে আকর্ষিত,
তাই তাঁরা ভজেন সদাই। ১০৭

(৫০)

এইরূপে, সমস্ত পুরুষার্থ অপেক্ষাই ভক্তি গরীয়সী।
বৃত্রাসুর বলিতেছেন—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্খে ॥ ১০৮ ॥

(৬।১১।২৫)

চাহিনা সে ধ্রুবপদ, ব্রহ্মপদে নাহি সাধ,
সার্ব্বভৌমে নাহি আকিঞ্চন,
পাতালাধিপত্যলাভ পূরা'বে বা কি অভাব,
যোগসিদ্ধি মুক্তি অকারণ,—

লভিতে সে সবে যদি, নিখিল-সৌভাগ্য-নিধি,
হয়, প্রভু, ছাড়িতে তোমায়।
তুমিই কেবল সার, সকলি অসার আর
যাহা নাহি তোমারে মিলায়। ১০৮

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥১০৯॥
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥ ১১০—১১ ॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ১১২ ॥
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ॥ ১১৩ ॥
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ ১১৪ ॥
এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥১১৫॥

(১১।২০।৩১—৩৭)

পূর্ণরূপে করি' মোরে আত্মসমর্পণ,
মম প্রতি ভক্তিযোগে যোগী যেইজন,
বিশেষ কি শ্রেয় ভবে সাধিবে তাহার
কঠোর বৈরাগ্য, শুষ্ক জ্ঞানের সম্ভার? ১০৯

করিয়া তপস্যা আর কর্ম্ম শত শত,
জ্ঞানে ও বৈরাগ্যে হিয়া করিয়া পূরিত,
যোগ আর দানধর্ম্ম করি' আচরণ,
অবলম্বি' অন্য অন্য শ্রেয়ের সাধন,
লভিতে যা' পারে জীব, শুধু ভক্তিবলে
মম ভক্ত সে সকলি লভে অবহেলে।
অপবর্গ, স্বর্গ আর বৈকুণ্ঠ-নিলয়,
চাহে যদি ভক্ত মোর, পায় সুনিশ্চয়। ১১০-১১

চাহেনা, চাহেনা কিন্তু তাহারা সে সব,
আমার একান্ত ভক্ত যাহারা, উদ্ধব।
যদ্যপি কৈবল্য-মুক্তি আমি চাহি দিতে,
ধীমান্ সে সাধুগণ চাহেনা লইতে। ১১২

প্রার্থনাকারণলেশ যদি নাহি রয়,
সুসিদ্ধ পরম শ্রেয় তাহাতেই হয়।
বাসনাবিহীন চিত্ত নিরপেক্ষ যার,
আমাতে তাহার ভক্তি হয় অনিবার। ১১৩।

আমার একান্ত ভক্ত যেই সাধুগণ,
সতত সর্ব্বত্র যারা সমদরশন,

বুদ্ধির অতীত মোরে লভিয়া নিশ্চয়,
আমাময় হ'য়ে যায় তাদের হৃদয়।
বিধিপ্রতিষেধজাত গুণদোষে আর
তাহাদের তিলমাত্র হয় না বিকার। ১১৪

হে উদ্ধব! এই পথ লভিতে আমায়।
এই পথে একমনে যারা চ'লে যায়,
কাল-মায়া-আদি-শূন্য আমার যে স্থান,
তারাই তা' পায়, সহ পরব্রহ্মজ্ঞান। ১১৫

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

দ্বিতীয় বিরচন।
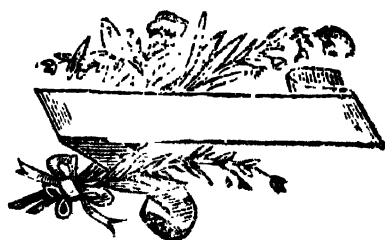
সৎসঙ্গ।

---

(১)

নারায়ণকরুণাকল্পবল্লীর ফল সৎসঙ্গ ভক্তির প্রধান কারণ।

সৎসঙ্গ হইতে কি প্রকারে ভক্তি উপজাত হয়, কপিলদেব জননী দেবহূতিকে তাহা বলিতেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ১ ॥

(৩।২৫।২৪)

সাধুগণ-মুখে, মাগো,
ফুটে উঠে অনিবার
মম বীর্য্য-প্রকাশক
কত কথা সমুদার।

কপিলদেব।

হৃদয় ও শ্রবণের
রসায়ন সে সকল,
সজ্জনপ্রসঙ্গে প্রাণ
স্পর্শ করে অবিরল।
মুক্তিদাতা শ্রীহরির
চরণে তাহাতে হয়
অচিরে উদিত শ্রদ্ধা
অনায়াসে সুনিশ্চয়।
শ্রদ্ধা এলে, রতি আর
রহেনা অধিক দূরে ;
রতিই আনিয়া ভক্তি
হৃদয় বিভোর করে। ১

(২)

সৎসঙ্গ যখন স্বল্প হইলেও ভক্তি প্রদান করিয়া উদ্ধার করে, তখন আর প্রকৃষ্ট সৎসঙ্গের কথা কি ?

দেবর্ষি নারদের প্রতি শ্রীভগবান আকাশবাণী করিলেন—

সৎসেবয়াঽদীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥২॥

(১।৬।২৪)

অল্পকাল সাধুসঙ্গে যদ্যপি করেছ বাস,
মম প্রতি তবু তব মন
ভরিয়াছে দৃঢ়তায় ;— মহাফল হবে তায়,
ঘুচে যাবে দুঃখের কারণ।
এই নিন্দনীয় দেহ রহিবেনা তব আর ;
দিব্য দেহ লভি' মনোময়,
হইবে আমার জন— কাছে মম অনুক্ষণ
রবে সুখে, জানহ নিশ্চয়। ২

(৩)

অতএব, স্বর্গাদি হইতেও সৎসঙ্গ শ্রেয়।
শৌনকপ্রমুখ ঋষিগণ বলিতেছেন—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৩॥

(১।১৮।১৩)

বিষ্ণুভক্তসঙ্গ যদি ক্ষণকাল হয়,
তার সাথে স্বর্গমোক্ষ তুলনার নয়।
মানবের রাজ্য আদি কিবা বস্তু ছার—
কভু কি তুলনা-যোগ্য হ'তে পারে তার? ৩

তাঁহারা তাহার কারণ নির্দেশ করিতেছেন—

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বর্ধুন্যাপোঽনুসেবয়া ॥৪॥

(১।১।১৫

হরিপাদপদ্মাশ্রয়ে যেই মুনিগণ
সতত প্রশান্তিপথে করেন গমন,
তাঁদের প্রভাব, সূত, কি কহিব আর ?—
পবিত্র গঙ্গার জল, তাও মানে হার !
সেবন করিলে ফল গঙ্গাজলে হয়,
তাঁদের সান্নিধ্যে সদ্য পাপের বিলয় ।৪।

সৎসঙ্গ বিষ্ণুভক্তিপ্রদ ।
তদর্থে ঋষিগণের প্রতি সূত-বাক্য—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥৫॥

(১।২।১৮)

যাহার কারণে ভক্তি জাগিতে না পায়,
সে কুমতি যায় নিত্য বৈষ্ণবসেবায় ।
তখন উত্তমঃশ্লোক দেব ভগবানে
নিশ্চয় অচলা ভক্তি জনমে পরাণে । ৫

(৪)

সৎসঙ্গ অধমগণকেও উদ্ধার করে ।
সূত বলিতেছেন—

অহো বয়ং জন্মভৃতোঽদ্য হাস্ম
বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ ।

দৌষ্কুল্যমাধিং বিধুনোতি শীঘ্রং
মহত্তমানামভিধানযোগঃ ॥৬॥

(১।১৮।১৮)

কি আশ্চর্য্য! কি আনন্দ! যদ্যপি আমরা নিন্দ্য
বিলোমজ বরণ-সঙ্কর,
তথাপি সফল শুদ্ধ হ'ল জন্ম, জ্ঞানবৃদ্ধ
শুকদেবে করি' সমাদর।
হীনকুলে জন্ম ল'লে, দুঃখ যাহাদেরে দলে,
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সনে সম্ভাষণ
তাহাদের যদি হয়, দুঃখ আর নাহি রয়,
ধন্য মানে তাহারা জীবন। ৬

(৫)

সাধুগণের সহিত সম্ভাষণাদিতে তো চিত্তশুদ্ধি হয়ই, তাঁহাদিগকে শুধু স্মরণ করিলেও হয়।

পরীক্ষিৎ বলিতেছেন—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥৭॥

(১।১৯।৩৩)

যেই মহাজনগণে করিলে কেবল মনে,
গৃহ সদ্য সুপবিত্র হয়,

তাঁহাদের দরশনে, স্পর্শে, পাদপ্রক্ষালনে,
কি বলিব কিবা ফলোদয় !
যদি তাঁরা কৃপাবশে গৃহেতে বসেন এসে,
জানি না কি অবশিষ্ট রয় ! ৭

(৬)

তবে কেন সকলেই সাধুসঙ্গ করে না ?
বিদুর তাহার উত্তর দিতেছেন—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৮॥
(৩।৭।২০)

জনার্দ্দনগুণগান
যে পথে সতত হয়,
বৈকুণ্ঠের সেই পথ
সাধুগণ সুনিশ্চয়।
বিশেষ যাহারা নয়
তপোবলে বলীয়ান্,
ভাগ্য সে দুর্লভ পথ
তাদেরে করেনা দান।
সুযোগ পায় না তারা
সাধুগণে সেবিবার ;

পাইলেও, কত শত
বাধা পড়ে বার বার। ৮

বিদুর-বাক্যে সাধুসেবার ফল প্রদর্শিত হইতেছে—

সংসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥৯॥
(৩।৭।১৯)

কূটস্থ সে ভগবান্ শ্রীমধুসূদন,
ব্যসন বিনাশে তাঁর অভয় চরণ।
সেবিলে সজ্জনগণে, সে চরণে হয়
সহজে হৃদয় তীব্রপ্রেমোৎসবময়। ৯

(৮)

সঙ্গ শ্রেয়ার্থীগণের হেয়—এই যে উক্তি, তাহা সৎসঙ্গ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।

তদর্থে দেবহূতির প্রতি কপিলদেব-বাক্য—

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥১০॥
(৩।২৫।১৯)

জীবের জানিয়া সঙ্গ কঠিন বন্ধন,
দেখেন অনেক দোষ তায় জ্ঞানীগণ।
হ'লে কিন্তু সেই সঙ্গ সাধুর সহিত,
মোক্ষের দুয়ার, মাগো, হয় অবারিত। ১০

(৯)

কপিলদেব সাধুর লক্ষন নির্দ্দেশ করিয়া জননীকে উপদেশ দিতেছেন—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥১১—১৪॥

(৩।২৫।২০—২৩)

সহিষ্ণু, কারুণ্যপূর্ণ,
যাঁরা উদারতাময়,
বন্ধু সর্ব্বজীব, শত্রু
কেহ যাঁহাদের নয়,
শান্ত সুসংযত যাঁরা
শাস্ত্রের রাখেন মান,
সুশীলতা যাঁহাদের
শোভা করে সংবিধান,
আমাতে অনন্যভাবে

যাঁরা দৃঢ়-অনুরাগী,
আমার লাগিয়া, মাগো,
যাঁরা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী,
আমারি লাগিয়া যাঁরা
স্বজনবান্ধব যত
অকাতরে তেয়াগিয়া
নিত্য মম অনুগত,
শুনেন কহেন যাঁরা
হরষে আমার কথা,
ত্রিতাপ যাঁদেরে কভু
নাহি দিতে পারে ব্যথা,
অন্তরে বাহিরে যাঁরা
সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত,
জননী গো, সাধু তাঁরা,
জগত করেন পূত।
সঙ্গদোষ তাঁহারাই
করিতে পারেন নাশ ;
লভিতে তাঁদের সঙ্গ
কর তুমি অভিলাষ। ১১—১৪

(১০)

মোক্ষে হরিকথামৃতপান নাই বলিয়া ধ্রুব মোক্ষ প্রার্থনা না করিয়া সেই সৎসঙ্গই প্রার্থনা করিতেছেন—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো
ভূয়াদনন্ত মহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং
নেষ্যে ভবদ্গুণকথামৃতপানমত্তঃ ॥১৫॥

(৪।৯।১১)

হে অনন্ত! নিরন্তর যাঁদের ভক্তির স্রোত
তোমাতেই প্রবাহিত হয়,
নির্ম্মল-আশয় সেই মহাজনগণ সনে
সদা যেন রহি, দয়াময়।
তবে তো বিভোর হ'য়ে আকণ্ঠ করিব পান
তব গুণকথামৃতসার,—
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে হেলায় তরিব ঘোর
দুঃখময় ভবের পাথার! ১৫

(১১)

সজ্জনপ্রসঙ্গে হরিকথামৃতপানের মাদকত্ব ধ্রুব-বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

তে ন স্মরন্ত্যতিতরাং প্রিয়মীশ মর্ত্ত্যং
যে চান্বদঃ সুতসুহৃদ্গৃহবিত্তদারাঃ
যে ত্বজনাভ ভবদীয়পদারবিন্দ-
সৌগন্ধ্যলুব্ধহৃদয়েষু কৃতপ্রসঙ্গাঃ ॥১৬॥

(৪।৯।১২)

চরণপদ্মের তব　　　সৌরভে নিতান্ত লোভী
যাঁহাদের মধুর হৃদয়,
তাঁহাদের সঙ্গ যারা　　　পেয়েছে কমললাভ,
ভাগ্যবান্ তাহারা নিশ্চয়।
তাদের রহেনা মনে　　　এ প্রিয় সুন্দর দেহ,—
তব ভাবে তাহারা মগন,—
স্মরেনা, স্মরেনা তারা　　　এ শরীর-সম্পর্কিত
দারা-সুত-বন্ধু-গৃহ-ধন। ১৬

(১২)

সাধুগণের চরণরেণুই যখন শ্লাঘ্য, তখন তাঁহাদের সঙ্গের তো কথাই নাই।

যজ্ঞসভায় পৃথুরাজ বলিতেছেন—

তেষামহং পাদসরোজরেণু-
মার্য্যা বহেয়াধিকিরীটমায়ুঃ।
যং নিত্যদা বিভ্রত আশু পাপং
নশ্যত্যমুং সর্ব্বগুণা ভজন্তি ॥১৭॥
(৪।২১।৪৩)

রহিবে আমার প্রাণ যত দিন,
তাঁহাদের পাদ-সরোজ-রেণু
বহিব মুকুটে আমি তত দিন।

ওহে সভ্যগণ, সে পূত রেণু
যেবা করে শিরে সতত ধারণ,
পাপ তার কিছু রহিতে না পারে,
সর্ব্বগুণে গুণী হয় সেই জন। ১৭

(১৩)

পৃথুর প্রতি সনৎকুমার-বাক্যে সৎসঙ্গ অভিনন্দিত হইতেছে —

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসম্প্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥১৮॥

(৪।২২।১৯)

প্রশ্নকারী আর, নৃপ,
বক্তা যেই সাধুগণ,
উভয়েরি প্রার্থনীয়
পরস্পর-সম্মিলন।
তাঁহাদের শুভ শুধু
নহে সে মিলন-ফল;
শ্রোতা যত রহে, লভে
তাহারা ও সুমঙ্গল।
সাধুগণ-মাঝে হয়
প্রশ্নসম্ভাষণ যত,
শুনি' তাহা শ্রোতৃবৃন্দ
হ'য়ে যায় সমুন্নত। ১৮

পৃথুর বংশধর প্রচেতাগণের সাক্ষাতে রুদ্রদেব গাহিতেছেন—

অথানাঘাঙ্ঘ্রেস্তব কীর্ত্তিতীর্থয়ো-
রন্তর্বহিঃ স্নানবিধূতপাপ্মনাম্।
ভূতেষ্বনুক্রোশসুসত্ত্বশীলিনাং
স্যাৎ সঙ্গমোঽনুগ্রহ এষ নস্তব ॥১৯॥
(৪।২৪।৫৮)

ওহে তীর্থপাদ হরি,   পুনঃ পুনঃ স্নান করি'
যশোতীর্থ-সলিলে তোমার,
যাঁদের হ'য়েছে গত   বাহ্যান্তর পাপ যত,
ঘুচিয়াছে সকল বিকার—
যাঁহারা রাগাদিশূন্য,   সত্ত্বসরলতাপূর্ণ,
সর্ব্বভূতে সতত সদয়—
তাঁহাদের সনে যদি   সাহচর্য্য নিরবধি
আমাদের ঘটে, দয়াময়,
তবেই মোদের প্রতি   তব অনুগ্রহ অতি
প্রকাশিত হইবে নিশ্চয়। ১৯

তাই জন্মে জন্মে ভগবৎভক্তগণের সঙ্গলাভ প্রার্থনা করিয়া প্রচেতাগণ সজ্জনসমাজের প্রশংসা করিতেছেন—

যত্রেড্যন্তে কথা মৃষ্টাস্তৃষ্ণায়াঃ প্রশমো যতঃ।
নির্ব্বৈরং যত্র ভূতেষু নোদ্বেগো যত্র কশ্চন ॥২০॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
প্রস্তূয়তে সৎকথাসু মুক্তসঙ্গৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥২১॥
(৪।৩০।৩৫—৩৬)

যেখানে করেন, হরি,
বাস তব ভক্তগণ,
সেখানে তোমারি কথা
হয় সদা আলাপন।
রহিলে তথায়, তৃষ্ণা
হ'য়ে যায় প্রশমিত ;
সেখানে শত্রুতা আর
উদ্বেগ অপরিচিত। ২০
ন্যাসীর পরমাগতি
তুমি দেব নারায়ণ,
সেখানে সকল-সঙ্গ-
বিবর্জ্জিত সাধুগণ
তোমারি করেন স্তব
হৃষ্টমনে বার বার—
সৎকথাপ্রসঙ্গ তথা
জীবনের সারাৎসার। ২১

(১৪)

তাঁহাদের পাদস্পর্শে তীর্থও পবিত্র হয়।
প্রচেতাগণ বলিতেছেন—

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ ॥২২॥
(৪।৩০।৩৭)

পবিত্র করিতে তীর্থ
চরণের পরশনে
যাঁহাদের বিচরণ,
তাঁহাদের সমাগমে
আনন্দে যাহার প্রাণ,
ভগবন্‌, নাহি নাচে,
ভবভীতগণমাঝে
কেহ কি এমন আছে? ২২

(১৫)

পুত্রগণের প্রতি ভগবান ঋষভদেবের বাক্যে, সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গ উভয়ের ফল প্রদর্শনানন্তর, পুনরায় সাধুগণের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্‌।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥২৩॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গেহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে ॥২৪॥

(৫।৫।২—৩)

একটী মুক্তির দ্বার, আর দ্বার বন্ধনের—
দুটী দ্বার আছে, পুত্রগণ।
একটী আলোকময়, পুণ্যময়, শুভময় ;
অন্য দ্বার আঁধার-ভীষণ।
প্রবেশ করিতে পারে প্রথম দুয়ারে তারা,
মহাজনগণে যারা সেবে ;
যাহারা স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গী, পশিয়া অপর দ্বারে,
তারা, হায়, অন্ধকারে ডুবে।
বিশ্বের সুহৃদ যাঁরা, সতত সমানচিত্ত,
যাঁরা গাঢ়-শান্তি-নিমগন,
সদাচারপরায়ণ যাঁহারা বিগতক্রোধ,
তাঁহাদেরি নাম মহাজন। ২৩
বিষয়বারতা ছাড়া যাহারা জানেনা কিছু,
সেই মূঢ় বদ্ধ জনগণে,
দারাপুত্রমিত্রপূর্ণ গৃহেতে বা, যাঁহাদের
আসক্তির লেশ নাহি মনে—
দেহযাত্রা-উপযোগী অর্থের অধিক আর
নাহি চা'ন কিছুমাত্র যাঁরা—
কেবল আমাতে প্রীতি যাঁহাদের পুরুষার্থ—
বৎসগণ, মহাজন তাঁরা। ২৪

(১৬)

গৃহাদি যদি ভগবদ্ভক্তির উপযোগী না হয়, তাহা হইলে সেই সমুদয় অনুপকারক।

তদর্থে পুত্রগণের প্রতি ঋষভদেব-বাক্য—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যা-
ন্ন মোচয়েদ্‌যঃ সমুপেতমৃত্যুম্‌ ॥২৫॥

(৫।৫।১৮)

সংসারকূপেতে পড়ি'
আসন্ন মরণ যার,
ভক্তি দিয়া যে না করে
বিমুক্তি-বিধান তার,
বৃথায় ধারণ করে
গুরু নাম সেই জন,—
পিতা নয়, মাতা নয়,
নহে সে কভু স্বজন,—
সাজেনা, সাজেনা তার
পতি নামে পরিচয়,—
বৃথা সে দেবতা হ'য়ে
মানবের পূজা লয়! ২৫

প্রহ্লাদও বলিতেছেন…

মাহগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্‌ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ

যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ ॥২৬॥

(৫।১৮।১০)

গৃহ দারা সুত বিত্ত আর বন্ধুগণে
আসক্তি হয় না যেন আমাদের মনে।
যদ্যপি আসক্তি হয়, প্রভু দয়াময়,
ভগবৎপ্রিয়জনে যেন তাহা হয়।
ভগবৎপ্রিয়সঙ্গে কাল কাটে যার,
প্রাণবৃত্তিমাত্রতুষ্ট হয় চিত্ত তার ;
অনায়াসে আত্মযুক্ত হইয়া সেজন,
সত্বর করয়ে লাভ সিদ্ধি মহাধন।
ইন্দ্রিয়াদি যাহাদের প্রীতির বিষয়,
সেই মত সিদ্ধিলাভ তাদের না হয়। ১৬

(১৭)

অধিক কি, অল্পমাত্র সাধুসঙ্গই বহুফলদায়ক।
তদর্থে শিবিকাবাহী জড়ভরতের প্রতি সৌবীররাজ-রহূগণ-বাক্য-

অহো নৃজন্মাখিলজন্মশোভনং
কিং জন্মভিস্ত্বপরৈরপ্যমুষ্মিন্।
ন যদ্ধৃষীকেশযশঃকৃতাত্মনাং
মহাত্মনাং বঃ প্রচুরঃ সমাগমঃ ॥২৭॥

ন হ্যদ্ভুতং ত্বচ্চরণাব্জরেণুভি-
র্হতাংহসো ভক্তিরধোক্ষজেঽমলা।
মৌহূর্ত্তিকাদ্‌যস্য সমাগমাচ্চ মে
দুস্তর্কমূলোঽপহতোঽবিবেকঃ ॥২৮॥

(৫।১৩।২১—২২)

বুঝেছি মানবজন্ম সর্ব্বজন্মসার,
ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক আর তুলনা তাহার।
স্বর্গে যেই জন্ম, লোকে তারে শ্রেষ্ঠ কয়,
কিন্তু, হায়, সেই জন্ম কার্য্যকর নয়।
হৃষীকেশযশে শুদ্ধ যাঁহাদের মন,
হে ব্রহ্মণ্, ভবাদৃশ হেন সাধুগণ
স্বরগে দেবতা সাথে কভু সমাগত
নাহি হন সুপ্রচুরভাবে সেই মত,
যেই মত হন তাঁরা এই মর্ত্ত্যধামে
করিতে অমৃতপূর্ণ মানবের প্রাণে। ২৭
মুহূর্ত্তের তরে সঙ্গ লভি' আপনার,
কুতর্কেতে বদ্ধমূল অজ্ঞান আমার
বিনষ্ট হইয়া যদি খুলিল নয়ন,
তাহা হ'লে, অনুক্ষণ পরম পাবন
সাধুজন-পাদরেণু সেবিয়া যাহার
ঘুচিয়া গিয়াছে সব পাপের বিকার,
অধোক্ষজে হেন ভক্তি মলা নাহি যায়
তাহার যে হবে জাত, কি আশ্চর্য্য তায়? ২৮

(১৮)

অতএব, সজ্জনচরণরেণুপ্রসাদ ব্যতীত কিছুতেই ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না।

প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ৯॥

(৭। ৫২)

পরশিলে শ্রীহরির
চরণ মহিমাময়,
সমস্ত অনর্থ, পিতঃ,
সমূলে বিনষ্ট হয়।
অভিষিক্ত কিন্তু নর
নাহি হয় যতদিন
অকিঞ্চন-সাধুজন-
পাদরজে, ততদিন
নাহি হয় তাহাদের
বিমুগ্ধ মলিন চিত্তে
সঞ্জাত সুমতি কভু
ও চরণ পরশিতে। ২৯

রাজা রহূগণের প্রতি জড়ভরত-বাক্যেও তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥৩০॥

(৫।১২।১২)

মহতের পাদরেণু পবিত্রতাময়,
তাহাতে যদ্যপি নাহি অভিষেক হয়,
তা' হ'লে, তপস্যা আর যজ্ঞ-আচরণ,
অথবা অন্নাদি-দান, বেদ-অধ্যয়ন,
অনলসলিলসূর্য্য-উপাসনা আর
অসমর্থ হৃদয়েতে করিতে সঞ্চার
দেব বাসুদেবে সেই ভক্তি নিরুপম
পরম আনন্দপ্রদ অশুভনাশন। ৩০

(১৯)

তাই নৃসিংহদেবের স্তবকালে ভগবদ্ভৃত্যগণের নৈকট্য প্রার্থনা করিয়া প্রহ্লাদ গাহিতেছেন—

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষো জ্ঞঃ
আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ।

নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ
কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥৩১॥
(৭।৯।২৪)

শরীরীগণের যতেক ভোগের
দুঃখময় পরিণাম
অনেক দেখেছি, ভালই বুঝেছি,
ভরেনা সে সবে প্রাণ।
নাহি চায় হিয়া কল্পান্ত ব্যাপিয়া
পরমায়ু-সম্প্রসার ;
তত কাল ধরি, ওহে নরহরি,
সাধ নাহি ভুঞ্জিবার
অসারতাময় ইন্দ্রিয়-বিষয়
প্রভুত্ব সম্পদ যত।
নাহি মিটে আশা, শুধুই পিয়াসা
বাড়ে তাহে অবিরত।
ওহে কালাত্মন, হে উরুবিক্রম,
কিছুই তাহার শেষে
নাহি রহে, হায়, সব ঘুচে যায়
তোমার প্রভাব-বশে।
এই হে মিনতি শ্রীচরণে নিতি—
পূরাও দীনের আশ,
ভৃত্যগণ পাশে লও এই দাসে,
রাখ ক'রে চিরদাস। ৩১

প্রহ্লাদ আরও গাহিতেছেন—

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥৩২॥

(৭।৯।২৮)

কামনার পরে কামনা করিয়া
ঘুরিতে ঘুরিতে মানব, হায়,
জন্মসর্পাকুল কাতরতাময়
সংসারের কূপে পড়িয়া যায়।
প্রসঙ্গবশতঃ সে ভীষণ কূপে
মজিতে আছিনু আমিও, হায়!
আত্মসাৎ মোরে করিয়া লইলা
দেবর্ষি নারদ করুণা করি'।
অনুকম্পা হেন, ওহে ভগবন্,
লভিয়া তোমার ভৃত্যের ঠাঁই,
পাইলাম তব চরণতরণী,
সফল হইল জনম তাই।
কেমনে বা তবে তব ভৃত্যগণে
না সেবিয়া আমি থাকিতে পারি?—
রটিবে জগতে অকৃতজ্ঞ নাম,
মজাইবে পুনঃ ভবের বারি! ৩২

(২০)

ফলতঃ, কে এমন আছে যে ভাগবতগণের সেবা করিবে না ?— এই যে প্রহ্লাদ-বাক্য, তাহা সঙ্গত।

প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্ ॥৩৩॥
(৫।১৮।১১)

হরির যাঁহারা প্রিয়,
তাঁহাদের সহবাসে,
বিক্রমের কথা তাঁর
সতত শ্রবনে পশে।
সে বিক্রমে যে প্রভাব,
উপমা নাহিক তার –
সেবিলে সে বিক্রমের
কথামৃতসারাৎসার,
শ্রবণবিবর দিয়া
অন্তরে প্রবেশ করি'
কুবাসনা-মনোমল
বিনাশেন নরহরি।
তীর্থ হ'তে কভু নাহি
সম্ভবে সে ফলোদয়—

সেবি' তীর্থ বারম্বার
শুধু অঙ্গমলক্ষয়।
তাই বলি—হরিকথা
কে না শুনিবারে চায়?
লভিতে সজ্জনসঙ্গ
কার নাহি সাধ যায়? ৩৩

(২১)

ভক্তের অবমাননা করিয়া ভগবানের সেবা হয় না, কারণ, ভগবান ভক্তানুগ্রহৈকলভ্য।

রাজা অম্বরীষের প্রতি ক্রোধবশতঃ কৃত্যা প্রেরণ করায় দুর্ব্বাসা বিষ্ণুচক্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইলে, অম্বরীষের নিকট যাইতে উপদেশ দিয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে বলিতেছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥৩৪॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মণ্ যেষাং গতিরহং পরা ॥৩৫॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥৩৬॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥৩৭॥

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥৩৮॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৩৯॥
(৯।৪।৬৩—৬৮)

হে দ্বিজ! স্বাতন্ত্র্য মোর নাহি ভক্ত সনে,
ভক্তের অধীন আমি—সাধুভক্তগণে
করিয়া রাখেন বশ হৃদয় আমার—
ভক্তজনপ্রিয় আমি, কহিলাম সার। ৩৪
আমা ছাড়া যাঁহাদের আর নাহি গতি,
সেই ভক্তজনগণে সদা মোর প্রীতি।
অচঞ্চলা কমলায়, অথবা নিজেরে
চাহিনা চাহিনা আমি ছাড়ি' তাঁহাদেরে। ৩৫
দারা পুত্র গৃহ প্রাণ ধনরত্ন আর
ইহপরলোক-আশা করি' পরিহার,
যাঁহারা আমার শুধু লইলা শরণ,
ত্যজিতে কি তাঁহাদেরে পারি কদাচন? ৩৬
আমাতে সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়া হৃদয়,
সমদর্শী সাধুগণ, হ'য়ে আমাময়,
ভক্তিতে করেন মোরে চির-বশীভূত,—
সৎপত্নী সৎপতি বশ করে যেই মত। ৩৭
সহজে সালোক্য আদি মুক্তিচতুষ্টয়
আমার সেবায়, বিপ্র, পরিলব্ধ হয়।

সে সবে তাঁদের কিন্তু অভিলাষ নাই,
মোরে সেবি' পরিতৃপ্ত তাঁহারা সদাই।
যে সব বস্তুর কালে বিলোপ ঘটিবে,
সে সবে তাঁদেরে তবে কিসে আকর্ষিবে? ৩৮
অধিক কি ক'ব?—তাঁরা হৃদয় আমার,
তাঁদেরো হৃদয় আমি,—এই তত্ত্ব সার।
আমা বই তাঁহাদের নাহি কিছু জানা,
তাঁহাদের ছাড়া কিছু আমিও জানিনা।
তাই বলি, তাঁহাদের নিগ্রহ যে করে,
মম অনুগ্রহ কভু লভিতে সে নারে। ৩৯

(২২)

দেবতাগণের সেবা অপেক্ষাও সাধুসেবা মঙ্গলপ্রদ। উদ্দেশে অক্রূরের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

ভবদ্বিধা মহাভাগা নিষেব্যা অর্হসত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥৪০॥
(১০।৪৮।৩০)

আপনাদিগের মত পূজ্যগণমাঝে শ্রেষ্ঠ
মহাভাগ যাঁরা মতিমান্,
মঙ্গলাভিলাষী নর তাঁদের সেবায় যেন
সঁপে নিত্য সর্ব্বমনপ্রাণ।

দেখুন, দেবতা যত, স্বকার্য্যসাধনরত ;—
সাধুগণ নহেন তেমন,—
তাঁদের পরের প্রতি অবাধ করুণা নিতি,
স্বার্থশূন্য তাঁদের জীবন। ৪০

(২৩)

সৎসঙ্গ ব্যতিরেকে সত্য ভক্তি হয় না।

মান্ধাতাতনয় রাজা মুচুকুন্দ বলিতেছেন—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৪১॥

(১০।৫১।৫৩)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে, হরি, ভবের ভীষণ পথে,
পথশেষ হয় হে যখন,
তখনি জীবের ভাগ্যে ঘটে সাধুসমাগম,
অন্তহীন-শুভপ্রস্রবণ।
কার্য্যকারণের তুমি নিয়ন্তা পরমেশ্বর,
তুমি, দেব, সদ্গতি সবার ;
ঘটিলেই সাধুসঙ্গ, তোমাতে জনমে রতি,—
কি মহিমা নিয়মে তোমার ! ৪১

সাধুসঙ্গের সদ্যঃফলত্ব শ্রীভগবদ্বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে, যথা—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥৪২॥
(১০।৮৪।১১)

তীর্থ ও দেবতাগণ মৃৎপ্রস্তরময়
করিতে, অক্রূর, বটে পারে পাপক্ষয়।
কিন্তু কার্য্য তাহাদের হয় বহুকালে,
সজ্জনের দরশনে সদ্য ফল ফলে। ৪২

(২৪)

সৎসঙ্গ দেবগণেরও দুর্লভ।
তদর্থে ব্যাসাদি মুনিগণের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কাৎর্স্ন্যেন তৎফলম।
দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্‌যোগেশ্বরদর্শনম্॥ ৪৩॥
কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকম্॥ ৪৪॥
(১০।৮৪।৯-১০)

জীবন যাহাতে　　　　চরিতার্থ হয়,
আজি সেই মহাফল
পূর্ণভাবে মোরা　　　　করিলাম লাভ,—
কত ছিল ভাগ্যবল!

না পারেন দেখা পাইতে যাঁদের
সহজে দেবতাগণ.
সেই যোগেশ্বর সবে আমাদেরে
দিলা আজি দরশন। ৪৩
তীর্থস্নান আদি করি' যারা ভাবে,
তপস্যা হইল কত;
প্রতিমায় যারা দেবতা পূজিয়া
হ'য়ে থাকে তিরপিত,
বহু ভাগ্য বিনা পারে কি লভিতে
কভু সে মানবগণ
আপনাদিগের মত সাধুদের
দরশন-পরশন ?
বহু ভাগ্য বিনা— কি সাধ্য তাদের
সম্ভাষে আপনাদেরে ?
কি সাধ্য তাদের পাদার্চ্চনা আদি
তাহারা করিতে পারে ? ৪৪

(২৫)

পাপ ভক্তিপ্রতিবন্ধক। সেই পাপ যাঁহারা নষ্ট করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সাধুগণই শ্রেষ্ঠ।

তদর্থে ব্যাসনারদপ্রমুখ মুনিগণের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।

উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥ ৪৫ ॥
(১০।৮৪।১২)

চন্দ্র সূর্য্য তারা, আর অনল অনিল,
বাক্য মন ক্ষিতি কিম্বা আকাশ সলিল,
এ সবে ভজিলে নাহি হয় বিদূরিত
ভক্তির ব্যাঘাতকারী যতেক দুরিত।
এ সবের অনুগ্রহ কালভেদে হয়,
আত্মপরভেদমতিশূন্য এরা নয়।
মুহূর্ত্ত সেবিলে কিন্তু বিপশ্চিৎগণ
সে সকল পাপভার করেন হরণ।
তাঁদের যে সকলেই সতত আপন—
ভেদবুদ্ধি তাঁদের যে নাহি কদাচন। ৪৫

(২৬)

তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যত্র আত্মবুদ্ধ্যাদি করে, তাহারা অতিশয় নিন্দনীয়।

শ্রীভগবান্ উক্ত মুনিগণকে বলিতেছেন—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ৪৬ ॥
(১০।৮৪।১৩)

ত্রিধাতুর সমাবেশে পূতিগন্ধময় দেহ,
তাহে রহে আত্মবুদ্ধি যার,
সেই দেহ-সম্পর্কিত কলত্রাদি, মুনিগণ,
যেইজন ভাবে আপনার,
মৃত্তিকার বিকারেতে যাহার দেবতাবুদ্ধি,
তীর্থবুদ্ধি রহে যার জলে,
কিন্তু সেই সব বুদ্ধি স্ফুরিত হয়না যার
তত্ত্বজ্ঞানী সজ্জন সকলে,
অথবা যে তাঁহাদেরে নাহি ভাবে আপনার,
গোগর্দ্দভ তারে বলা চলে। ৪৬

(২৭)

"মনুষ্যেরা আমাতে পাপ ক্ষালন করিবে, আমি আবার সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব ?"—ভগবতী গঙ্গা এই প্রশ্ন করিলে, ভগীরথ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সাধুগণের পাপ নাশ করিবার সামর্থ্য প্রদর্শিত হইতেছে—

সাধবো ন্যাসীনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৪৭ ॥

(৯।৯।৬)

পতিতপাবনী গঙ্গে !
ভাবনা কি তায় ?— সে পাপ হেলায়

যাবে সাধু-অঙ্গ-সঙ্গে।
ব্রহ্মিষ্ঠ তাঁহারা,　　　　ত্যাগী আত্মহারা,
ভুবনপাবন শান্ত ;
মাগো, দিবানিশি　　　　দুরিতবিনাশী
শ্রীহরি কমলাকান্ত
তাঁদের হৃদয়ে　　　　প্রকট হইয়ে
বিরাজ করেন রঙ্গে —
চল গো জননী,　　　　করুণার খনি
বিমল তরঙ্গভঙ্গে। ৪৭

(২৮)

দেবগণ জীবের দুঃখের কারণও হইয়া থাকেন, কিন্তু সাধুগণ কেবল সুখের কারণই হয়েন। তাহাতেও সাধুসঙ্গের দুর্লভত্ব পরিদৃষ্ট হয়।

বসুদেব দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—

ভূতানাং দেবচরিতং দুঃখায় চ সুখায় চ।
সুখায়ৈব হি কেবলং ত্বাদৃশামচ্যুতাত্মনাম্ ॥ ৪৮
ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ ॥ ৪৯
(১১।২।৫—৬)

দেবতা আছেন যত,
তাঁহাদের আচরণ
প্রাণীদের সুখদুঃখ
দুইই করে আনয়ন।
ভবাদৃশ যাঁরা কিন্তু
সতত কৃষ্ণৈকপ্রাণ,
নিশ্চয় সে সাধুগণ
সুখই করেন দান। ৪৮

যাহা করা যায়, ছায়া
প্রতিকৃতি যথা তার,
সেইমত, দেবগণে
ভজে সেবা যে প্রকার,
তাঁহাদের ব্যবহার
তারি অনুরূপ হয় ;
সাধুগণ কিন্তু স্বতঃ
দীনবৎসলতাময়। ৪৯

অতএব, দেবভজনাপেক্ষা সাধুভজন শ্রেয়।

ঋষভদেবের কবিপ্রমুখ নয় পুত্র (নব-যোগেশ্বর নামে যাঁহারা খ্যাত) যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলে, বিদেহরাজ নিমি তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ৫০ ॥

(১১।২।২৯)

ক্ষণভঙ্গুরতা-দোষে যদ্যপিও বিদূষিত
এ মানবদেহ, মুনিগণ,
জীব যত আছে ভবে, তাহাদের মাঝে তবু
সেই দেহ দুর্লভ পরম।
বৈকুণ্ঠ যাঁদের প্রিয়, বৈকুণ্ঠের প্রিয় যাঁরা,
তাঁহাদের দর্শন আবার,
এ হেন মানবজন্মে সুদুর্লভ, মনে লয়,—
সেই পায় বহু ভাগ্য যার! ৫০

(২৯)

সর্ব্বপ্রকার সাধনার মধ্যে সৎসঙ্গই শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহাতে অধিকারীভেদ নাই।

তদর্থে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্চন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥৫১—৫২॥
(১১।১২।১—২)

যোগ, সাঙ্খ্য, ধর্ম্ম, ত্যাগ,
তপস্যা, স্বাধ্যায় আর,
ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ব্রত,
যজ্ঞ, গুপ্তমন্ত্রোচ্চার,

তীর্থ ও নিয়ম, যম—
উদ্ধব, এ সমুদয়
বশ মোরে সেই মত
করিতে সক্ষম নয়.
সর্ব্বসঙ্গবিনাশন
সাধুসঙ্গ যেই মত
আমারে করিয়া লয়
একেবারে বশীভূত। ৫১—৫২

শ্রীভগবান্ সেই অধিকারীনিয়মাভাবের দৃষ্টান্ত দিয়া আরও বলিতেছেন—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগা মৃগাঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণ গুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিং স্তস্মিন্ যুগে যুগে॥
বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজেগোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাপরে॥
তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥ ৫৩—৫৭॥

(১১।১২।৩—৭)

অনেক দৃষ্টান্ত দেখ,
হে প্রিয় উদ্ধব, তার।—
দৈত্য ও রাক্ষস কত,
কত পক্ষী মৃগ আর,
গন্ধর্ব্ব অপ্সর কত,
গুহ্যক সিদ্ধ চারণ,
কতই বা নাগ আর
কত বিদ্যাধরগণ,
মনুষ্যজাতির মাঝে
ভিন্ন ভিন্ন যুগে কত
হীনরজস্তমোময়
প্রকৃতির শত শত
বৈশ্য শূদ্র নারী আর
অন্ত্যজ ইতরগণ,
বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ,
ময়, আর বিভীষণ,
প্রহ্লাদ কয়াধুপুত্র
বৃত্রাসুর আদি সবে
লভিল আমারে করি'
সাধুসঙ্গ সার ভবে।
জাম্ববান, হনুমান,
সুগ্রীব, জটায়ু আর,
ব্রজের গোপিনীগণ,
আর কুব্জা মথুরার,

ধর্ম্মব্যাধ, তুলাধার,
আর যজ্ঞপত্নীগণ,—
ইহারা তো করে নাই
কভু বেদ অধ্যয়ন,
অধ্যাপকে সেবে নাই
লভিতে জ্ঞানের ভার,
তপস্যা করেনি কিছু,
ব্রতের ধারেনি ধার,
সৎসঙ্গ—আমার সঙ্গ—
অবলম্বি' শুধু তারা
আমারে লভিল হ'ল
আনন্দে আপনহারা! ৫৩—৫৭

(৩০)

অতএব, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গই কর্ত্তব্য।
শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ ৫৮॥
(১১।২৬।২৬)

তাই বলি, হে উদ্ধব, বুদ্ধিমান জন
কুসঙ্গ ত্যজিয়া দিবে সাধুসঙ্গে মন।
ভক্তির মহিমা যাহে পরিস্ফুট হয়,
কহিয়া তেমন কথা পাবনতাময়,

তাঁরাই মনের দৃঢ় বাসনা-বন্ধন
অবলীলাক্রমে দেন করিয়া ছেদন। ৫৮

দেবহূতির প্রতি কপিলদেব-বাক্যে তাহাই উপদিষ্ট হইতেছে—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥ ৫৯॥
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাৎযাতি সঙ্ক্ষয়ম্॥৬০॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু॥ ৬১॥
(৩।৩১।৩২—৩৪)

শিশ্নোদরসুখলাভে
ঘুরে যে অসাধুগণ,
তাহাদের সাথে পথে
থাকিয়া যাহার মন
সুখ করে অনুভব,
তাহাদেরি মত হয়
আঁধার সংসারকূপে
প্রবিষ্ট সে সুনিশ্চয়। ৫৯
সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন,
বুদ্ধি, লজ্জা, কান্তি, আর
যশ, ক্ষমা, শম, দম,
সৌভাগ্য—এ সব তার
যদিও থাকে, জননী,

অসতের সহবাস

দেখিতে দেখিতে তবু

সকলি করে বিনাশ। ৬০

রমণীর ক্রীড়ামৃগ

হইয়া যাহারা রয়

বুদ্ধিহীন শান্তিহীন

শরীরাভিমানময়.

অসাধু তাহারা—দুষ্ট

শোচনীয় অতিশয়.

তাহাদের সাহচর্য্য

জীবের উচিত নয়। ৬১

(৩১)

সাধুগণের উপদেশের তো কথাই নাই; তাঁহাদের সান্নিধ্যমাত্রই তারক।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥ ৬২॥
(১১২৬।৩১॥

অগ্নির আশ্রয়ে যথা

শীত ভয় অন্ধকার

বিনষ্ট হইয়া যায়,

সেইমত অনিবার

সাধুসঙ্গে কর্ম্মজাড্য,
জনমমরণভয়,
অজ্ঞানের ঘোর আর
অচিরে বিলীন হয়। ৬২

(৩২)

সাধুগণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ আরও বলিতেছেন—

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥ ৬৩ ॥
অন্নং হি প্রাণীনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহম্।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্ব্বাগ্‌বিভ্যতোঽরণম্ ॥৬৪॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৬৫ ॥
(১১।২৬।৩২—৪)

যাহারা ডুবিছে জলে, পরম আশ্রয়
দৃঢ়নৌকা তাহাদের যেইমত হয়,
তেমতি, উদ্ধব, ঘোর ভব পারাবারে
হাবুডুবু খায় যারা নিজ কর্ম্মভারে
তাহাদের উদ্ধারের তরণী নিশ্চয়
ব্রহ্মজ্ঞ প্রশান্ত সাধু চির কৃপাময়। ৬৩
প্রাণীদের যেইমত অন্নই জীবন—
আর্ত্ত যারা, আমি যথা তাদের শরণ—

পরকালে মানবের ধর্ম্মই কেবল
হয়ে থাকে যেইমত পথের সম্বল—
সংসার-পতন-ভয়ে যাহারা ব্যাকুল,
তেমতি তাদের সাধু শরণ অতুল। ৬৪

আকাশে উঠিয়া সূর্য্য প্রকাশ করেন শুধু
বাহিরের যতেক বিষয় ;
মানবের ভাগ্যাকাশে উদিলে সজ্জন-রবি
পূর্ণরূপে উন্মীলিত হয়
জ্ঞানের অনন্ত চক্ষু— উজ্জ্বল অন্তর দৃষ্টি,—
ভাসে যাহে সূক্ষ্ম বস্তু যত।
দেবতা বান্ধব সাধু, সাধু আত্মা, হে উদ্ধব,
মোর সাথে ভেদ-বিরহিত ৬৫

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

তৃতীয় বিবেচন।

নববিধা ভক্তি

(১)

গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি ?—হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা নববিধা ভক্তির প্রাধান্য প্রদর্শিত হইতেছে ; যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ১—২ ॥

(৭।৫।২৩—২৪)

প্রহ্লাদ ।

শ্রীহরিচরিতকথা আনন্দে শ্রবণ,
নামগুণ তাঁর, পিতঃ, সতত কীর্ত্তন,
অন্তরে তাঁহার স্মৃতি, পাদসেবা তাঁর,
সর্ব্বভূতে তাঁরি পূজা, আর নমস্কার,
দাস্য, সখ্য, আর তাহে আত্মনিবেদন—
এ নবলক্ষণান্বিত ভক্তি যেই জন
সমর্পণ হরিপদে করে অনিবার,
অধ্যয়ন হইয়াছে যথার্থ তাহার। ১-২

(২)

উক্ত নববিধা ভক্তি হরিপদে সমর্পণই শিষ্টাচার এবং রাজা অম্বরীষ তাহাই পালন করিয়াছিলেন।

শুকদেব বলিতেছেন—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৩—৫ ॥
(৯।৪।১৮—২০)

শ্রীহরির পদাশ্রিত
সজ্জনগণের প্রতি
যেরূপে হৃদয় মাঝে
উপজাত হয় রতি,
আরম্ভিলা অম্বরীষ
সেইরূপ আচরণ।—
শ্রীকৃষ্ণপদাব্জে তিনি
নিবিষ্ট করিলা মন ;
মন্দিরমার্জ্জন আদি
হস্তকার্য্য হ'ল তার,
গাহিতে লাগিল বাক্য
হরিগুণ বার বার ;
করিতে লাগিল কর্ণ
হরিকথা আকর্ণন ;
মুকুন্দচিহ্নিত স্থান
নেত্র করে দরশন ;
হরিভৃত্যগাত্রস্পর্শে
স্পর্শ তাঁর নিয়োজিত,

যে তুলসী সচন্দন
চরণসরোজে স্থিত—
তাহারি সৌরভ হ'ল
ঘ্রাণের বিষয় তাঁর,
হরির প্রসাদে শুধু
পরিতোষ রসনার ;
শ্রীহরির লীলাক্ষেত্র
যে যে স্থান মনোরম,
চরণের কাজ হ'ল
সে সকলে বিচরণ ;
রহিল নিযুক্ত শির
হরিপাদবন্দনায়,
ভোগেচ্ছা দাস্যের ভাব
মাখিল আপন গায় ;—
এইরূপে, হে রাজন্,
প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণে
প্রেমভরে অম্বরীষ
নিবেদিলা নারায়ণে। ৩-৫

দেবর্ষি নারদও বলিতেছেন—

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ৬ ॥
(৭।১১।১১)

মহতের গতি যিনি, তাঁহার চরিত কথা
অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তন,

সতত তাঁহার স্মৃতি পাদসেবা পূজা নতি
দাস্যসখ্যভাব-উদ্বোধন,
অবাধে তাঁহার প্রতি সদা আত্ম-সমর্পণ,—
মানবের কর্ত্তব্য নিশ্চয়
সযতনে প্রাণভরে— যুধিষ্ঠির, এই সব
অনুষ্ঠান সুমঙ্গলময়। ৬

(৩)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্যে এ সকল অনুষ্ঠানের ফল প্রদর্শিত হতেছে—

শ্রুতঃ সঙ্কীর্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতশ্চাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ॥৭॥
(১২।৩'৪৬)

শুনিলে তাঁহার কথা, করিলে কীর্ত্তন,
অথবা তাঁহার ধ্যানে হইলে মগন,
অথবা পূজিলে তাঁরে, করিলে আদর,
তাঁহার আবেশে পূর্ণ হয়হে অন্তর ;—
সঞ্চিত অযুতজন্মে মানবের যত
পাপাশুভ সুনিশ্চয় হয় প্রতিহত। ৭

এইরূপে পাপ বিনষ্ট হইলে কি হয়, কুন্তী তাহা বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।

ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্ ॥ ৮ ॥

(১।৮।৩৬)

হে কৃষ্ণ, লীলার কথা তোমার যাহারা শুনে,
উল্লাসে যাহারা তাহা গায়,—
অথবা স্মরিয়া তাহা, লইয়া তোমার নাম,—
পায় মহা আনন্দ হিয়ায়,—
অচিরে তারাই পারে হেরিতে চরণ তব—
মহিমায় নাহি তুলা যার,
পরম প্রভাবে যার সংসারপ্রবাহ ঘোর
উপরত হয় অনিবার। ৮

যাহারা শ্রবণাদিপর, সংসার তাহাদের পক্ষে দুঃখপ্রদ হয় না। বৃত্রাসুরের প্রার্থনায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসোভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং
গৃণীত বাক্ কর্ম্মকরোতু কায়ঃ ॥ ৯ ॥

(৬।১১।২৪)

তোমার যে ভৃত্যকুল তোমার চরণমূল
একমাত্র করিলা আশ্রয়,
হৃদয়েতে অভিলাষ— তাঁদের দাসানুদাস
পুনঃ পুনঃ হ'ব দয়াময়।

শ্রীচরণে নিবেদন করে এ অধম জন,
এই কর, প্রাণনাথ মোর,—
গুণ তব যেন মন সতত করি' স্মরণ
হ'য়ে থাকে তাহাতে বিভোর,
বাক্য মম যেন তায় কহিতে আনন্দ পায়,
জন্মে জন্মে শরীর আমার
যেন তব কার্য্য করে সদা অনুরাগ-ভরে—
কি করিবে আমারে সংসার? ৯

মৈত্রেয়ও বলিতেছেন—

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ॥ ১০ ॥

(৩।৭।১৪)

বিদুর, যঁাহার গুণ
শুনিলে গাহিলে পরে,
অশেষ ক্লেশের জীব
উপশম লাভ করে,
তাঁহার পদারবিন্দ—
পরাগসেবায় যার
অন্তরে হ'য়েছে রতি,
দুঃখ কি সম্ভবে তার? ১০

সুস্থাবস্থার তো কথাই নাই, অন্তকালেও তাঁহাদের চিত্তবৈকল্য ঘটিতে পারে না।

তদর্থে ঋষিগণের প্রতি সূত-বাক্য—

নোত্তমঃশ্লোকবার্ত্তানাং জুষতাং তৎকথামৃতম্।
স্যাৎ সম্ভ্রমোঽন্তকালেঽপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজম্॥ ১১॥

(১।১৮।৪)

যারা করে পূতকীর্ত্তি
মুরারির গুণগান,
কিম্বা তাঁর কথামৃত
আকণ্ঠ করয়ে পান,
অথবা চরণপদ্ম
যারা তাঁর বিচিন্তয়,
মরণকালেও তারা
পায়না উদ্বেগভয়। ১১

আরও কত ফল হয়, শুকদেব তাহা পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

মর্ত্ত্যস্তয়া ননু সমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়েতি।
তদ্ধাম দুস্ত্যজকৃতান্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ॥ ১২

(১০।৯০।৫০)

সুন্দর মুকুন্দকথা শুনিলে গাহিলে পরে
চিন্তন করিলে আর তার,

দিনে দিনে ভগবানে   নিশ্চয় তাহাতে হয়
মানবের নিষ্ঠার প্রসার।
সে নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হ'লে,   বৈকুণ্ঠ পরম ধাম
মানব করিতে পারে লাভ,
দুরন্ত কৃতান্ত তারে   আর দেখাইতে নারে
আপনার ভীষণ প্রভাব।
মহারাজ, নহে কভু   সে লাভ সহজ লাভ,
নৃপগণ যাহার লাগিয়া,
অরণ্যে করেন বাস,   ছাড়' রাজ্য-অভিলাষ—
নগর প্রাসাদ তেয়াগিয়া! ১২

(৪)

ভগবচ্চরিতাবলীর অনুমোদনও শ্রবণাদির মতই ফলদায়ক। পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব-বাক্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

যানীহ বিশ্ববিলয়োদ্ভববৃত্তিহেতু
কর্ম্মণ্যনন্তবিষয়ানি হরিশ্চকার।
যস্ত্বঙ্গ গায়তি শৃণোত্যনুমোদতে বা
ভক্তির্ভবেদ্‌ভগবতি হ্যপবর্গমার্গে ॥ ১৩ ॥
(১০।৬৯।৪৫)

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিবিলয়নিদান
পরম মহিমাময় দেব ভগবান্,

অবতরি' ভবধামে জীবের কারণ,
করিলা বিচিত্র যত কার্য্য সম্পাদন.
করিলে সে সব গান, শুনিলে বা আর,
অথবা অনুমোদন করিলে তাহার,
অপবর্গমার্গরূপী হরির চরণে
জীবের হৃদয়ে, নৃপ, ভকতি জনমে। ১৩

(৫)

যাহারা শ্রবণাদিনিরত, নরকযাতনায়ও তাহারা উদ্বিগ্ন হয় না।

শ্রীহরির দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া—সনকাদি ঋষিগণের মনে আক্ষেপের উদয় হইলে, তাঁহারা বলিতেছেন—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্‌যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসীবদ্‌যদি তেঽঙ্‌ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ১৪ ॥
(৩।১৫ ৪৯)

শপি' তব ভক্তগণে অপরাধ শ্রীচরণে
হইয়াছে আমা সবাকার ;—
নরক ভুঞ্জিব তায়, অথবা জন্মিব, হায়,
নারকী হইয়া অনিবার।

হ'ক তাহে নাহি ক্ষতি।　　অলীর যেমন রতি
মধুময় কুসুমের মাঝে,
তেমতি অন্তর যদি　　থাকে, দেব, নিরবধি
মজি' তব চরণসরোজে—
তব পদে থাকি' শোভা　　হয় যথা মনোলোভা
তুলসীর, যদি সেইমত
আমাদের বাক্য, হরি,　　গুণানুবর্ণন করি'
সে পদের, হয় বিশোভিত—
যদি তব যশোরাশি　　মোদের শ্রবণে পশি'
তাহাদের রন্ধ্র পূর্ণ করে—
অম্লানবদনে তবে　　নারকী হইব ভবে,
নরকেতে রব অকাতরে! ১৪

(৬)

অতএব, বিজ্ঞব্যক্তিগণ শ্রবণাদিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তদর্থে শ্রীকৃষ্ণদূত উদ্ধবের প্রতি নন্দাদি গোপগণের উক্তি—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু॥ ১৫

(১০।৪৭।৬৬)

হে উদ্ধব, আমাদের
মনোবৃত্তি সমুদয়
যেন কৃষ্ণপদাম্বুজ
আশ্রয় করিয়া রয়—

বাক্য যেন শুধু তাঁর
নাম ও চরিত্র গায়—
আর, যেন দেহ সদা
প্রণামাদি করে তাঁয়। ১৫

(৭)

শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা যে প্রকার মনঃশুদ্ধি হয়, ব্রতাদির দ্বারা সে প্রকার হয় না।

অজামিলোপাখ্যানের উপসংহারে শুকদেব বলিতেছেন—

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥
(৬।৩।৩২)

উদ্দাম বীর্য্যের কথা
শ্রীহরির বার বার
গাহিলে শুনিলে হয়
যে গাঢ় ভক্তিসঞ্চার,
তাহার প্রভাবে যথা
চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়,
হে নৃপ, সেরূপ শুদ্ধি
ব্রতাদির ফল নয়। ১৬

(৮)

উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে মনঃশুদ্ধির ফল প্রদর্শিত হইতেছে—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥ ১৭॥
(১১।১৪।২৬)

শুনিতে শুনিতে, কহিতে কহিতে
মম কথা পুণ্যময়,
যতই জীবের হৃদয়মনের—
বিশুদ্ধি সঞ্জাত হয়,
ততই তাহার নয়ন-আঁধার
দিব্যাঞ্জনে যেন যায়—
সূক্ষ্ম বস্তু যত সুখে সে নিয়ত
ততই দেখিতে পায়। ১৭

(৯)

সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে শ্রবণাদিনিরত ব্যক্তির অধিক সময় লাগে না।

পরীক্ষিৎ বলিতেছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
কালেন নাতিদীর্ঘেণ ভগবান্ বিশতে হৃদি॥ ১৮॥
(২।৮।৪)

যাহারা শ্রদ্ধায় নিত্য শুনে গায়
মনোহর তাঁহার চরিত,
অচিরেই হয় তাদের হৃদয়
তাঁহার প্রকাশে আলোকিত। ১৮

সূত ও বলিতেছেন—

সঙ্কীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ ॥ ১৯ ॥
(১২।১২।৪৮)

শুনিলে প্রভাব তাঁর,
করিলে তা' সঙ্কীর্ত্তন,
অনন্ত সে ভগবান্
হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন।
রবির উদয়ে যথা
নষ্ট হয় অন্ধকার—
বহিলে প্রবল বায়ু
যথা মেঘ-অপসার,—
তাঁহার প্রবেশে চিত্তে,
দুঃখশোক সেইমত
নিঃশেষে হইয়া যায়,
ঋষিগণ, বিধুনিত। ১৯

(১০)

অধিক কি, শ্রবণাদির দ্বারা সর্ব্বতঃ অভয়লাভ, অর্থাৎ ব্যসনশান্তি, হইয়া থাকে।

শুকদেব বলিতেছেন—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ২০ ॥

(২।১।৫)

অতএব, পরীক্ষিৎ, কহি শুন সার,—
সর্ব্বতঃ অভয়-লাভ বাসনা যাহার,
সকলের আত্মা যিনি দেব ভগবান্ -
সর্ব্বেশ্বর যেই হরি—তাঁর গুণনাম্
সে যেন শ্রবণ করে, যেন সদা গায়,
মন-মাঝে রাখে যেন তাঁর মহিমায়। ২০

(১১)

বস্তুতঃ, মোক্ষ হইতেও শ্রবণাদিসুখ গরীয়। স্বর্গাদিসুখ অপেক্ষা সে সুখের শ্রেষ্ঠতার আর কথা কি?

ধ্রুব বলিতেছেন—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি মা ভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥২১
(৪।৯।১০)

হে নাথ, চরণপদ্ম
তোমার করিলে ধ্যান—
কিম্বা তব জনগণ
প্রেমে যা' করেন গান,
তোমার সে সব কথা
শ্রবণ করিলে পরে,
জীবের হৃদয়মন
যে অপূর্ব্ব সুখে ভরে,—
সে সুখ তাহারো নাহি
অনুভব করে মন,
ব্রহ্মের স্বরূপভূত
মোক্ষাবস্থ যেইজন।
কালের করাল-অসি-
ছেঁদিত স্বর্গাদি হ'তে
যাহারা পতিত হয়,
তাহাদের হৃদয়েতে
কেমনে সম্ভবে তবে
সে সুখের সমুদয়?—
তাহারা কালের ভয়ে
সতত ব্যাকুল রয়! ২১

(১২)

সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে লজ্জাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ঋষভদেব-পুত্র কবি বিদেহরাজ নিমিকে বলিতেছেন—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ২২ ॥
(১১।২।৩৯)

চক্রপাণি শ্রীহরির
উৎকৃষ্ট মঙ্গলময়
জন্ম ও কর্ম্মের কথা
লোকে যাহা গীত হয়,—
আর সেই সমুদয়
জন্মকর্ম্ম হ'তে তাঁর
যে সব নামের, নৃপ,
ভুবনে আছে প্রচার,—
গাহিয়া সে সব সদা,
সতত করি' শ্রবণ,
বিলজ্জ বিমুক্তসঙ্গ
কর সুখে বিচরণ। ২২

(১৩)

শ্রবণাদিব্যতিরেকে যে অনিষ্টফল হয়, তাহা শুকবাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ২৩ ॥

(১০।৬।৩)

ভক্তবৎসলের কথা রক্ষোবিঘাতন,
যে গৃহে হয়না তার শ্রবণ কীর্ত্তন,
দুষ্টযাতুধানীগণ নিশ্চয় তথায়
অমঙ্গল ঘটাইয়া দেয় পায় পায়। ২৩

শ্রবণাদির অভাব শুধু যে ইহলোকে অমঙ্গলপ্রদ তাহা নয়, পরলোকেও তাহা অনিষ্টকর।

যমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিতেছেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় ন নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্ ॥ ২৪ ॥

(৬।৩।২৯)

হরির গুণের কথা
আর নাম মধুময়
যাহাদের জিহ্বা নাহি
একবার উচ্চারয়—

বারেক যাদের মন
স্মরেনা পদাব্জ তাঁর—
মস্তক যাদের কৃষ্ণে
নাহি করে নমস্কার—
পাপী তারা, বিষ্ণুকৃত্য
নাহি করে আচরণ,
নরকে ফেলিতে কর
তাহাদেরে আনয়ন। ২৪

যাহারা শ্রবণাদিবিমুখ, তাহাদের দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই বৃথা। নৈমিষারণ্যে ঋষিসভায় শৌনক সূতকে বলিতেছেন—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥ ২৫॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ ন কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥ ২৬॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥ ২৭॥

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণূন্
ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৮ ॥
(২।৩।২০—৩)

যেই কর্ণপুটে নাহি
প্রবেশ করিতে পায়
উরুক্রমবীর্য্যকথা,
বৃথারন্ধ্র বলি তায়।
সতত মহাত্মাগণ
গাহেন চরিত্র যার,
যে জিহ্বা কীর্ত্তন কভু
নাহি করে গাথা তাঁর,
হে সূত, অসতী তাহা—
ভেকজিহ্বা সম ছার। ২৫
মুকুন্দে যে উত্তমাঙ্গ
নাহি করে নমস্কার,
পট্টোষ্ণীষকিরীটেতে
যদি তা শোভিত হয়,
ভার ছাড়া আর কিছু
নহে তাহা সুনিশ্চয়।
শ্রীহরির পূজা, সূত,
হে হস্ত নাহিক করে,

যদ্যপি তা' সমুজ্জ্বল
　　কাঞ্চনকঙ্কন ধরে,
সে হস্ত শবের হস্ত—
　　কি শোভা সম্ভবে তার? ২৬

যে নয়ন নাহি হেরে
　　বিষ্ণুমূর্ত্তি মহিমার,
ময়ূরপিচ্ছের অন্ধ
　　চন্দ্রক উপমা তার।
যে চরণ নাহি করে
　　হরিক্ষেত্রে বিচরণ,
বৃক্ষমূল সাথে তার
　　ভেদ নাহি কদাচন। ২৭

ভক্তের চরণরেণু
　　যে নাহি সর্ব্বাঙ্গে মাখে,
জীবনে সে হতভাগ্য
　　মরণে মজিয়া থাকে।
চরণতুলসীগন্ধ
　　যে জানেনা কি প্রকার,
বৃথা সে নিশ্বাস লয়—
　　জীবনে মরণ তার। ২৮

(১৪)

কিরূপে দেহেন্দ্রিয়াদির সার্থকতা হয়, শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তিতে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

সা বাগ্‌যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে
করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্ বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু
শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥ ২৯ ॥
শিরস্তু তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ
তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং
পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥ ৩০ ॥

(১০।৮০।৩-৪)

বাক্য তাহা, হরিগুণ
কীর্ত্তিত যাহাতে হয়।
তাঁরি কার্য্য করে যাহা,
তাহারেই হস্ত কয়।
স্থাবরজঙ্গমে যিনি
অবস্থিত অনুক্ষণ,
মন বলি তারে যাহা
তাঁহারে করে স্মরণ।
গোবিন্দলীলার কথা
পুণ্যময় মধুময়

শ্রবণ করিলে, কর্ণ
　　কর্ণনামযোগ্য হয়। ২৯
ভক্ত এক মূর্ত্তি তাঁর,
　　আর মূর্ত্তি আপনার ;—
শির তাহা করে যাহা
　　এ উভয়ে নমস্কার।
যেই চক্ষু এ উভয়ে
　　করে সদা দরশন,
তাহারেই চক্ষু কয়—
　　বুঝিয়াছি, ভগবান্।
শ্রীহরির, আর তাঁর
　　ভক্তের চরণ বারি
যে অঙ্গ নিয়ত ভজে
　　অঙ্গ নাম সাজে তারি। ৩০

মৈত্রেয়ও বলিতেছেন—

একান্তলাভং বচসো নু পুংসাং
সুশ্লোকমৌলেগু‍ণবাদমাহুঃ।
শ্রুতেশ্চ বিদ্বদ্ভিরুপাকৃতায়াং
কথাসুধায়ামভিসম্প্রয়োগম্ ॥ ৩১ ॥
(৩।৬।৩৩)

পুণ্যযশাগণ মাঝে
　　শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ভগবান্,
বাক্যের একান্তলাভ
　　সদা তাঁর গুণগান।

বিদুর, পণ্ডিত-মুখে

তাঁর কথা সুধাময়

শুনিতে জীবের কর্ণ

যদি বিনিযুক্ত হয়,

তাহাই চরম লাভ

শ্রবণের সুনিশ্চয়। ৩১

(১৫)

অতএব, ভগবন্মাহাত্ম্য সর্ব্বদা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা উচিত। এবং যে তাহা করে, সে কৃতার্থ হয়।

দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—

তস্মাদ্ গোবিন্দমাহাত্ম্যমানন্দরসসুন্দরম্।
শৃণুয়াৎ কীর্ত্তয়েন্নিত্যং স কৃতার্থো ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

(শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ৮।৬)

তাই বলি,—গোবিন্দের মাহাত্ম্য সুন্দর,
প্লাবিত আনন্দরসে করে যা' অন্তর।
উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিবে সতত,
কীর্ত্তন করিবে আর প্রেমে অবিরত।
শ্রবণকীর্ত্তন নিত্য করে তা' যেজন,
নিশ্চয় তাহার হয় সার্থক জীবন। ৩২

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

চতুর্থ বিরচন।

শ্রবণ।

(১)

ভগবৎকথা শ্রবণ করিলে, সকল অনর্থের মূল দুর্ব্বাসনা বিনষ্ট হয়।

তদর্থে নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের প্রতি-সূতবাক্য—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ ১॥
(১।২।১৭)

শুনে যেবা কৃষ্ণকথা পুণ্যময় সার,
সজ্জনসুহৃদ কৃষ্ণ হৃদয়ে তাহার
থাকিয়া, অশুভমূল কুবাসনা যত
সুনিশ্চয় প্রতিহত করেন সতত। ১

সূত।

(২)

মন দুর্ব্বাসনাবিমুক্ত হইলে কি শুভ সমুদিত হয়, তাহা শুক-বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥ ২॥

(২।২।৩৭)

আত্মরূপে যিনি সংস্থিত,
লীলাকথা তাঁর— অমৃতের ধার,
সাধুগণমুখে ক্ষরিত—
কর্ণপুট দিয়া হৃদয় ভরিয়া
পান যারা করে সতত,
তাদের, রাজন্, শুদ্ধ হয় মন
বিষয়বাসনাদূষিত।
তাহারা তখন করেহে গমন
পাদপদ্মান্তিকে ত্বরিত। ২

(৩)

স্বধর্ম্মেও তো তাহা হইতে পারে?—তবে আর হরিকথায় প্রয়োজন কি? হইতে পারে সত্য, কিন্তু এই হরিকথারূপ দ্বার দিয়া।

তদর্থে ঋষিগণের প্রতি সূত-বাক্য—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥ ৩॥

(১।২।৮)

বিধিমত অনুষ্ঠিত হ'লেও যে ধরমে
হরির কথায় রতি হৃদয়ে না জনমে,
ফল তার অনিবার হ'য়ে যায় ক্ষয়িত—
তাহাতে কেবল বৃথা শ্রম হয় ব্যয়িত। ৩

(৪)

ভগবৎকথাশ্রবণে যাহার রতির সঞ্চার হইয়াছে, সে যেন সসাধন জ্ঞানের জন্য প্রযত্ন পরিত্যাগ করিয়া, ভগবদ্বশীকরণী কথাই কেবল শ্রবণ করে।

ব্রহ্মা বলিতেছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্‌।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্‌॥৪॥

(১০।১৪।৩)

সাধুগণমুখরিত যে তব বারতা, হরি,
কর্ণপুটে করয়ে প্রবেশ,
জ্ঞানলাভে অনুমাত্র প্রয়াশ না করি' যারা,
নাহি ভুঞ্জি' তীর্থযাত্রাক্লেশ,
স্বস্থানে থাকিয়া করে, শুধু সেই বারতার,
সমাদর কায়বাক্যমনে—
এই এক কাজ ছাড়া নাহি আর প্রয়োজন
যাহাদের জীবনধারণে,—
ত্রিলোকের মাঝে, প্রভু, তোমারে যে কেহ কভু
করিতে হে নাহি পারে জয়,
তোমারেই সুনিশ্চয় তারা সবে একেবারে
অনায়াসে বশ ক'রে লয়। ৪

কারণ, জ্ঞান সত্ত্বমোক্ষফলদ হইলেও মোক্ষসুখাপেক্ষী হরিকথা-শ্রবণসুখই অধিক।

স্তবকালে শনকাদি মুনিগণ বলিতেছেন—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৫ ॥

(৩.১৫।৪৮)

চরণতরণী তব শরণ ল'য়েছে যারা
ছাড়িয়া আশ্রয় যত আর—

চিরকীর্ত্তনীয় তুমি,—   পূত তব যশোগাথা,
স্বাদ যারা জেনেছে তাহার—
বড় ভাগ্যবান তারা,   বড় তারা সুচতুর ;—
হ'য়ে তুমি প্রসাদসুমুখ—
তাহাদেরে মোক্ষ দিলে,   তাহারা তা' তুচ্ছ করে—
কি গভীর তাহাদের সুখ !
তারা কি চাহিতে পারে   ইন্দ্রাদিদেবতা পদ ?
সেই সবে কিবা আকর্ষণ ?
সে সব পদস্থ যাঁরা,   তোমার ভ্রুকুটী ভয়ে
তাঁহাদের দারুণ কম্পন ! ৫

(৫)

ভগবৎকথাশ্রবণ সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত।
তদর্থে সূতের প্রতি ঋষিগণ-বাক্য—

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্ যশঃ কলিমলাপহম্ ॥ ৬
(১।১।১৬)

পুণ্যযশাগণ সবে
প্রদর্শিয়া বহুমান,
যাঁর কর্ম্মযশোগাথা
শুনৈন উৎফুল্ল প্রাণ,

শুদ্ধি-অভিলাষী-মাঝে
কে বল আছে এমন
শুনিবেনা তাঁর কথা
কলিমলবিনাশন ? ৬

পরীক্ষিতোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ ৭ ॥
(২।৮।৫)

শ্রবণবিবর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ
নিজজনহৃদসরোরুহে,
নাশেন মালিন্য তার,— আসিলে শরৎকাল,
সলিলে কি মলিনতা রহে ? ৭

এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণ-বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৮ ॥
(১১।৬।৯)

হে কৃষ্ণ, পরমপূজ্য, পুরুষ-ঋষভ !
তোমার যশের কথা নিত্য-অভিনব
শুনিতে শুনিতে, আরো শুনিবার তরে—
মজিয়া থাকিতে সেই অমৃতসাগরে—

যেই শ্রদ্ধা পরিপুষ্ট প্রবর্দ্ধিত হয়,
অতুল প্রভাব তার, ওহে সত্ত্বময়!
মানবের দুর্ব্বাসনাকলুষিত ভাব
তাহাতে যেমন শুদ্ধি করে, প্রভু, লাভ,
শুদ্ধিপ্রদ নহে কভু তাহার সমান
বিদ্যা শ্রুত অধ্যয়ন তপস্যা বা দান;
কভু যোগযাগ আদি কর্ম্ম-আচরণ
সেইমত শুদ্ধি নাহি করে আনয়ন। ৮

(৬)

ভগবৎকথাশ্রবণ যদি সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহা হইলে শুদ্ধিকামীই তাহা শ্রবণ করুক। কিন্তু কৃতার্থ জীবন্মুক্ত, অথবা যোগাদিপর মুমুক্ষু কিম্বা বিষয়াসঙ্গরঙ্গীরাগী তাহা করিবে কেন?— এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের উক্তিতে প্রদর্শিত হইতেছে যে, হরিকথা সকলেরই শ্রোতব্য। যথা—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ ৯॥
(১০.১।৪)

করেন নিবৃত্ততৃষ্ণ
জীবন্মুক্ত সাধুগণ

সমুল্লাসে যাহা, দেব,
অবিরত সঙ্কীর্ত্তন,—
মহৌষধ যাহা, করে
ভবব্যাধি-অবসান,—
শুনিতে বিচিত্র যাহা
সরস মনোভিরাম,—
পুণ্যশ্লোক শ্রীহরির
সেই গুণকথাসার
আত্মবিশ্বদ্রোহী বিনা
শুনিবে না কেবা আর ? ৯

ভবৌষধ বলিয়া মুমুক্ষুগণ ও শ্রবণমনোভিরাম বলিয়া বিষয়াসঙ্গ-রঙ্গী রাগীগণ হরিকথা শ্রবণ করিতে পারে, কিন্তু জীবন্মুক্তগণের তাহা করিবার প্রয়োজন কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের বাক্যে প্রদত্ত হইতেছে—

কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ১০ ॥
(১।১৮।১৪)

মহত্তম সকলের
একান্ত আশ্রয় যিনি,
তাঁর পূত চরিত্রের
সরস আখ্যান শুনি,

কে আছে রসজ্ঞ হেন
আশ যার মিটে যায় ?
কে আছে রসজ্ঞ যেবা
আরো না শুনিতে চায় ?
বিরিঞ্চিমহেশ আদি
মহাযোগেশ্বরগণ
হইলা অক্ষম, সংখ্যা
করিবারে নির্দ্ধারণ
গুণাতীত গুণময়
প্রভুর গুণের, সুত ;
অপরের সাধ্য কিবা
করে তাহা নিরূপিত ?
অপার অপার তাঁর
গুণ-মহাপারাবার
বিচিত্রতা নূতনত্ব
কথনো যায়না তার ! ১০

(৭)

পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্যে শ্রবণের আরও গুণ প্রদর্শনপুরঃসর শ্রবণমাহাত্ম্য স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

জ্ঞানং যদাপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।

কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কোনির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ১১ ॥
(২।৩।১২)

যে জ্ঞানের প্রভাবেতে
প্রশান্ত মূরতি ধরে
ভীষণ গুণোর্ম্মিচক্র
সর্ব্বদিকে চিরতরে,
যাহা হ'তে সমুৎপন্ন
হয় সে পরম জ্ঞান—
গুণাসঙ্গবিনির্ম্মুক্ত
হইয়া যাহাতে প্রাণ
আত্মার প্রসাদ লাভ
করিতে সক্ষম হয়—
পরমকৈবল্যপথ
ভক্তিযোগ সুধাময়
যাহাতে হৃদয়ে জাগে—
সেই হরিকথামৃত
আকণ্ঠ করিতে পান
সতত হবেনা রত,
সংসারের ঘোর দুখে
দুখী জীবগণমাঝে
বল দেখি শুনি, নৃপ,
কেহ কি এমন আছে? ১১

(৮)

ভগবন্নামগুণ শ্রবনবিমুখ ব্যক্তিগণ নিন্দার্হ। তাহাদের মানব-জীবনই বৃথা।

তদর্থে নৈমিষারণ্যে ঋষিসভায় সূতের প্রতি শৌনক-বাক্য—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ১২ ॥
তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥ ১৩ ॥
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥ ১৪ ॥

(২।৩।১৭—৯)

আয়ুর যেটুকু কাটে
　　করি' হরিগুণ গান,
তাহারি কেবল বৃথা
　　নাহি হয় অবসান।
অবশিষ্ট, আদিত্যের
　　উদয়াস্তে, সুনিশ্চয়
হয়, সূত, অপহৃত —
　　নাহি তাহে ফলোদয়। ১২
জীবন কি নাহি ধরে
　　ওই দেখ তরু যত ?

ভস্ত্রার প্রশ্বাসশ্বাস
হয়না কি প্রবাহিত ?
পশুগণ খায়না কি
মানুষে যেমন খায় ?
তাহারা কি গ্রাম্যসুখে
মজেনা নরের প্রায় ? ১৩
সেই মানবের, হায়,
জীবন তেমনি ছার,
শ্রীহরির নাম কভু
শ্রবণে পশেনা যার।
কুক্কুর গর্দ্দভ উষ্ট্র
গ্রাম্যশূকরের মত
পশু ছাড়া সেইজন
নহে আর কিছু, সূত। ১৪

অতএব, যাহারা হরিকথাবিমুখ, তাহাদের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়।

তদর্থে মৈত্রেয়মুণির প্রতি বিদুর-বাক্য—

তান্ শোচ্যশোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমিষস্তু যেষা-
মায়ুর্ব্থাবাদগতিস্মৃতীনাম্ ॥ ১৫ ॥

(৩।৫।১৪)

জ্ঞাত না হইয়া যারা
　　সর্ব্বশাস্ত্র-অভিপ্রায়—
কিম্বা জানিয়াও যারা,
　　দুষ্কৃতি-প্রবলতায়—
হরিকথামৃত পান
　　করিতে বিমুখ রয়,
শোচ্য হ'তে শোচ্য দশা
　　তাহাদের সুনিশ্চয়।
তাহাদের তরে প্রাণ
　　কাঁদে, হায়, বেদনায়!—
বাক্যদেহমনবৃত্তি
　　বিফলে তাদের যায়।
হায়রে! তাদের আয়ু
　　কেবলি করেন ক্ষীণ
কাল নামে সমাখ্যাত
　　দেবতা নিমেষহীন!

শুধু যে তাহাদের বৃথা আয়ুক্ষয় হয়,তাহা নহে,তাহারা অধোগতিও প্রাপ্ত হয়।

সনকাদি মুনিগণের অভিশাপে বৈকুণ্ঠদ্বারপাল জয় ও বিজয়ের হিরণ্যাক্ষহিরণ্যকশিপুরূপে দিতিগর্ভে অবস্থানের কথাপ্রসঙ্গে, বৈকুণ্ঠশ্রীবর্ণন পূর্ব্বক ব্রহ্মা দেবগণকে বলিতেছেন—

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা-
চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।

যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-

স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত ॥ ১৬ ॥

(৩।১৫।২৩)

পাপভেদী শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদিলীলার কথা

ছাড়া অন্য বিষয়ের যত

কথা আছে, দেখগণ, কুকথা সে সমুদয়,—

মতিভ্রংশ ঘটায় সতত।

হরিকথা না শুনিয়া সে সব যাহারা শুনে,

হতভাগ্য তাহারা দুর্ম্মতি।

বৈকুণ্ঠে তো তাহাদের সাধ্য নাহি যাইবার,

তাহাদের হয় অধোগতি।

হরিয়া তাদের পুণ্য সে সব কুকথা, হায়,

নিরাশ্রয় অন্ধকার-ময়

ভীষণ নরককূপে তাদেরে ফেলিয়া দেয়,

যন্ত্রণায় সারা তারা হয়! ১৬

(৯)

এইরূপে তাহাদের নিন্দার্হতা প্রদর্শনপুরঃসর, যাহারা হরিকথা শ্রবণ পরায়ণ, তাহাদের সৌভাগ্যের বিষয় শ্রীভগবানের প্রতি দেবগণ-বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ

প্রবৃদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে।

বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং
যথাঞ্জসান্বীয়ুরকুণ্ঠধিষ্ণ্যম্ ॥ ১৭ ॥
(৩.৫।৪৪)

তব কথা সুধাপানে
যাহারা লাগিয়া রয়,
হৃদয়ে তাদের, দেব,
ভকতি বর্দ্ধিত হয়।
বর্দ্ধিত হইলে ভক্তি,
রহেনা চিত্তেতে আর
মালিন্যের লেশমাত্র—
হয় তাহা নির্ব্বিকার।
বৈরাগ্যপ্রধান জ্ঞান
সে চিত্ত-দর্পণে ভাসে;
বৈকুণ্ঠ তখন তারা
প্রাপ্ত হয় অনায়াসে। ১৭

এই সংসারেই তাহাদের বৈকুণ্ঠসুখলাভ হইয়া থাকে, কারণ, তাহারা বৈকুণ্ঠনাথের নিত্যসান্নিধ্য লাভ করে।

প্রলয়সমুদ্রে শেষ-শয়ন-শায়ী শ্রীভগবানের স্তবকালে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজকোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্ ॥ ১৮ ॥
(৩।৯।৫)

তব পদাম্বুজকোষ হইতে বহিয়া আনে
শব্দবায়ু যে সৌরভ-সার,
শ্রবণ-বিবর দিয়া প্রেমভরে নিরন্তর
ঘ্রাণ যেবা লয়হে তাহার,
সে তোমার আপনার ;— সে তব চরণ দুটী,
ভকতির দৃঢ় রজ্জু দিয়া
হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখে— তারে ছাড়ি' কভু, নাথ,
নাহি পার যাইতে চলিয়া ! ১৮

বিনষ্ট দক্ষযজ্ঞ রুদ্রদেবানুকম্পায় পুনরারব্ধ হওয়াতে, ভগবান্ নারায়ণ তথায় সমাগত হইলে, সিদ্ধগণ যে বাক্যে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, তাহাতেও হরিকথাশ্রবণকারীগণের কৃতার্থত্ব প্রতিপন্ন হয়। যথা—

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযুষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্ত্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ১৯ ॥

(৪।৭।৩২)

ক্লেশদাবানলদগ্ধ
এ মত্ত-মাতঙ্গ মন,
পিপাসা-পীড়নে, হরি,
করিয়া অবগাহন
তব কথামৃতময়ী
নদীর নির্ম্মল জলে,

সংসারের তাপ যত

সকলি গিয়াছে ভুলে।

ব্রহ্ম-সহ একীভাব

লভিয়া তাহা যেমন

ছাড়িতে চাহেনা কেহ,

তেমতি এখন মন

সে অমৃতবারি হ'তে

আর না উঠিতে চায়—

সে যেন অনন্তকাল

মজিয়া রহিবে তায়! ১৯

(১০)

শ্রীভগবানের প্রতি স্তবকালীন বাক্যে আদি রাজা পৃথু অযুতকর্ণ প্রার্থনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা হরিকথাশ্রবণশীল ব্যক্তিগণের কৃতার্থত্ব ও তৎকথাশ্রবণবিমুখগণের নিন্দার্হত্ব বিশদীকৃত হইতেছে।

পৃথু বলিতেছেন—

বরান্ বিভো ত্বদ্বরদেশ্বরাদ্‌বুধঃ
কথং বৃণীতে গুণবিক্রিয়াত্মনাম্।
যে নারকাণামপি সন্তি দেহিনাং
তানীশ কৈবল্যপতে বৃণে ন চ ॥ ২০ ॥

তদপ্যহং নাথ ন কাময়ে ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥ ২১ ॥
স উত্তমঃশ্লোকমহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজসুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥ ২২ ॥
যশঃ শিবং সুশ্রব আর্য্যসঙ্গমে
যদৃচ্ছয়া চোপশৃণোতি তে সকৃৎ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেদ্বিনা পশুং
শ্রীর্যৎ প্রবব্রে গুণসংগ্রহেচ্ছয়া॥ ২৩ ॥
(৪।২০।২৩—২৬)

বরদাতাগণ মাঝে
শ্রেষ্ঠ তুমি, ভগবান্;
যদ্যপি উদ্যত হও
করিবারে বর দান,
তথাপি, যে সব বর
দেহাভিমানীর যোগ্য,
অথবা নারকীদেরো
যেই সব হয় ভোগ্য,—

হে প্রভু কৈবল্যপতি ।—
সেই সব কদাচন
জ্ঞানীগণ নাহি চা'ন—
চাহেনা আমারো মন। ২০
কৈবল্য-মুক্তিও মোর
কদাপি, করুণাময়,
কিছুমাত্র বাসনার
সামগ্রী নাহিক হয়—
যায় না করিতে পারা
যদি তাহে অস্বাদন
তব পদনলিনের
সে আসব মনোরম,
অন্তরহৃদয় হ'তে
সাধুদের অবিরাম
মুখদ্বার দিয়া যাহা
হয়হে প্রবহমান।
আমারে অযুত-কর্ণ
দাও—এই চাই শুধু,—
উল্লাসে যেন হে পারি
আস্বাদিতে সেই মধু। ২১
সে মধুর কণামাত্র
বহি' যদি সমীরণ
বারেক, হে পুণ্যশ্লোক,
করে কর্ণ পরশন,

যে কুযোগী তত্ত্বপথ
বিস্মৃত হ'য়েছে, তার
তা হ'লে বিনষ্ট-স্মৃতি
ফিরে আসে আরবার।
এমন প্রভাবময়
আসবের আস্বাদন
ছাড়া অন্য বরে, হরি,
মোদের কি প্রয়োজন ? ২২
যশের আখ্যান তব
পরম মঙ্গলময়
সাধু-সঙ্গে একবার
যার কর্ণগত হয়,
সে যদি গুণজ্ঞ হয়—
না হয় পশুর মত,
তা হ'লে সে তাহা হ'তে
কেমনে হবে বিরত ?
আপনি কমলালয়া
যে যশে মোহিত হ'য়ে,
সর্ব্বগুণ একস্থানে
লভিবার অভিপ্রায়ে,
তোমার গলায় দিলা
বরমাল্য পরাইয়া,
জানিয়া তাহার স্বাদ,
কে র'বে তা' তেয়াগিয়া ? ২৩

(১১)

ক্ষুৎপিপাসাদি তো প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম্ম, তাহারা কি সেই ভক্তকে পীড়িত করে না? যদি করে, তহা হইলে শ্রবণসুখ কোথা হইতে হইবে, এবং তাহা হইলে তো মোক্ষই নিরুপদ্রব শ্রেয়?

ক্ষুৎপিপাসাদি তাহাকে পীড়িত করে কি না, তাহা রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি দেবর্ষি নারদের উক্তিতে দেখা যাইবে।

দেবর্ষি বলিতেছেন—

তস্মিন্ মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ শ্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ॥ ২৪॥
(৪।২৯।৪০)

ভকত সুজনগণ
হ'ন যথা সম্মিলিত,
তাঁহাদের মুখ হ'তে
হয় তথা প্রবাহিত
মধুসূদনের পূত
চরিত-পীযুষ সারে
পরিপূর্ণ স্রোতস্বিনী
শহস্র সহস্র ধারে।
সে সকল তটিনীর
সলিল অমৃতময়

গাঢ়কর্ণে পান করি'
পরিতৃপ্ত নাহি হয়
যাহারা, তাদেরে কভু
পরশিতে নাহি পারে
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় শোক
আর মোহ এ সংসারে। ২৪

তবে সকলেই কেন হরিকথা শ্রবণ করিতে মনোনিবেশ করে না ? উক্ত নৃপতির প্রতি দেবর্ষিরই বাক্যে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। যথা—

এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্ ॥ ২৫ ॥
(৪।২৯।৪১)

ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি সেই
স্বাভাবিক উপদ্রবে
পীড়িত হইয়া নিত্য,
সক্ষম না হয় জীবে
লভিবারে রতি সেই
কথামৃত পারাবারে।—
লভিলে তা', উপদ্রব
সে সব রহিতে নারে। ২৫

সেই রতি লাভ করিলে, সেই সমস্ত উপদ্রব যে কিছুই করিতে পারে না, তাহা শুকদেবের প্রতি প্রায়োপবেশনস্থিত পরীক্ষিতের

বাক্যেও প্রদর্শিত হইতেছে—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ২৬ ॥
(১০।১।১৩)

সলিল অবধি ত্যজি'　　এই যে র'য়েছি আমি,
আমারে তো করেনা কাতর
সেই জঠরাগ্নি, দেব,　　সুদুঃসহ যারে কয়,—
ফুল্ল মম আছে তো অন্তর।
কাতর কেনবা হ'ব ?—প্রফুল্ল কেননা র'ব ?—
আমি যে হে করিতেছি পান
তব মুখাম্ভোজচ্যুত　　হরিকথামৃত, যাহে
হয় সর্ব্বতাপ-অবসান। ২৬

(১২)

যাহারা কথারসিক, মৃত্যুও তাঁহাদিগের ভয়ের কারণ হয় না। মৃত্যুর অপেক্ষায় গঙ্গাতীরে স্থিত অভিশপ্ত পরীক্ষিত বলিতেছেন—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ২৭ ॥
(১।১৯।১৫)

সুনিশ্চয় আপনারা
জানুন, ব্রাহ্মণগণ,
আশ্রয় ক'রেছে দাস
মুকুন্দের শ্রীচরণ।
হে গঙ্গে, দেখ গো তুমি,
ইতর বিষয় ত্যজি',
চিত্ত মোর সেই রাঙা
চরণে গিয়াছে মজি'।
আসুক তক্ষক এবে
ব্রহ্মশাপপ্রেরণায়—
দংশন করুক মোরে—
কি ভয় আমার তায় ?
আপনারা সবে মিলি'
আনন্দে করুন গান
সুধাময় বিষ্ণুগাথা—
সুখে বাহিরিবে প্রাণ। ২৭

এইরূপ সাহস অসম্ভব নয়।
নৈমিষারণ্যে ঋষিসভায় সূত বলিতেছেন—

অন্যেষাং পুণ্যশ্লোকানামুদ্দামযশসাং সতাম্।
উপশ্রুত্য ভবেন্মোদঃ শ্রীবৎসাঙ্কস্য কিং পুনঃ॥ ২৮
(৩।১৯।৩১)

আছেন উদারকীর্ত্তি অন্যান্য সজ্জন যত,
তাঁহাদের পবিত্র চরিত

শুনিলে যদ্যপি হয়　　সর্ব্বতাপ-অবসানে
আনন্দে হৃদয় পূরিত,
শ্রবণ করিলে তবে　　তাঁহার লীলার কথা
শ্রীবৎসাঙ্ক বক্ষঃস্থলে যাঁর,
কি যে হয় শুভোদয়—　　কিবা প্রেম উথলয়—
বলিতে কি হয় তাহা আর? ২৮

তাই শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

তস্মাদীশকথাং পুণ্যাং গোবিন্দচরিতাশ্রিতাম্।
মহাপুণ্যপ্রদাং যস্মাৎ শৃনুষ্ব নৃপসত্তম ॥ ২৯ ॥

তাই বলি, নৃপমণি,　　জুড়াও হৃদয়, শুনি'
শ্রীগোবিন্দচরিতকথন।
মহিমার কথা তাঁর　　যে শুনে, রহেনা তার
পুণ্যের অবধি কদাচন। ২৯

(১৩)

হরিকথাশ্রবণের মহাপুণ্যপ্রদত্ব ঋষভদেবপুত্রগণের প্রতি বিদেহ-রাজবাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

নানুতৃপ্যে জুষন্ যুষ্মদ্বচো হরিকথামৃতম্।
সংসারতাপনিস্তপ্তো মর্ত্ত্যস্তত্তাপভেষজম্ ॥ ৩০ ॥

(১১।৩২)

আপনারা কিবা কহিতেছেন কথা
শ্রীহরিচরিত-অমৃতে ভরা,

শুনিয়া না মিটে প্রাণের পিপাসা.—
ভবতাপে আমি এতই সারা!
বুঝেছি বুঝেছি. যে মানবগণ
ভবের জ্বালায় অতি কাতর,
রোগের তাদের মহৌষধ শুধু
হরিকথামৃত প্রশান্তিকর। ৩০

শুকদেব ও বলিতেছেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্‌বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥ ৩১ ॥
(১২ ৪।৪০)

অতীব দুস্তর এই
সংসারসাগর জলে
পড়িয়া, আকুল যারা
বহু দুঃখদাবানলে.
একমাত্র ভেলা আছে
তাদেরে করিতে পার।
পুরুষ-উত্তম কৃষ্ণ
মহিমার পারাবার,
সতত, রাজন্‌. তাঁর
লীলাকথারসপান—
এই সেই ভেলা, আর
ভেলা তো দেখিনা আন। ৩১

(১৪)

অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তবে তো সংসারনিবৃত্তি হয়; কেবলমাত্র হরিকথাশ্রবণেই কি অজ্ঞান বিনষ্ট হয়? অজ্ঞান তো বিনষ্ট হয়ই, অধিকন্তু, অজ্ঞাননিবৃত্তির অন্যান্য উপায় যেরূপ বহু বিঘ্নগ্রস্ত, হরিকথা-শ্রবণ সেরূপ নহে।

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষ্যে সমন্তকপঞ্চকে সমাগত যুধিষ্ঠিরাদিকে শ্রীভগবান কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথাই প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং
মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো
দেহংভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ ৩২ ॥

(১০।৮৩।৩)

যে অবিদ্যা শরীরীর
শরীর সৃজন করে,
যে সুধাপ্রভাবে তাহা
ছিন্ন হয় চিরতরে,
হে প্রভু, তোমার সেই
পদাব্জসুধা যখন
সাধুদের অফুরন্ত
হৃদয়ের প্রস্রবণ
হইতে, তাঁদের ফুল্ল
মুখের বিবর দিয়া,

অজস্র ধারায় আসে
প্রেমভরে বাহিরিয়া,
কর্ণপুটে তখন তা'
পিয়ে যারা একবার,
অকুশল তাহাদের
কোথায় করুণাধার ? ৩২

অন্তঃকরণ বিমল হইলেই তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় ও অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। অন্তঃকরণের সেই বৈমল্য হরিকথাশ্রবণসাধ্য।

সেই বৈমল্যসম্পাদনসামর্থ্য শ্রীভগবানের প্রতি তদ্দর্শনার্থে দ্বারকায় সমাগত দেবগণের উক্তিতে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ৩৩ ॥

(১১।৬।১৯)

তোমার অমৃতময়ী কথার নির্ম্মল বারি
বহি' ছুটে কল্লোলিনী যত,
আর তব শ্রীচরণ প্রক্ষালন করি', দেব,
নদী যত বহে অবিরত,
ত্রৈলোক্য মালিন্যমুক্ত করিতে তাহারা পারে,
তাহাদের প্রভাব এমন।
স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মে যাহাদের আছে মতি,
করে সদা তাহারা সেবন

এই দুটী তীর্থ, প্রভু ;— বেদরূপা কীর্ত্তিনদী
সেবে তারা কর্ণপুট দিয়া,
আর চরণজ নদী তাহারা সেবন করে
সমাদরে অঙ্গে লাগাইয়া। ৩৩

বস্তুতঃ হরিকথাশ্রবণ সাক্ষাৎ অজ্ঞাননিবর্ত্তক। কারণ তাহা স্পৃহা নষ্ট করে।

উদ্ধব বলিতেছেন—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্
কর্ণপীযুষমাস্বাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ ॥ ৩৪ ॥
(১১।৬।৪৪)

করিয়াছ যত লীলা পরমমঙ্গলময়,
সে সকল কর্ণামৃতসার।
বারেক যে পায়, কৃষ্ণ, স্বাদ সেই অমৃতের
অন্য স্পৃহা রহে না তাহার। ৩৪

উদ্ধব আরও বলিতেছেন—

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু
ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ ॥ ৩৫ ॥
(১১।৬।৪৮)

আমরা যে ভবধামে
মহা যোগীদের মত,
কর্ম্মাকর্ম্ম বিচারিয়া,
কর্ম্মপথে অবিরত

ঘুরিয়া হ'তেছি সারা
হে কৃষ্ণ মহিমাময় !—
তব ভক্তগণসাথে
তব বার্ত্তা মধুময়
শুনিতে শুনিতে, এই
সুদুস্তর অন্ধকার
আমাদেরো অবশেষে
কিন্তু হ'তে হবে পার—
তাহা ছাড়া নাহি হরি,
পারের উপায় আর। ৩৫

(১৫)

কতদিন কর্ম্ম করিতে হইবে, শ্রীভগবান তাহার নির্দেশ করিতেছেন—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ৩৬ ॥
(১১।২০।৯

হে উদ্ধব! ততদিন
কর্ম্ম কর আচরণ,
যত দিন নাহি ভরে
নির্ব্বেদে হৃদয় মন—
শ্রদ্ধা কিম্বা যত দিন
নাহি জন্মে অনিবার

শুনিতে গাহিতে আর
স্মরিতে কথা আমার। ৩৬

নৈমিষারণ্যে কর্ম্মবিরক্ত শৌনকাদি ঋষিগণ বলিতেছেন—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥ ৩৭ ॥

(১।১৮।১২)

করিতেছি মোরা যে এ
যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান,
কি জানি তা' হবে কি না
বিধিমতে সমাধান।
অতিক্রমি' আছে যত
পদে পদে অন্তরায়,
কি ভরসা বল, সূত,
সুফল ফলিবে তায়?
হেন কর্ম্মে বিনিযুক্ত
হইয়া আমরা সবে
ধূমেতে বিবর্ণদেহ
ব্যাকুল আছিনু যবে,
শ্রীগোবিন্দপদাব্জের
সুমধুর মধু পান
তুমি আসি' করাইলে,
সুস্থ হ'ল মনপ্রাণ। ৩৭

(১৬)

অতএব, বিবেকীগণের হরিকথাশ্রবণই কর্ত্তব্য।

তদর্থে মৈত্রেয়মুনির প্রতি বিদুর-বাক্য—

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্‌ ॥ ৩৮ ॥

(৩.১৩।৪)

দীর্ঘকাল বহু শ্রম করিয়া যে অধ্যয়ন
করে নরে গ্রন্থ শত শত,
প্রয়োজন সুনিশ্চয় তাহার সুসিদ্ধ হয়
যদি হয় প্রাণমন রত
সেই ভক্তগণমুখে শুনিতে পরম সুখে
মুকুন্দের গুণানুবর্ণন,
যাঁদের হৃদয়সদ্ম মুকুন্দের পাদপদ্ম
দিবানিশি করিছে ধারণ।
জ্ঞাতসার সূরী যত ক'রেছেন এই মত
শ্রবণের মহিমা কীর্ত্তন;
যদি সে রতি না হয়, বুঝেছি, কদাপি নয়
যথার্থ সে সব অধ্যায়ন। ৩৮

(১৭)

যোগিগণের ও তাহা কর্ত্তব্য।

তদর্থে, বহুবিধ যোগতপস্যার পরে, ভগবান সনৎকুমারের অত্যুৎকৃষ্ট অধ্যাত্মযোগের উপদেশানুসারে শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত পৃথুরাজার চরিত্রবিষয়ে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়-বাক্য—

ছিন্নান্যধীরধিগতাত্মগতির্নিরীহ-
স্তত্তত্যজেঽচ্ছিনদিদং বয়ুনেন যেন।
তাবন্ন যোগগতিভির্যতিরপ্রমত্তো
যাবদ্‌গদাগ্রজকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

(৪।২৩।১২)

আত্মতত্ত্বজ্ঞান যবে লভিল স্ফুরণ,
ঘুচিল দেহাত্মবুদ্ধি পৃথুর তখন,
নিস্পৃহ বিগতচেষ্ট হ'ল তাঁর প্রাণ ;—
তখন, বিদুর, তিনি ত্যজিলা সে জ্ঞান,
যাহাতে হৃদয়গ্রন্থি করিয়া ছেদন
ক'রেছিলা সংশয়ের মূল উৎপাটন।
হে কৌরব ! সে অবধি যোগ-আচরণে
প্রমাদ ঘুচা'তে নারে যোগীদের মনে,
যে অবধি নাহি হয় তাদের হৃদয়
শ্রীকৃষ্ণের কথামৃতে অনুরাগময়। ৩৯

(১৮)

অন্যবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হওয়া কেন সঙ্গত ? ভগবৎকথাশ্রবণাপেক্ষা অধিক লাভ আর নাই বলিয়া।

রাসরজনীতে গোপীগণের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ একবার অন্তর্হিত হইলে, তাঁহারা তদাগমনাভিলাষিনী হইয়া যমুনাতীরে অবস্থানপূর্ব্বক বিলাপকালে বলিতেছেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৪০ ॥

(১০।৩১।৯)

অমৃত তোমার কথা, হে কৃষ্ণসুন্দর!—
তাপীর জীবন তাহা হয় নিরন্তর।
শ্রেষ্ঠ তাহা সুনিশ্চয় অমৃত হইতে!—
অমৃত করিয়া তুচ্ছ, উল্লসিত চিতে
ব্রহ্মবিৎ কবিগণ তোমার কথার
সংস্তবনে পান প্রাণে আনন্দ অপার।
তব কথা কাম্যকর্ম্মকলুষ ঘুচায়,
হেন গুণ সে অমৃত পাইবে কোথায়?
শুনিলেই তব কথা হয় শুভোদয়,
অমৃতে তেমন সদ্য ফল নাহি হয়।
স্নিগ্ধতায় সে অমৃত মানে পরাভব
তোমার কথার কাছে, হে প্রাণবল্লভ!
তোমার এ হেন কথা যাহাতে ধরায়
সুবিস্তৃত হয়, যারা সেরূপে তা' গায়,
দাতা আর নাহি, কৃষ্ণ, তাদের সমান—
সে দানগ্রহীতা সম নহি লাভবান! ৪০

বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতু শ্রীভগবানের স্তবকালে বলিতেছেন—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ ॥
যন্নামসকৃচ্ছ্রবণাৎ
পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সাক্ষাৎ ॥ ৪১ ॥

(৬।১৬।৪৪)

শুনিলে যাঁহার নাম একবার
চণ্ডালেরও সদ্য বিশুদ্ধি হয়,
তাঁর দরশনে, ওহে ভগবান্,
হবে যে অখিল পাপের ক্ষয়,
নিশ্চয় কিছুই অসম্ভব তাহে
না পারে থাকিতে করুণাময়। ৪১

উহাতে তো সর্ব্বপাবনত্বের কথা উক্ত হইল, সর্ব্বলাভাধিক্যের কথা তো উক্ত হইল না?—এই প্রশ্নের আশঙ্কায়, বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়-বাক্যে, ভগবৎকথাশ্রবনই যে সর্ব্বপুরুষার্থসার, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

কো নাম লোকে পুরুষার্থসারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎকথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্ ॥ ৪২ ॥

(৩।১৩।৪৯)

যত পুরাকথা আছে,
তাহাদের মাঝে সার

ভগবৎকথা সুধা
ভবাম্বুধি করে পার।
হে বিদুর, কর্ণাঞ্জলি
ভরিয়া সে সুধা পান
করিয়া. বিরত হবে
তাহা হ'তে কার প্রাণ?
পুরুষার্থসারবেত্তা
সেজন কখনো নয়—
পশু সে যে—তাহা হ'তে
যে জন বিরত হয়। ৪২

(১৯)

যাহারা সে সুধা পরিত্যাগ করিয়া অসৎকথা শ্রবণ করে, তাহারা পশুগণের মধ্যেও অধমের ন্যায়।

তদর্থে জননী দেবহূতির প্রতি কপিলদেব-বাক্য—

নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্।
হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্‌গাথাঃ পুরীষমিব বিড়্‌ভুজঃ॥ ৪৩॥

(৩।৩২।১৯)

হরিকথাসুধা ছাড়ি'
কুকথায় রুচি যার,
শ্রবণ তাহারে দান
বিড়ম্বনা বিধাতার।

জিহ্বা আছে, তবু দেখ—
দারুণ দুর্দ্দৈব, হায়!
শূকরাদি, ছাড়ি' সব
পুরীষেরি পানে ধায়! ৪৩

(২০)

অতএব, অসৎকথা শ্রবণ না করিয়া ভগবৎকথা শ্রবণ করাই কর্ত্তব্য।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥ ৪৪॥
(১২।৩।১৫)

বারেক গাহিলে যাহা,　　বার বার, হে রাজন্,
অশুভের হয় অবসান,
পূতকীর্ত্তি শ্রীহরির　　সেই সব গুণকথা
যে যেখানে করে অনুগান,
তাহারা যেন তা' শুনে　　প্রতিদিন বার বার,
পরমাত্মা কৃষ্ণ প্রতি যারা
কামাদিমালিন্যহীন　　ভকতি করিয়া লাভ
হ'তে চায় চির-মাতোয়ারা। ৪৪

শুকদেব আরও বলিতেছেন—

ইত্থং পরস্য নিজবর্ত্ম রিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্॥ ৪৫॥

(১০।৯০।৪৯)

ধর্ম্মমার্গ রক্ষিবারে যুগে যুগে বারে বারে
লীলাদেহ করিয়া ধারণ,
করিলেন যে যে কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ মহিমাময়
পরমাত্মা পরম কারণ,
শুনিলে সে সমুদয় কর্ম্মমূল নষ্ট হয়—
বিষদন্ত করমের যায়।
হে রাজন্, তাই বলি, সেবিবারে শ্রীচরণ
সে পুরুষোত্তমের যে চায়,
সে যেন শ্রবণ করে অনুক্ষণ প্রাণ ভরে
সেই সব কর্ম্মকথা তাঁর—
গুণমণিকথামৃত সে যেন করিয়া লয়
জীবনের আশ্রয় সুসার। ৪৫

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

পঞ্চম বিরচন।

কীর্ত্তন।

---

(১)

শ্রীহরিকীর্ত্তনই সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ—সকল ধর্ম্মের চরম।

মহাভারতাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও যখন ব্যাসদেব স্বীয় মনে আত্মপ্রসাদের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ভগবানের মহিমা মুখ্যরূপে বর্ণনা করিতে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন—

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধিদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্‌॥ ১॥

(১।৫।২২)

নারদ।

বৃথায় তপস্যা, আর
বৃথা বেদ-অধ্যয়ন,
বৃথা যাগযজ্ঞ, দান,
জ্ঞান, মন্ত্র, প্রজপন,
সে সকলে যদি, ব্যাস,
না হয় জীবের মতি
পূতকীর্ত্তি শ্রীহরির
গাহিবারে গুণগীতি !
উহাদের নিত্যফল
ইহা ছাড়া নাহি আর—
কবিগণ-নিরূপিত
এই তত্ত্ব জেনো সার। ১

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের প্রতি সূত-বাক্যে কীর্ত্তনফলপ্রদর্শনের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

মৃষাগিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদু হৈব মঙ্গলং
তদেব পুণ্যং ভগবদ্ গুণোদয়ম্ ॥ ২ ॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥ ৩ ॥
(১২।১২।৪৯—৫০)

নহেন বিষয় যার
　　অধোক্ষজ ভগবান্,
সে কথা অসৎকথা—
　　বৃথা—মিথ্যা—নহে আন ।
সত্য তাহা, পুণ্য তাহা,
　　তাহাই মঙ্গলময়,
যে কথায় হয় প্রাণে
　　ভগবদ্‌গুণোদয় । ২
শ্রীহরি উত্তমঃশ্লোক,
　　তাঁর যশোগাথাগান,
লালিত্যের তার কভু
　　নাহি হয় পরিমান ।
নিত্যনূতনের মত
　　রুচির তাহাই হয়,
তাহাতেই হয় মন
　　চিরমহোৎসবময় ।
আকুল পড়িয়া নর
　　যেই শোক-পারাবারে,
তাহাই সক্ষম শুধু
　　শোষণ করিতে তারে । ৩

মুক্তিই যখন নামকীর্ত্তনের ফল, তখন অন্য ফল তো হইবেই ।
তদর্থে নৈমিষারণ্যে সূতের প্রতি শৌনকাদি-ঋষিগণ-বাক্য—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্ বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥৪॥
(১।১।১৪)

ভীষণ সংসার ঘোরে বিবশ হইয়া নরে
করে যদি সে নাম গ্রহণ,
সন্থ সে বিমুক্ত হয়— সে নামে আপনি ভয়
ভয় যে হে পায় অনুক্ষণ। ৪

(২)

ভগবান্ বাসুদেব যে বাক্যের বিষয় নহেন, তাহা বিচিত্র কৌশলাদিযুক্ত হইলেও সর্ব্বথা ব্যর্থ। ভগবৎপ্রধান বাক্য পদচাতুর্য্যশূন্য হইলেও সার্থক।

তদর্থে ব্যাসদেবের প্রতি নারদ-বাক্য—

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো।
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ ॥ ৫ ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশঽঙ্কিতানি য-
চ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি সাধবঃ ॥ ৬ ॥

(১।৫।১০—১১)

যাহাতে সতত, ব্যাস,
জগত পবিত্র হয়,

হরির সে কীর্ত্তিকথা
　　কিছুমাত্র নাহি রয়
যেই বাক্যে, হ'ক তাহা
　　গুণ-অলঙ্কার-যুত
বিচিত্র সম্পন্ন পদে
　　সুকৌশলে বিরচিত,
জ্ঞানীগণ কাকতীর্থ
　　সমান দেখেন তায়—
কাকতুল্য কামীগণ
　　শুধু তাহে তৃপ্তি পায়।
স্ফুরিত সত্ত্বেতে পূর্ণ
　　যাঁহাদের মনপ্রাণ,
কমনীয় পরব্রহ্ম
　　যাঁদের আনন্দধাম,
হরিকথাহীন হেয়
　　সে বাঙ্ময় বিরচন
কেমনে করিবে বল
　　তাঁহাদেরে আকর্ষণ ?
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে যদি
　　বিচিত্র অন্নাদি রয়,
মানসবিহারী হংসে
　　কভু কি তা' আকর্ষয় ? ৫
আর দেখ, সাধুগণ
　　শুনেন যে সব নাম,

অপরে শুনান সুখে,
উল্লাসে করেন গান,
অনন্তের যশাঙ্কিত
অনন্তপ্রভাবময়
সে সব মধুর নাম
যার প্রতিশ্লোকে রয়,
সে বাক্য যদ্যপি হয়
অপশব্দে বিরচিত,
জন-সমূহের পাপ
তবু করে বিপ্লাবিত। ৬

(৩)

শ্রীহরিকীর্ত্তন বিনা কাহারও চিত্ত তত্ত্বাভিমুখী হইতে পারে না। দেবর্ষি ব্যাসদেবকে বলিতেছেন—

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্‌ ॥ ৭ ॥

(১।৫ ১৪)

দেব ভগবান সেই অমিত বিক্রম ;
তাঁর লীলা হ'তে ভিন্ন করি' দরশন,

সর্ব্বত্র প্রাধান্য, ব্যাস, না দিয়া তাঁহারে,
যদি কোন বস্তু তুমি চাহ বর্ণিবারে,
ঐক্যহীন নানাবিধ নামরূপভার
বিভ্রান্ত সতত মতি করিবে তোমার ;—
বায়ুবলে ঘূর্ণমান তরণী যেমন,
কিছুতেই স্থির তব না হইবে মন। ৭

(৪)

পরন্তু, তৎকীর্ত্তনের দ্বারা মন সত্বই পরমানন্দস্বরূপ ভগবানে স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

দেবর্ষি স্বীয় জীবনেতিহাস প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৮ ॥

(১।৬.৩৪)

আপনার মনে হরিগুণগানে
প্রাণ মম যবে বিভোর হয়,
আমার আহ্বান শুনিবারে পান
যেন ভগবান করুণাময়।
শুনি' যেন তাহা, প্রিয়কীর্ত্তি হরি,
কত শত তীর্থ চরণাব্জে ধরি,
ত্বরান্বিত হ'য়ে আসিয়া হৃদয়ে
দরশন মোরে করেন দান।

প্রভাব এমন জানি', দ্বৈপায়ন,
করিয়াছি সার তাঁহারি গান। ৮

(৫)

ফলতঃ ভগবৎকথাকীর্ত্তনই অবলম্বনীয়।
নৈমিষারণ্যে ঋষিসভায় সূত বলিতেছেন—

যা যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুংভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ ॥৯॥
(১।১৮।১০)

চির-কথনীয় আর অতুল মহিমাময়
বিশ্বমাঝে, ঋষিগণ, যাঁর কথা সমুদয়,
তাঁর গুণকর্ম্ম ল'য়ে ফুটিয়াছে কথা যত,
নির্ভর হইতে চাহে যারা, তারা অবিরাম
সেই সব কথা যেন প্রাণ ভরে করে গান। ৯

শুকদেবও বলিতেছেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥১০॥
(২।১।১১)

মুমুক্ষু যাদের চিত্ত, যারা বা বাসনাযুক্ত,
আর, নৃপ, জ্ঞানাশ্রয়ী যারা,
নিরন্তর একপ্রাণে শ্রীহরির নামগানে
যদি তারা হয় মাতোয়ারা।

তা' হ'লেই সুনিশ্চয়　　সমূলে বিনষ্ট হয়
তাহাদের বাধাবিঘ্নভয়,—
তা' হ'লেই সুনিশ্চয়　চরিতার্থ তারা হয়—
এই মত হ'য়েছে নির্ণয়। ১০

ঐ যে পারের নৌকা।

দেবর্ষি নারদ বলিতেছেন—

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্‌ ॥১১॥

(১৬.৩৫)

বিষয়ভোগেচ্ছা তুলি' যাহাদের বার বার
আতুর করিছে চিত্ত ঘোর ভবপারাবার,
এই তো সে তরী, ব্যাস, যাহাতে তরিবে তারা—
হরির চরিতকথা অবিরাম গান করা!
এ তরীর কথা মম শুধু শুনা কথা নয়,
অনেক গিয়াছে দেখা—কহিলাম সুনিশ্চয়। ১১

(৬)

অবিরাম কীর্ত্তনের কথা দূরে থাকুক, জীবনের অন্তকালেও যদি একবার মাত্র নাম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে মোক্ষ লাভ করা যায়।

সৃষ্টির প্রাক্কালে পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভগবানের স্তবকালে বলিতেছেন—

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥১২॥

(৩।৯।১৫)

প্রাণবায়ু যায় যবে শরীর ছাড়িয়া,
সে সময়ে একবার বিবশ হইয়া
উচ্চারিলে যে সকল নাম মধুময়,
অনেক জন্মের পাপ তিল নাহি রয়—
আবরণহীন ব্রহ্মে তখনি হরষে
বিলীন হইয়া যায় জীব অনায়াসে,—
সে সকল নাম সদা করে সুপ্রচার
যাঁর গুণকর্ম্ম যত আর অবতার,
অনাদি অনন্ত সেই দেবের চরণ
ধন্য হইলাম আজি লইয়া শরণ। ১২

অজামিল সম্বন্ধে যমদূতগণের প্রতি বিষ্ণুদূতগণের বাক্যে তাহাই বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হয়।

বিষ্ণুদূতগণ বলিতেছেন—

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্‌ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥১৩॥

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥১৪॥
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্‌ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥১৫-৬॥

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥১৭॥
নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎ কর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১৮ ॥

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥১৯॥
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥২০॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥ ২১ ॥

গুরূণাঞ্চ লঘুনাঞ্চ গুরূণি চ লঘুনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥
তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥২২—৩ ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ২৪ ॥
যথাঽগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥ ২৫ ॥

(৬।২।৭—১৯)

নহে শুধু প্রায়শ্চিত্ত, সার স্বস্ত্যয়ন
সেই হরিনাম যাহে ভববিমোচন।
এ ব্রাহ্মণ অজামিল মরণসময়
লইয়াছে সেই নাম বিবশহৃদয়,
কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ—যম-অধিকার—
নিঃসন্দেহ ঘুচিয়াছে তাহাতে ইহার। ১৩
বহু পাপে পাপী বটে অজামিল ছিল,
"নারায়ণ, আয়"—ব'লে কিন্তু সে ডাকিল।
হউক পুত্রের তার নাম নারায়ণ,
সে চারি অক্ষর মুখে হ'ল উচ্চারণ।
আছিল, হে দূতগণ, পাপ তার যত,
তাহাতেই সমুদয় হইয়াছে গত। ১৪

তাঁহারা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

মিত্রদ্রোহী, সুরাপায়ী, পরস্বাপহারী,
গুরুতল্পগামী আর ব্রহ্মবধকারী,
স্ত্রীপিতৃগোহত্যাকারী, রাজহন্তা আর,
পাতকী আছয়ে আর যতেক প্রকার,
শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, যাহে পাপ বিমোচন,
সকলেরি জেনো বিষ্ণুনাম-উচ্চারণ।
বলি শুন মন দিয়া কারণ তাহার,—
যেই জন করে নামসংকীর্ত্তন সার,
ভাবেন ঠাকুর তারে আপনার জন,
তাহারে রক্ষিতে তাঁর সতত যতন। ১৫—৬

অন্যান্য প্রায়শ্চিত্ত হইতে কীর্ত্তনরূপ প্রায়শ্চিত্তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলিতেছেন—

শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি শ্রীহরির যে সকল নামে তাঁর
গুণকথা হৃদয়েতে জেগে উঠে অনিবার,
মাত্র সেই সব নাম করে যদি উচ্চারণ,
দূতগণ, পাতকীর হয় যথা বিশোধন,
ব্রহ্মবাদী-ঋষিদের প্রদর্শিত ব্রতাদিতে
সক্ষম হয় না কভু সেরূপ বিশুদ্ধি দিতে। ১৭
করিলেও যে সকল প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান
আবার কুপথে মন হ'তে পারে ধাবমান,
সমূলে পাপের নাশ তাহাদের ফল নয়,
নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য তাই হে তাহারা হয়।
অতএব, মূলোচ্ছেদ কর্ম্মের যাহারা চায়,

অবিরাম শ্রীহরির গুণ যেন তারা গায়।
জনমে হৃদয়ে তাহে ক্রমে সত্ত্ব সুনির্ম্মল,
চিত্তের পরম শুদ্ধি তাহার অমোঘ ফল। ১৮

তাই তাঁহারা বলিতেছেন—

তাই বলি, পারিবেনা নিতে কোন মতে
এ ব্রাহ্মণে, দূতগণ, নরকের পথে।
অন্তকালে এ যে স্পষ্ট উচ্চারিল নাম,
অশেষ পাপের তাহে হ'ল অবসান।
ইহাতে পাপের নাই গন্ধমাত্র আর,
ইহার নিকটে নাহি হও আগুসার। ১৯

এ তো পুত্রের নাম গ্রহণ করিয়াছে, ভগবানের নাম তো গ্রহণ করে নাই?—এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তাঁহারা বলিতেছেন—

পুত্রাদির নামচ্ছলে, অথবা হেলায়,
পরিহাসে কিম্বা গানগল্পের মাত্রায়,
জাননা—বৈকুণ্ঠনাম যে করে গ্রহণ,
রহেনা পাপের ভার তার কদাচন? ২০

এ তো সঙ্কল্পপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করে নাই?—এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন—

যাহারা স্খলিত, তপ্ত, আহত, পতিত,
ভগ্নদেহ যারা, আর যাহারা দংশিত,
তাদের অবশকণ্ঠে যদি বাহিরায়
একবার হরিনাম, জানানা কি যায়
নরকযাতনাভয় তাহাদের যত?
অজামিলে কেন তবে লইতে উদ্যত? ২১

অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তের তুলনায় কীর্ত্তনরূপ প্রায়শ্চিত্তের শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বলিতেছেন—

লঘুগুরুতারতম্য পাপের যেমন,
লঘুগুরু প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা তেমন
জ্ঞাতসার-ঋষিগণ দিয়াছেন বটে,
সে সবে পাপের মাত্র নাশ কিন্তু ঘটে।
পাপজন্য হৃদয়ে যে মলিনতা হয়,
নিঃশেষে তাহার, শুন, সাধিতে বিলয়,
তপোদানব্রত আদি করি' সে সকল
প্রায়শ্চিত্ত, দূতগণ, সতত নিস্ফল।
ভগবৎপাদপদ্মমহিমাকীর্ত্তন
সেই মালিন্যও পারে করিতে ক্ষালন। ২২-৩

অজামিল তো প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানে ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবন্নাম গ্রহণ করে নাই? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় তাঁহারা বলিতেছেন—

শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি শ্রীহরির সুধাময় নাম
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে যেই জন গান,
বিনষ্ট তাহার পাপ হয় সমুদয়,
অনলে ইন্ধন যথা ভস্মীভূত হয়। ২৪
আর দেখ, দূতগণ, যদি কোন রোগী
সাতিশয় বীর্য্যবান রোগ-উপযোগী
ঔষধ সেবন করে অজ্ঞানে হেলায়,
তথাপি সে ঔষধের ফল যথা পায়,
সেইরূপ নামমন্ত্র যদি কোন জন
অজ্ঞানে ও অবজ্ঞায় করে উচ্চারণ,

নামের যে কার্য্য তাহা হয় নিঃসংশয়—
নামের প্রতাপে তার হয় পাপক্ষয়। ২৫

অজামিল সম্বন্ধে শুকদেবও বলিতেছেন—

এবং স বিপ্লাবিতসর্ব্বধর্ম্মা
দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্নন্॥ ২৬॥
(৬।২।৪৫)

অধর্ম্মপ্লাবনে ধর্ম্ম ভাসাইয়া দিয়া যত,
হ'ল যে গর্হিত কর্ম্মে পতিত বিনষ্টব্রত—
যাহারে দণ্ডের লাগি' যমের কিঙ্করগণ
করিতে উদ্যত ছিল নিরয়েতে নিক্ষেপন—
এরূপে সে দাসীপতি লইয়া পাবন নাম,
যমপাশ হ'তে সদ্য পেয়েছিল পরিত্রাণ। ২৬

(৭)

ফলতঃ, শুকদেবোক্ত কীর্ত্তনমাহাত্ম্য সঙ্গত।
শুকদেব বলিতেছেন—

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোহন্যথা॥ ২৭॥
(৬।২।৪৬)

ফলতঃ, যাহারা চায় ভবদুঃখবিমোচন,
সার যেন করে তারা হরিনামসংকীর্ত্তন।
গাহিলে সে পূত নাম প্রাণভরে বার বার,
কর্ম্মডোর হয় যথা ছিন্ন ভিন্ন ছারখার,
তেমন কিছুতে আর কভু, নৃপ, নাহি হয়—
আর অস্ত্র নাহি হেন সুশাণিত শক্তিময়।
এমনি প্রভাব ধরে হরিণাম-অনুগান,
আসক্ত আবার কর্ম্মে নাহি হয় মন প্রাণ।
অন্য সব প্রায়শ্চিত্তে হ'তে নারে কদাচন
রজস্তমোগুণজন্যমালিন্য-বিমুক্ত মন। ২৭

ইহাতে যে কিছুই অসম্ভাবনা নাই, শুকদেব তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন ॥ ২৮ ॥
(৬.২।৪৯)

পুত্রের আহ্বানচ্ছলে অন্তকালে যেই নাম
উচ্চারিয়া অজামিল যাইল বৈকুণ্ঠ ধাম,
শ্রদ্ধায় যদিবা কেহ সে নাম গ্রহণ করে,
হে রাজন্, বুঝে দেখ, কি ফল ফলিতে পারে! ২৮

(৮)

স্বীয় দূতগণের প্রতি যমরাজের উক্তিতে কীর্ত্তনমাহাত্ম্য আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং হরেঃ পশ্যত পুত্রকাঃ।
আজামিলোঽপি যেনৈব মৃত্যুপাশাদমুচ্যত ॥ ২৯ ॥
এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সঙ্কীর্ত্তনং ভগবতো গুণকর্ম্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম ॥ ৩০ ॥

(৬।৩।২৩—৪)

হরিণামগ্রহণের মাহাত্ম্য কেমন,
অজামিলে পরিস্ফুট দেখ, বৎসগণ।
তার মত পাপী আর কেহ নাহি ছিল,
নামে শুধু মৃত্যুপাশ তাহার ঘুচিল। ২৯
অন্তিমশয়নে পুত্রনারায়ণে ডাকি'
অজামিলসম পাপী যদি মুক্তিভাগী,
তাহা হ'লে শ্রীহরির গুণকর্ম্মনাম
কিবা প্রয়োজন বল করিবারে গান
সাধিতে কেবলমাত্র পাতকের ক্ষয় ?—
মশক মারিতে কেবা আগ্নেয়াস্ত্র লয় ? ৩০

কীর্ত্তনমাহাত্ম্য যদি এই প্রকার হইল, তাহা হইলে, মনু প্রভৃতি মহাজনগণ কর্ত্তৃক উক্ত দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্ত সমুদায় ব্যর্থপ্রয়োজন; কারণ, সেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বহুক্লেশসাপেক্ষ, কিন্তু হরিনামোচ্চারণ সহজেই হইয়া থাকে ; এবং যাহাতে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হয়, তাহা ছাড়িয়া ক্লেশবহুল গুরু প্রায়শ্চিত্তে কাহার প্রবৃত্তি হইবে ?

তদর্থে অজামিলকথাপ্রসঙ্গে স্বীয় দূতগণের প্রতি যম-বাক্য—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধু পুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥ ৩১ ॥

(৬.৩২৫)

মায়ায় বিমুগ্ধ হ'য়ে　　　ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক
মনু আদি মহাজনগণ
পারিলা না ভালরূপে　　　বুঝিবারে, দূতগণ,
নামের এ মাহাত্ম্য পরম।
না বুঝি তা', তাঁহাদের　　　জড়িত হইল মতি
অর্থবাদপুষ্পে বিভূষিত
বেদবিধি সমুদয়ে।—　　　ছাড়িয়ে সহজ পথ,
তাই তাঁরা করিলা বিহিত
বহুপরিশ্রমসাধ্য　　　বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্ম—
দ্বাদশাব্দ আদি নামে খ্যাতি;
আচরিতে সেই সব　　　কঠিন বৃহৎ যজ্ঞ
তাই তাঁরা হ'য়েছিলা ব্রতী। ৩১

যম দূতগণকে আরও বলিতেছেন—

এবং বিমৃশ্য সুধীয়ো ভগবত্যনন্তে
সর্ব্বাত্মনা বিদধতে খলু ভাবযোগম্।

তে মে ন দণ্ডমর্হন্ত্যথ যদ্যমীষাং
স্যাৎ পাতকং তদপি হন্ত্যুরুগায়বাদঃ ॥ ৩২ ॥
(৬.৩.২৬)

এই সব বিচারিয়া বুদ্ধিমান জনগণ
অনন্ত সে ভগবানে উপাসেন অনুক্ষণ ;—
সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহে ভাবযোগ করি' সার,
তাঁহারা তাঁহারি ভাবে ভেসে যান অনিবার।
বৎসগণ, তাঁহাদের পাপ যদি কিছু রয়
শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি শ্রীহরির কীর্ত্তনে বিনষ্ট হয়।
তাই বলি. মম দণ্ড তাঁহাদের তরে নহে,
তাঁদেরে হেরিয়া তাহা সঙ্কুচিত হয় ভয়ে ৩২

(৯)

নামোচ্চারণ সহজ বলিয়া বহুশ্রমসাধ্য দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্ত যে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা নহে, পরন্তু নিকৃষ্ট ;—কারণ, সেই নামোচ্চারণ অনেক জন্মার্জ্জিত পরম সুকৃতি সমূহসাপেক্ষ।

যমপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অজামিল ভাবিতেছেন—

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥৩৩॥
অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্ব্বৃষলীপতেঃ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥৩৪॥

ক চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ।
ক চ নারায়ণেত্যেতদ্ ভগবন্নাম মঙ্গলম্ ॥৩৫॥

(৬.২ ৩২-৩৪)

এ জনমে বটে বহু পাপে পাপী
আমি ভাগ্যহীন অতি,
পূরব জনমে ছিল মনে লয়
বহু মম পুণ্যকৃতি।
না হ'লে কেমনে দেবশ্রেষ্ঠগণে
দেখিতে পাইনু আজি?—
সেই দরশনে মন কেন মম
প্রসাদে যাইল মজি'? ৩৩
সারাটী জীবন যাপিল যেজন
বৃষলী বুঝিয়া সার,
কিসে বা মরণে শ্রীবৈকুণ্ঠনাম
লইল রসনা তার?
সে নামে সতত মৃত্যু বশীভূত
সে নাম মহিমাময়,
পূর্ব্ব পুণ্য বিনা এ পাপীর মুখে
কভু কি বাহির হয়? ৩৪
কোথা এই ধূর্ত্ত বিষম পাতকী
ব্রহ্মঘ্ন নির্লজ্জ অতি!—
আর বা কোথায় নারায়ণনাম
মঙ্গল যাহাতে নিতি!

স্ফুরিল সে নাম মরণের কালে
তবু এই রসনায়!
পূর্ব্ব জন্মে মম বহু পুণ্য ছিল,—
সন্দেহ কি আর তায়? ৩৫

(১০)

নামের মঙ্গলময়ত্ব ইন্দ্রের প্রতি ঋষিগণের বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে।

দেবতা ও ঋষিগণ বৃত্রবধের নিমিত্ত ইন্দ্রের সাহায্যপ্রার্থী হইলে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাভয়ে তাহাতে সম্মত না হওয়াতে, তাঁহাকে সম্মত করিবার জন্য ঋষিগণ বলিতেছেন—

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্য্যহাঘবান্।
শ্বাদঃ পুল্কশকো বাপি শুধ্যেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ ॥৩৬॥
(৬।১৩।৮)

হে মহেন্দ্র! ধরে, শুন, মহিমা কেমন
শ্রীহরির নাম আর গুণ-সংকীর্ত্তন।
ব্রহ্মহত্যা, পিতৃহত্যা, গুরুহত্যা আর
করিয়া কলুষগ্রস্ত জীবন যাহার,
গোমাতৃহননপাপে যারা নিমগন,
কুক্কুরের মাংসভোজী যে চণ্ডালগণ,
সকলেই পাপ হ'তে যদি শুদ্ধি চায়,
কীর্ত্তনে তাহারা তাহা সুনিশ্চয় পায়। ৩৬

কপিলদেব-জননী দেবহূতিও বলিতেছেন—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৩৭॥

(৩।৩৩।৭)

জিহ্বাগ্রে যাহার সদা রহে তব সুধানাম,
হ'ক সে চণ্ডাল নীচ, অতি উচ্চে তার স্থান।
তপস্যা ক'রেছে কত যারা তব নাম লয়,
না হ'লে সহজে কিগো হয় হেন ভাগ্যোদয়?
নিশ্চয় ক'রেছে তারা বহু হোম-অনুষ্ঠান,
বহু তীর্থ-সলিলেতে তাহারা ক'রেছে স্নান,
নিশ্চয় তাহারা কত পালিয়াছে সদাচার,
তাহারাই অধ্যয়ন করিয়াছে বেদসার;—
না হ'লে কেমনে নাম সতত মুখেতে রয়?
না হ'লে কি হ'তে পারে কভু হেন ভাগ্যোদয়? ৩৭

(১১)

প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে হরিনামের সর্ব্বাশ্রমাধিকারিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ ॥৩৮॥

(৪।৩০।১৯)

করি' অনিষিদ্ধ কর্ম্ম গৃহবিনিবিষ্ট মনে,
আনন্দে আমার কথা পরস্পর আলাপনে,
কর্ম্মজীবনের যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবসর
যাপন যাহারা করে, তাহারাও ভাগ্যধর।
তাহাদের তরে গৃহ বন্ধনকারণ নয়,
সাধুগণমাঝে তাহা নিত্য প্রশংসিত হয়। ৩৮

(১২)

এই কীর্ত্তন কেবলমাত্র স্তুতি নয়, ইহা সদাচারও বটে। নৃসিংহদেবের স্তব করিবার পূর্ব্বে প্রহ্লাদ অনুভব করিতেছেন—

তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য
সর্ব্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।
নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ
পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥৩৯॥

(৭।৯।১২)

কীর্ত্তনে সন্তুষ্ট হরি, তবে কেন ভয়ে মরি ?
প্রাণ ভরে করিব বর্ণন

তাঁহার মহিমা যত—　　　　বুদ্ধি মম যেইমত

সযতনে গাহিব তেমন।

অসুর নামেতে খ্যাত　　　　নীচকুলে হই জাত

নাহি পাই ভয় কিছু তায় ;—

যদি করে নীচজন　　　　পুনঃ পুনঃ সংকীর্ত্তন,

নীচতা যে তার ঘুচে যায়।

সে যে অবিদ্যার বশে　　　　সংসারপাথারে প'শে

মোহতমে আছিল মগন,

সে মায়া রহেনা আর　　　　বিশুদ্ধ হৃদয়ে তার—

হরিনাম পরম শোধন। ৩৯

অবিদ্যা ঘুচিলে কি ফল হয়, তাহা প্রহ্লাদ-বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

ভগবান্ নৃসিংহদেবের নিকট দাসত্ব প্রার্থনা করিয়া প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া

লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।

অঞ্জস্তিতর্ম্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো

দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥৪০॥

(৭।৯।১৮)

ওহে নরহরি,　　　　পরম দেবতা,

হে প্রিয় সুহৃদ মোর!

তব দাস্যভাবে　　　　হৃদয় আমার

হইবে যখন ভোর,

যেই সাধুগণ পদযুগে তব
নিয়ত করেন বাস,
তাঁহাদের সাথে পারিব থাকিতে,
পূরিবে মনের আশ।
গুণগণ্ডী হ'তে বাহির হইয়া,
বিমুক্তউদারপ্রাণ,
হে করুণাময়, তোমারেই শুধু
হরষে করিব গান।
গাহেন বিরিঞ্চি যেই লীলা কথা,
গাহি' তাহা বার বার,
সংসারের যত দুঃখদুর্গ ঘোর
হেলায় হইব পার। ৪০

(১৩)

ভগবৎকীর্ত্তন শুধু যে নিরপেক্ষসাধন তাহা নহে, তাহাতে অন্ত কর্ম্মের বৈগুণ্যও বিনষ্ট হয়।

প্রহ্লাদের সহিত বলি ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া সুতলে গমন করিলে পর শুক্রাচার্য্য বামনদেবকে বলিতেছেন—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব ॥৪১॥

(৮।২৩।১৬)

দেশকালপাত্রে, দেব, মন্ত্রে তন্ত্রে আর
ঘটায় যে সব ছিদ্র কার্য্যে অনিবার,
বার বার তব নামগুণের কীর্ত্তন
সকলি করিয়া লয় নিশ্চয় পূরণ।
তবে, প্রভু, সব দিয়া যেবা আপনারে
পূজিল, তাহার ছিদ্র হইতে কি পারে? ৪১

(১৪)

অতএব, যাহারা হরিকীর্ত্তনমাত্রই সার করিয়াছে, তাহারা ধন্য।

কংসবধদিবসে তাহার মল্লরঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া মথুরাপুর-যোষিৎগণ বলিতেছেন—

যা দোহনেঽবহননেমথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥৪২॥
(১০।৪৪।১৫)

অমিতবিক্রম এ পীতবসনে
করিয়াছে যারা চিত্ত সমর্পণ,
কৃষ্ণানুরাগিনী বুদ্ধি যাহাদের,
ধন্য ধন্য সেই ব্রজনারীগণ।
মরি কি অপূর্ব্ব সেই অনুরাগ,

যাহার প্রভাবে অশ্রুকণ্ঠী হ'য়ে,
গায় ব্রজনারী এ কৃষ্ণের গান
সব গৃহকাজে সকল সময়ে!
অবস্থানে, আর দোহনে, মথনে,
উপলেপনেতে সে মধুর গান!
দোলায় দুলিছে ব্রজের রমণী
তখনো চলিছে সে মধুর গান!
শিশুগন যদি কাঁদে তাহাদের,
সেইগানে তারা তাদের ভুলায়!
মার্জ্জনেতে আর সলিলসেচনে,
আর যত কাজে তাই তারা গায়!
সেই অনুরাগ মরি কি গভীর!
সেই গান কিবা মধুর মোহন!
সেই অনুরাগে রঞ্জিতহৃদয়া
ধন্য ধন্য সেই ব্রজনারীগণ! ৪২

(১৫)

আত্মহিতার্থী ব্যক্তি কি ভগবৎকীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণদূত উদ্ধবের প্রতি গোপীগণের উক্তি—

ক উৎসহেত সন্ত্যক্তুমুত্তমঃশ্লোকসংবিদম্।
অনিচ্ছতোঽপি যস্য শ্রীরঙ্গান্ন চ্যবতে কচিৎ ॥৪৩॥
(১০।৪৭।৪৮)

কে ছাড়িতে পারে লোভ কহিতে তাঁহার সাথে
নিরালায় হৃদয়ের কথা ?
কে বাঁচিতে চায় বিনা পরস্পর আলাপন
সে উত্তমঃশ্লোকলীলাগাথা ?
যগুপিও অভিলাষী না হন তাঁহাতে হরি,
আত্মলাভপূর্ণ ভগবান্,
হে সখে, কমলারাণী তথাপি শ্রীঅঙ্গসঙ্গ
ছাড়িয়া কোথাও নাহি যান !
সে মহিমাময় সহ রহিতে, কহিতে কথা,
আশা নাকি ছাড়া কভু যায় ?
আমরা ব্রজের নারি সকলি ছাড়িতে পারি,
পারিনা সে প্রাণের আশায় ! ৪৩

(১৬)

অতএব, বিবেকীগণ শ্রীহরিকীর্ত্তনই করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উদ্ধব তাঁহাকে জরাসন্ধবধ করিতে পরামর্শ দিবার সময় বলিতেছেন—

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জনকাত্মজায়াঃ

পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ঞ্চ ॥৪৪॥

(১০।৭১।৯)

শঙ্খচূড়বধ করি' গোপিদের উদ্ধারের
কথা যথা গাহে গোপীগণ—
কংসবধে কারা হতে মোচনের কথা যথা
বসুদেব করেন কীর্ত্তন—
গজেন্দ্র যেমতি, কৃষ্ণ, কীর্ত্তন করিয়াছিল
নক্রবধে মুক্তি আপনার—
গাহিলা জানকী যথা স্বীয় উদ্ধারের কথা,
আর দশমৌলির সংহার—
তোমার শরণাগত মুনিগণ আর মোরা
গুণ তব গাহি হে যেমন,—
তোমার বিশদকর্ম্ম গাহিছেন গৃহকাজে
তেমতি সে রাজপত্নীগণ,
স্বামীগণ যাহাদের জরাসন্ধ কারাগারে
রয়েছেন প্রপীড়িতপ্রাণ ;—
সে শত্রু বিনাশি' তুমি উদ্ধারিবে স্বামীগণে,
এই কথা তাঁরা সদা গান। ৪৪

(১৭)

অতএব, যাহারা হরিকথা কীর্ত্তন করে না, তাহারা নির্ব্বোধ ও নিন্দার্হ।

হরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে নারদ বলিতেছেন—

জিহ্বাং লব্ধাপি যো বিষ্ণুং কীর্ত্তনীয়ং ন কীর্ত্তয়েৎ।
লব্ধাপি মোক্ষনিঃশ্রেণীং স নারোহতি দুর্ম্মতিঃ ॥৪৫॥

(হরিভক্তিসুধোদয়ে ৮।৫)

যাহারা লভিয়া জিহ্বা করেনা কীর্ত্তন
কীর্ত্তনীয় হরিনাম, সে দুর্ম্মতিগণ
মোক্ষের সোপান লভি', তাহাতে হেলায়
নাহি আরোহিয়া, হায়, সুযোগ হারায়। ৪৫

তাহারা দুর্ম্মতি নহে তো কি?

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গ বাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ॥৪৬॥
যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম্ম
স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য।
লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্যাদ্-
বন্ধ্যাং গিরং তাং বিভৃয়ান্ন ধীরঃ ॥৪৭॥

(১১।১১।১৯—২০)

সতীত্ববিহীন ভার্য্যা, গাভী দুগ্ধহীন,
কুপুত্র, অপাত্রে দান, দেহ পরাধীন,

আমি নাহি যেই বাক্যে সে বাক্যকথন,—
হে উদ্ধব, এ সকল শুধু বিড়ম্বন।
দুঃখের উপরে দুঃখ ভাগ্যে লিখা যার,
এ সকলে যত্ন হয় কেবল তাহার। ৪৬

এ বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ
আমর যে সব কর্ম্ম পরম পাবন—
লীলা-অবতার-জন্ম যে সব আমার
জগতের প্রেমাস্পদ—উৎস মহিমার,—
সেই সব জন্মকর্ম্মকথা নাহি যায়,
হেন বাক্য কভু, প্রিয়, নাহি বাহিরায়
ধীর সুজনের মুখে। যারা মূঢ়মতি,
হেন বাক্যে হয় শুধু তাহাদেরি রতি। ৪৭

(১৮)

বিশেষতঃ কলিকালে কীর্ত্তনই প্রশস্ত।

ভগবান্ ঋষভদেবের পুত্র মুনি করভাজন বিদেহরাজ নিমিকে বলিতেছেন—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥৪৮॥
ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ ॥৪৯॥
(১১।৫ ৩৬—৩৭)

জানিয়া কলির গুণ, সারগ্রাহী আর্য্যগণ
তাহার প্রশংসাকথা কহিতে প্রহৃষ্টমন।
সেই কলিকালে, নৃপ, কীর্ত্তনে কেবল নরে
পুরুষার্থ সমুদয় সুনিশ্চয় লাভ করে। ৪৮
যাহাতে পরমা শান্তি হৃদয়ে সঞ্জাত হয়,
আর এই মোহময় সংসারের হয় লয়,
তাহার সমান লাভ নাহি আর, জান স্থির,
অনিশ্চয়তার ফেরে ভ্রাম্যমান শরীরীর। ৪৯

(১৯)

কীর্ত্তন করিতে অন্য ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি দেওয়াও নিজে কীর্ত্তন করার সমান।

তদর্থে কলির প্রশংসাপ্রসঙ্গে পরীক্ষিতের প্রতি শুক-বাক্য—

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে ॥৫০॥

(১২।৩।৫১)

মানুষের মাঝে, রাজা, তারা ভাগ্যবান,
চরিতার্থ তাহাদেরি হইয়াছে প্রাণ,
যাহারা এ কলিযুগে হরিনাম স্মরে,
আর তাহা অপরের দেয় মনে ক'রে। ৫০

(২০)

আর্য্যগণ যে কলির প্রশংসা করেন তাহার যথার্থতা পরীক্ষিতের প্রতি শুক-বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৫১॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৫২॥

(১২।৩৫।১—৫২)

দোষাকর বটে কলি, কিন্তু আছে তার
একটী মহৎ গুণ, নাহি কারো আর।
কৃষ্ণনাম যদি শুধু করে সংকীর্ত্তন,
জীবের বন্ধন যায়, পায় শ্রেষ্ঠ ধন। ৫১
সত্যযুগে ধ্যানে, আর যজ্ঞেতে ত্রেতায়,
দ্বাপরেতে পরিচর্য্যা করিয়া, যা' পায়,
কলিতে করিয়া শুধু শ্রীহরিকীর্ত্তন,
লভিতে সে সমুদয় পারে জীবগণ। ৫২

(২১)

তিনি অনন্ত, তাঁহার গুণপরাক্রমও অনন্ত। তাঁহার কি কি গুণাদি কীর্ত্তনীয়, তাহা কি নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায়?

কমলযোনি ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিতেছেন—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবাণ্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাঽস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরু কম্পয়ানম্ ॥৫৩॥
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥৫৪॥
(২।৭।৪০—১)

হইলে চরণবেগে ঘোরতর কম্পমান
গুণত্রয়সাম্যরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠান,
ধারণ করিলা যিনি সত্য আদি লোক যত,
তাঁর গুণপরাক্রম কে পারে বলিতে কত?
পৃথিবীর পরমাণু যেজন গণিতে পারে,
তাঁহার বীর্য্যের সেও ইয়ত্তা করিতে নারে। ৫৩
অপরের কথা, বৎস, কি বলিব বল আর—
আমিই জানিনা অন্ত সে বিভুর মহিমার!
তোমার অগ্রজ এই সনকাদি মুনিগণ,
ইঁহারাও অসমর্থ করিতে তা' নির্দ্দেশন।
আপনি অনন্তদেব অবিরত একপ্রাণ
ক'রেছেন গুণ তাঁর সহস্র বদনে গান,

তবু সেই পুরুষের—মহামায়া শক্তি যাঁর—
প'ড়ে আছে গুণসিন্ধু, এখনো কোথায় পার ! ৫৪

(২২)

অতএব ভগবদ্‌গুণের অন্ত জিজ্ঞাসা করাও উচিত নয় ; তাহা জিজ্ঞাসা করা বাতুলতা মাত্র।

ঋষভদেব পুত্র দ্রবিড় বিদেহরাজ নিমি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতেছেন—

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
ননুক্রমিষ্যেৎ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিল সত্বধাম্নঃ ॥৫৫॥
(১১।৪।২)

ক'রেছেন, করিছেন, করিবেন যত আর
অনন্ত সে ভগবান্, কার সাধ্য বর্ণিবার ?
যেজন তাঁহার গুণ গণনা করিতে যায়,
বালকের বুদ্ধি তার আকাশের চাঁদ চায় !
পৃথিবীতে, মহারাজ, ধূলিকণা আছে যত,
হইলেও হ'তে পারে কালে তাহা নিরূপিত,
কিন্তু যাঁর পদাশ্রয়ে অনন্ত শকতি রয়,
তাঁর গুণকর্ম্মসংখ্যা কদাপি সম্ভব নয়।
অতএব, বুদ্ধিসাধ্য যেই মত আপনার,
তেমনি গাহিব গান অপার সে মহিমার। ৫৫

(২৩)

কথা অন্যবিষয় সম্বন্ধে হইলেও যদি তাঁহার কথার সহিত মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলেই তাহা ধন্য, নতুবা তাহা অতিশয় হীন।

ব্রজপথে অক্রূর ভাবিতেছেন—

যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগদ্
যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ ॥ ৫৬ ॥

(১০।৩৮।১২)

সর্ব্বপাপবিনাশন　　　　　সুমঙ্গলপ্রস্রবণ
গুণকর্ম্মজন্মকথা তাঁর
যেই বাক্যসনে রয়　　　　　বিমিশ্রিত, সুনিশ্চয়,
বুঝিয়াছি, ধন্য তাহা সার।
তাহে যে অমৃত ক্ষরে,　　　　　বিশ্ব তাহে প্রাণ ধরে,
সেই বাক্য জগতশোভন,
পরমপ্রভাবময়　　　　　সেই বাক্য মধুময়
জগতের সতত পাবন।
যে বাক্যে নাহি সে কথা　　　　　ছন্দবদ্ধ তার বৃথা,
শ্রীহীনতা ঢাকা নাহি যায়—
শবদেহে অলঙ্কার　　　　　যদি রহে শত ভার,
সুন্দর কি তাহারে দেখায় ? ৫৬

(২৪)

অতএব, কীর্ত্তনের দ্বারাই পরমাভক্তি লাভ করা যায়।

শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—

ইত্থং হরের্ভগবতো রুচিরাবতার-
বীর্য্যানি বালচরিতানি চ সন্তমানি।
অন্যত্র চেহ চ শ্রুতানি গৃণন্ মনুষ্যো
ভক্তিং পরাং পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫৭ ॥

(১১।৩১।২৮)

ধরি' মনোহর নানা অবতার ভগবান্,
করিলেন কত কার্য্য সমুদায় সুমহান,
কত তাঁর পরাক্রম, কত যে করুণা তাঁর,
বাল্যচরিত বা কত প্রেমসুধাপারাবার,
এই ভাগবত, আর পুরাণ সমূহ কয়,
মহারাজ, সেই সব চরিত্র মঙ্গলময়।
যে মানব বার বার সে সব করিবে গান,
শ্রীকৃষ্ণে পরমা ভক্তি লভিবে তাহার প্রাণ;
পরমহংসগণ যাঁরে বুঝেছেন সর্ব্বসার,
ভাবিতে পারিবে তাঁরে সেই জন আপনার। ৫৭

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

ষষ্ঠ বিরচন।

স্মরণ।

(১)

ভগবৎস্মরণশীল ব্যক্তিই কৃতার্থ।

শ্রীকৃষ্ণস্মরণে গোপীগণের প্রেমবিহ্বল ভাব সন্দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সংবাদবাহী উদ্ধব বলিতেছেন—

অহো যূয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥ ১॥

(১০।৪৭।২৩)

আহা মরি, তোমাদের
কিছু নাহি বাকি আর!
অন্ত হইয়াছে দেখি
তোমাদেরি বাসনার।

উদ্ধব।

তোমরা হ'য়েছ ধন্য,
কৃতার্থ বলিয়া গণ্য,
উপযুক্ত তোমাদের
লোক মাঝে সমাদর।
কেন বল না হইবে ?—
ভগবান্ বাসুদেবে
অর্পিত এরূপে মন
তোমাদের নিরন্তর। ১

উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যে তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

এতাবান্ যোগ আদিষ্টো মচ্ছিষ্যৈঃ সনকাদিভিঃ।
সর্ব্বতো মন আকৃষ্য ময্যদ্ধাবেশ্যতে যথা॥ ২॥

(১১।১৩।১৪)

যত দিকে মন ছুটে ছুটে যায়,
সে সকল দিক হ'তে
ফিরাইয়া আনি' তাহার স্থাপন
আমাতে সুদৃঢ় মতে—
প্রতিভার ছবি মম শিষ্যগণ
সনকাদি পুরাকালে
এই যোগ মাত্র আদেশিলা, যাহে
ভবরোগ যায় চ'লে। ২

পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্যেও তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।

ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ৩ ॥

(৬।১।১৯)

কৃষ্ণগুণ-অনুরাগে বারেক যাহার মন
তাঁহার পদারবিন্দে করিয়াছে নিবেশন,
যমরাজে, আর তাঁর পাশহস্ত দূতগণে
স্বপ্নেও কদাপি তারা নাহিক হেরে নয়নে।
বিধ্বস্ত হইয়া গেছে তাহাদের পাপচয়,
নিষ্কৃতির পথ তারা পেয়েছে আলোকময়। ৩

ভগবৎস্মরণের অন্যান্য ফল নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তিতে প্রদর্শিত হইতেছে—

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ৪ ॥

(২।৬।৩৪)

ভকতি-উদ্বেল হৃদয়ে সতত
শ্রীহরির করি ধারণা,
তাই, প্রিয় বৎস, বচন আমার
মিথ্যা কভু দেখা যায় না।
তাই হে সতত মনোবৃত্তি মম
সত্যেতেই হয় স্ফুরিত।

ইন্দ্রিয়-নিকর তাই কভু মম
কুপথে হয় না পতিত। ৪

(২)

অতএব, সেই স্মরণ অপেক্ষা অধিকতর লভনীয় আর কিছুই নাই। তদর্থে পরীক্ষিতের প্রতি শুক-বাক্য—

এতাবান্ সাঙ্খ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৫ ॥

(২।১।৬)

নিজধর্ম্মপরিনিষ্ঠ হইয়া মানবগণ,
আত্মানাত্মবিবেকেতে আলোকিত করি' মন,
অষ্টাঙ্গ যোগেতে যদি নারায়ণে সদা স্মরে,
তাহার সমান লাভ আর নাহি চরাচরে।
জীবনে ও জীবনের অন্তকালে, হে রাজন্,
সেই স্মৃতি তাহাদেরে রক্ষা করে অনুক্ষণ। ৫

শুকদেব আরও বলিতেছেন—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্ ॥ ৬॥
ম্রিয়মাণৈরভিধ্যেয়ো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
আত্মভাবং নয়ত্যঙ্গ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥

(১২।৩।৪৯—৫০)

তাই বলি, মহারাজ, অবহিত হ'য়ে আজ
এই তব অন্তিম সময়ে,
কেশবের ভাবনায় সঁপ মন বাক্য কায়,
প্রেমে তাঁরে স্থাপিয়া হৃদয়ে।
সাহসে উৎফুল্ল প্রাণ হইবে নাহিক আন,
মরণের রহিবে না ভীতি ;
কেশব হবেন প্রীত, অমঙ্গল হবে হত,
পাবে তুমি অত্যুত্তম গতি। ৬
যদি ম্রিয়মাণ জন তাঁহারে করে স্মরণ,
তবে তারে দেব ভগবান্—
ঈশ্বর করুণাময়, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বসংশ্রয়—
আত্মভাব করেন প্রদান। ৭

(৩)

জ্ঞান বিনা স্মরণ মাত্রেই কি প্রকারে ভগদ্ভাবপ্রাপ্তি হইতে পারে ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে যে, জ্ঞান ভগবচ্চরণস্মরণের অধীন।

নৈমিষারণ্যে ঋষিসভায় সূত বলিতেছেন—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রানি চ শং তনোতি।

সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ ৮ ॥

(১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণপদাব্জ যদি মনে থাকে নিরবধি
শুভ হয় অশুভবিনাশে।
সত্ত্ব পরিশুদ্ধ হয়, প্রেমভক্তি উপজয়
পরমাত্মা কৃষ্ণে অনায়াসে।
আত্ম- অনুভব-যুত বৈরাগ্যে সমলঙ্কৃত
জ্ঞানালোক তাহে উঠে ভেসে। ৮

(৪)

সত্ত্ব পরিশুদ্ধিই জ্ঞানের মূল। তাহা শ্রীহরির স্মরণে যেমন হয়, আর কিছুতেই তেমন হয় না।

তদর্থে পরীক্ষিতের প্রতি শুকবাক্য—

বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে ॥ ৯ ॥

(১২।৩।৪৮)

দেব উপাসনা, আর তপস্থার আচরণ,
সর্ব্বভূতে অনুকম্পা, প্রাণবায়ু সংযমন,
তীর্থস্নান ব্রত জপ দানাদির অনুষ্ঠান,
এ সকলে চিত্তশুদ্ধি হয় বটে সমাধান।
কিন্তু, হে রাজন্, শুন যেমন বুঝেছি সার—
কখনো সেরূপ শুদ্ধি ফল নহে সে সবার,
অনন্ত সে ভগবান্ হৃদয়স্থ হ'লে পরে
যেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি অন্তরাত্মা লাভ করে। ৯

ভগবৎস্মরণের পাবনতা, বিশেষতঃ কলিকালে, শুকবাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১০ ॥
(১২।৩।৪৫)

বহু দোষ জন্মে, রাজা, কলির কারণে
অনুক্ষণ মানবের দ্রব্যদেশমনে।
সে সব দোষের হয় বিলয় সাধন
স্ফুরিলে চিত্তেতে হরি পুরুষ-উত্তম। ১০

শুকদেব দৃষ্টান্তের দ্বারা ভগবৎস্মরণের পাবনত্ব দৃঢ়ীকৃত করিতেছেন—

যথা হেম্নি স্থিতো বহ্নির্দুর্ব্বর্ণং হন্তি ধাতুজম্।
এবমাত্মগতো বিষ্ণুর্যোগিনামশুভক্ষয়ম্ ॥ ১১ ॥
(১২।৩।৪৭)

অন্যধাতুসঙ্গজন্য সুবর্ণের মলিনতা
বিদূরিত হয় শুধু অনল প্রভাবে যথা,
যোগীদের বিষয়জ অশুভ আশয় যত,
হৃদয়াধিষ্ঠিত বিষ্ণু সকলি করেন হত। ১১

(৫)

যেরূপেই হউক ভগবানকে স্মরণ করিলে পুরুষার্থ লব্ধ হয়। কারণ তাঁহাকে যাহারা শত্রুভাবে স্মরণ করে, তাহারাও ভাগবত বলিয়া গণ্য হয়।

উদ্ধব বিদুরকে বলিতেছেন—

মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষপুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্ ॥ ১২ ॥

(৩।২।২৪)

আমি সে অসুরগণে ভাগবত গণি মনে,
যাহাদের চিত্ত ক্রোধাবেশে
ভগবান্ কৃষ্ণ প্রতি নিবিষ্ট হইল অতি,
কৃষ্ণ ছাড়া সব ভুলি' রোষে।
কেন তারা তা' না হ'লে ভীষণ সংগ্রামস্থলে
চক্রধর গরুড়বাহনে

তাহাদের অভিমুখে নিরখিবে মনসুখে
আহ্বানিয়া প্রাণপণরণে ? ১২

(৬)

ফলতঃ, সাধুগণ যে ভগবচ্চরণ-স্মরণ করেন তাহা সঙ্গত।
রাজা পৃথু গাহিতেছেন—

ভজন্ত্যথ ত্বামতএব সাধবো
ব্যুদস্তমায়াগুণবিভ্রমোদয়ম্।
ভবৎপদানুস্মরণাদৃতে সতাং
নিমিত্তমন্যদ্ভগবন্ন বিদ্মহে॥ ১৩॥
(৪।২০।২৯)

হে দীনবৎসল, তাই সাধুগণ
তোমারে স্মরণ করে।
মায়াগুণজাত বিভ্রমবিলাস,
তোমারে সতত ডরে।
তুমি আত্মরত— কর প্রতিহত
মায়ার তরঙ্গমালা ;
চিরপূর্ণ তুমি, প্রশান্ত সুন্দর—
মায়াতে তোমারি খেলা।
তোমার চরণ স্মরণ ব্যতীত
নাহি জানি, প্রভু, আর

সজ্জন গণের কি পারে থাকিতে
অভিপ্রায় ভজিবার। ১৩

(৭)

ভগবৎস্মরণশীল ব্যক্তিকে স্বকর্ম্মজনিত অনর্থের দ্বারাও উপতপ্ত হইতে হয় না।

সনকাদি মুনিগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শ্রীহরির দ্বারপাল জয় ও বিজয় বলিতেছে—

ভূয়াদঘোনি ভগবদ্ভিরকারি দণ্ডো
যো নৌ হরেত সুরহেলনমপ্যশেষম্।
মা বোঽনুতাপকলয়া ভগবৎস্মৃতিঘ্নো
মোহো ভবেদিহ তু নৌ ব্রজতোরধোঽধঃ ॥ ১৪ ॥

(৩।১৫।৩৬)

যে দণ্ডে দণ্ডিত হ'য়েছি আমরা
হয় নাই তাহা অনুচিত।
যেই পাপে পাপী এ অধমগণ
দণ্ড তার হ'য়েছে বিহিত।
দণ্ডের লাগিয়া নাহি ভাবি তিল
ঈশ্বরাজ্ঞা করিনি পালন,
দণ্ডভোগে হবে নিশ্চয় মোদের
সে অশেষপাপনিরসন।

নিম্ন হ'তে নিম্নে পতিত হইব,
তাহাতে না পাই কিছু ভয়।
কৃপা ভিক্ষা কিন্তু করিছে কাতরে
করযোড়ে এ জয় বিজয়
শ্রীহরিচরণ হয় বিস্মরণ
জীবগণ যেই মোহবশে,
আশীর্ব্বাদ কর— সে মোহ যেন না
তাহাদের অন্তরেতে পশে। ১৪

শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক জরাসন্ধকবল হইতে মুক্ত রাজগণের প্রার্থনায় সে কথাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

ত্বং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ ॥ ১৫ ॥
(১০।৭৩।১৫)

সংসার পাথারে পড়ি'
যদ্যপি আমরা, প্রভু, হাবু ডুবু খাই,
আদেশ উপায় তুমি—
তব চরণাব্জ যাহে ভুলিয়া না যাই।
সে স্মৃতি থাকিলে পরে,
সংসার পাথার, দেব, মোরা কি ডরাই? ১৫

ভগবচ্চরণস্মৃতি লুপ্ত না হইলে সংসারদুঃখ স্পর্শই করিতে পারে না।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু।

ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ১৬ ॥

(১০।৯০।৪৬)

শুইতে বসিতে, ভ্রমণ করিতে
আলাপনে, খেলার সময়,
আর স্নানাহারে, বিলাসবিহারে,
সর্ব্বকালে চিত্ত কৃষ্ণময়,
যাপিত জীবন সে যাদবগণ
নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া ;—
হেন বিস্মরণ হ'লে সংঘটন,
স্পর্শে কি হে ভবদুঃখে হিয়া ? ১৬

(৮)

সংসারদুঃখ কেন স্পর্শ করিতে পারে না তাহা উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১৭ ॥

(১১।১৪।১৩)

অকিঞ্চন শান্ত দান্ত সমচিত্ত যেই জন,
আমার স্মরণে শুধু সন্তুষ্ট যাহার মন,
তাহার যে সর্ব্বদিক হ'য়ে যায় সুখময়
দুঃখের কি সাধ্য তার হৃদয়েরে পরশয় ? ১৭

(৯)

ভগবৎপদাব্জ স্মরণে হৃদয়ের পরিপূর্ণতা হয়, আর কোনও আকাঙ্খা থাকে না।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ ॥ ১৮ ॥
(১১।১৪।১৪)

আমাতেই করিয়াছে আত্মসমর্পণ যারা,
উদ্ধব, আমারে স্মরি' চরিতার্থ হয় তারা।
আমারে ছাড়িয়া তারা ব্রহ্মপদ নাহি চায়,
ইন্দ্রত্বে তাহারা কিছু চাহিবার নাহি পায়।
সার্ব্বভৌমে আকর্ষণ নাহি করে অনুভব,
পাতালাধিপত্যে তারা না দেখে কিছু বিভব।
যোগসিদ্ধি দেখায় না তাহাদেরে প্রলোভন,
মোক্ষপ্রয়োজন-শূন্য—আমাতে কেবল মন। ১৮

স্মরণসুখ হইতে বিষয়সুখের নিকৃষ্টতার কথা আর বলিবার প্রয়োজন কি ?

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ স্যাৎ কুতস্তদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥ ১৯ ॥
(১১।১৪।১২)

আপনারে সঁপিয়াছে মম প্রেমে যেইজন,
অন্য অভিলাষ যার নাহি হয় কদাচন,
পরম আনন্দরূপে স্ফুরি আমি হৃদে তার,
সদানন্দে ডগমগ হয় সেই অনিবার।
হে সভ্য, বিষয়কূপে নিমগ্ন যাহার মন,
সে সুখ কোথায় পাবে হতভাগ্য সেইজন? ১৯

(১০)

শ্রীহরিস্মরণমহিমায় সকলই সম্ভব।

শ্রীভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারকায় সমাগত দেবর্ষি নারদ বসুদেবকে বলিতেছেন—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালশাল্ব-
পৌণ্ড্রাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ।
ধ্যায়ন্ত আকৃতধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ
তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্॥ ২০॥
(১১।৫।৪৮)

শিশুপাল শাল্ব আর পৌণ্ড্রকাদি নরপতি,
শয়নে স্বপনে জাগরণে,
বৈরভাব হৃদে ধরি' ভাবিতে ভাবিতে তাঁর
গমনবিলাসবিলোকনে,
হইয়া তন্ময় যদি তুল্যত্ব লভিল তাঁর,
তাহা হলে, যাদের হৃদয়

তাঁর প্রতি অনুরক্ত, সৌভাগ্যের কথা আর
তাহাদের কহিতে কি হয়? ২০

সে মহিমায় অসম্ভব কিছুই থাকিতে পারে না।

প্রলয়কালীনযোগনিদ্রাভিভূত ভগবানকে প্রবোধিত করিবার সময় শ্রুতিগণ গাহিতেছেন—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥ ২১॥
(১০।৮৭।২২)

অনেক যতনে দমন করিয়া
ইন্দ্রিয় ও প্রাণমন,
দৃঢ়যোগযুত হৃদয়ে যাঁহারে
উপাসেন মুনিগণ,
তাঁর শত্রুভাবে হৃদয় ভরিয়া
ভাবিতে ভাবিতে তাঁরে
কত লোক তাঁরে লভিয়া, হেলায়
চ'লে গেল ভবপারে।
অখণ্ড ভাবেতে আমরা যাঁহারে
করি সদা দরশন,
আমরা সতত চরণাব্জ যাঁর
শিরেতে করি ধারণ,

যে করুণা তাঁর আমাদের প্রতি,
সেই করুণাই লভে
সে রমণীগণ যাহারা তাঁহারে
হেরে শুধু খণ্ডভাবে—
যাঁহারা তাঁহার দীর্ঘ ভুজদণ্ড
অহীন্দ্রদেহসমান
গলায় পরিতে চাহে, তাহা ছাড়া
চাহেনা কিছুই আন। ২১

বৈরকৃত পাপ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে ভগবদ্বৈরীগণের ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তি হয়, তাহা স্মরণের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদবাক্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

এনঃ পূর্ব্বকৃতং যত্তদ্রাজানঃ কৃষ্ণবৈরিণঃ।
জহুস্তেঽন্তে তদাত্মানঃ কীটঃ পেশস্কৃতো যথা॥ ২২॥

(৭।১০।৩৯)

পেশস্কৃত ভ্রমরের চিন্তা করি' অবিরত,
পূর্ব্বরূপ ত্যজি কীট হয় যথা তার মত;
কৃষ্ণবৈরী রাজগণ সতত একাগ্রচিতে
কৃষ্ণানুস্মরণে তথা পূর্ব্বকৃত পাপ হ'তে
বিমুক্ত হইয়া অন্তে লভিল স্বারূপ্য তাঁর!—
এমন না হ'লে বল কি মহত্ব মহিমার? ২২

কারণ, যে যাহা স্মরণ করে সে সেইরূপই হয়।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

(১১।১৪।২৭)

বিষয়ের ধ্যান সদা যেইজন করে,
নিশ্চয় বিষয়াকার তার চিত্ত ধরে।
বিষয় যেখানে সেথা ঘুচেনা বিকার,
বিকার-বিতপ্ত হয় জীবন তাহার।
মোরে যেবা, হে উদ্ধব, স্মরে অনুক্ষণ,
আমাতে বিলীন হ'য়ে রয় তার মন।
স্ফুরে মম প্রতিরূপ চিত্তবিম্বে তার,
তাহাতে আনন্দ তার হয় হে অপার। ২৩

(১১)

অতএব, যাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবৎস্মরণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

দ্বারকায় শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে বলিতেছেন—

দৃষ্টং তবাঙ্ঘ্রিযুগলং জনতাপবর্গং
ব্রহ্মাদিভির্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
ধ্যায়ংশ্চরাম্যনুগৃহাণ যথা স্মৃতিঃ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥
(১০।৬৯।১৮)

প্রিয় ভক্তজনগণে অপবর্গ বলি' গণে
যে দুখানি সুন্দর চরণ,
পারেন অগাধবুদ্ধি ব্রহ্মাদি করিতে হৃদি
যাহাদের শুধু বিচিন্তন,
অবলম্বি' যাহাদেরে পারে জীব উঠিবারে
ভীষণ সংসারকূপ হ'তে,
দুর্লভ সে অতিশয় তোমার চরণদ্বয়
পাইলাম আজি নেহারিতে।
আপনারে ধন্য মানি তাহাতে, হে চক্রপাণি।
কিন্তু সাধ মনে বড় হয়—
নিশিদিন শ্রীচরণে ধ্যান করি' ফুল্লমনে
বিচরিব এ ভুবনময়।
অনুগ্রহ কর, নিতি তোমার চরণস্মৃতি
যেন মম হৃদয়েতে রয়। ২৪

(১২)

বিষয়পরিত্যাগে অসমর্থ ব্যক্তিগণেরও ভগবৎস্মরণ কর্ত্তব্য।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবাসকালে সমস্তকপঞ্চকে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে

সমাগত গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শন ও তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার স্বরূপ-প্রকাশ বর্ণনা করিয়া শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥২৫॥

(১০।৮২।৪৮)

কহিলেন শেষে গোপিনীগণ,
গদগদ ভাষে, যুক্ত করি' কর—
হে কমলনাভ ! হে কৃষ্ণ সুন্দর !
বেঁধেছে মোদেরে গৃহের নিগড়,
কাজ আমাদের গৃহসেবন।—
তাই হে মিনতি চরণে তোমার—
বুদ্ধি যাঁহাদের অগাধ উদার
সেই যোগেশ্বরগণ সদা যার
সযতনে চিন্তা করেন হৃদে,
সংসারকূপেতে পড়ি' জনগণ
যাহা ধরি' হয় উঠিতে সক্ষম,
যেন সে পদাব্জ তব, ভগবন্,
আমাদেরো মনে সতত উদে। ২৫

(১৩)

ভগবচ্চরণস্মরণই যথার্থ সাধনা।

শ্রীভগবান বলিতেছেন—

তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥২৬॥

(১০।১৪।২৮)

ক্রম যত আছে, প্রিয়, সাধনার আর,
অলীকের পাছে পাছে ঘুরে মরা সার।
স্বপ্নমনোরথে কিবা হয় ফলোদয় ?—
তাহাদেরে সেইমত জানিবে নিশ্চয়।
তাই বলি, হে উদ্ধব, ছাড়ি' সে সকল,
আমারি আশ্রিত সদা হও হে কেবল।
মন মম ভাবনায় করিয়া শোধিত,
আমাতেই কর তারে চির-সমাহিত।
অনর্থের রাশি তাহে যাইবে গলিয়া—
পরম আনন্দে হিয়া রহিবে মজিয়া। ২৬

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

সপ্তম বিরচন

পাদসেবন

(১)

ভগবৎপাদসেবন সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ।

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ-বাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে—

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা
ভজন্মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্‌যথা বয়ম্ ॥ ১ ॥

(৭।৭।৫০)

দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ অসুর অথবা নর
ভজে যদি মুকুন্দচরণ,
কল্যাণভাজন তারা নিশ্চয় সতত হয়
আমাদের মত, ভ্রাতৃগণ। ১

প্রহ্লাদ।

(২)

তাহা ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ত্রই কল্যাণপ্রদ।

তদভাবে, ইহলোকে যে কল্যাণভাজন হওয়া যায় না, তাহা শ্রীভগবানের প্রতি কমলার উক্তিতে প্রদর্শিত হইতেছে—

মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশ সুরাদয়ঃ প্রভো
তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং
বিন্দন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥ ২ ॥

(৫।১৮।২২)

করে সুখ-অভিলাষে সুরাদি সকলে যত
মোরে পাইবার লাগি কঠোর তপস্যা কত।
হে অজ! হে ঈশ! কিন্তু আমারে না পায় তারা,
তব পাদপরায়ণ হইতে পারে না যারা!
তোমাময় এ হৃদয় তব পাছে পাছে ধায়,
তোমা ছাড়ি' হে অজিত, কেমনে পাবে আমায়? ২

পরকালেও ভগবৎপাদসেবার স্বস্তিপ্রদত্ব শ্রীভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির উক্তিতে প্রদর্শিত হইতেছে—

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৩ ॥

(১০।২।৩০)

সকল সত্ত্বের তুমি   সতত আশ্রয়স্থান,
অদ্বিতীয় পুরুষপ্রবর !
সমাধিনিথর প্রাণে   যদিবা বিবেকী কেহ
আবেশয়ে চিত্ত তব পর,
সুদুস্তর ভববারি   গোবৎসপদের মত
অনায়াসে তরিয়া সে যায়।
কি ভয় কি ভয় তার,   কমললোচন হরি,
শ্রীচরণতরণী যে পায় ?
মহাজনগণকৃত   তরী সর্ব্বগুণযুত
পার করে অচিরে তাহায় ! ৩

(৩)

যে তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি পরিলব্ধ হয়, তাহাও ভগবৎপাদসেবা হইতেই উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৪॥

(১০।১৪।২৯)

তোমারে সেবিয়া তব অনুগ্রহে যেইজন
পদাম্বুজদ্বয় হ'তে লভেছে পরম ধন—
প্রসাদ কণিকামাত্র,—সার্থক জীবন তার !—
সেই শুধু জানিয়াছে তত্ত্ব তব মহিমার।
অপর যদিবা কেহ, তব পাদসেবা বিনা,
নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে করে চিরকাল বিচারণা,
তথাপি তত্ত্বের, দেব, সে নাহি পায় সন্ধান—
তত্ত্ব হ'তে বহু দূরে বুদ্ধি তার ঘূর্ণমান। ৪

(৪)

তাঁহার চরণারবিন্দপ্রসাদের প্রভাব অতুলনীয়।

যিনি প্রলয়াবসানে বৈবস্বত মনু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, সেই রাজা সত্যব্রতের বাক্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল প্রলয়সমুদ্রবক্ষে সর্পরজ্জুর দ্বারা মহামীনের শৃঙ্গে আবদ্ধ নৌকায় সপ্তর্ষি প্রভৃতির সহিত অবস্থিত সত্যব্রত সেই মীনরূপী ভগবানের স্তবকালে বলিতেছেন—

ন যৎ প্রসাদাযুতভাগলেশ-
মন্যে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্।
কর্ত্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস-
স্তমীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে ॥৫॥

(৮।২৪।৪৯)

অযুত ভাগেতে প্রসাদ তোমার
বিভক্ত করিয়া, হরি,
প্রত্যেক ভাগের মাত্র এক কণা
হয় যত হিতকারী,
দেবতা যতেক গুরুজন যত
সকলে মিলিত হ'য়ে,
তুমি না ইচ্ছিলে, সেরূপ মঙ্গল
সাধিতে সক্ষম নহে।
লইলাম তাই শরণ তোমার,
হে ঈশ্বর মায়ামীন !
করুণার তব নাহিক অবধি
মহিমার নাহি সীম। ৫

(৫)

তত্ত্বজ্ঞানের ফল সমস্তভয়নিবৃত্তি। তাহাও তাঁহার পাদসেবাসাধ্য। তদর্থে শ্রীকৃষ্ণজন্মের পরে সূতিকাগৃহে দেবকীর স্তবকালীন বাক্য—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥৬॥

(১০।৩।২৭)

মৃত্যু-অজগর-ভীত মর্ত্ত্যবাসী জীব যত
লোকে লোকে ঘুরেছে পলা'য়ে ;
সে ভয়বিমুক্ত হ'তে পারে নাই কোনমতে—
কাল গেছে পাছে পাছে ধেয়ে।
কি জানি কি ভাগ্যোদয়ে তব পদাম্বুজ পেয়ে
আজ তারা হইল নির্ভয়।
সুখে ঘুমাইছে তারা, মৃত্যু আজ দর্পহারা
পলাইছে সত্বর সভয়। ৬

প্রহ্লাদও দৈত্যবালকগণকে বলিতেছেন—

তস্মাদ্রজোরাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাদৈন্যভয়াধিমূলম্।
হিত্বা গৃহং সংস্মৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাকুতোভয়ম্ ॥৭॥

(৫।১৮।১৪)

ওহে ভ্রাতৃগণ, করহ ভজন
নৃসিংহচরণ সতত।
চরণসরোজে অভয় বিরাজে,
হও তাহে, ভাই, প্রণত।
গৃহতৃষ্ণা ছার কর পরিহার,
শান্তি নাহি মিলে তাহাতে।
জীব সে পিয়াসে যায় আর আসে
ভবচক্রবালে ঘুরিতে।

দেখ বিচারিয়া,　　　গৃহের লাগিয়া
মন কত হয় তাপিত।
গৃহ হ'তে হয়　　　কত দৈন্য ভয়,
কতই বাসনা উদিত;
কত অভিমান　　　মোহয়ে পরাণ,
কত ক্রোধ দহে হৃদয়ে;
বিষাদ বা কত　　　করে অভিভূত
কোনমতে নাহি ঘুচয়ে;
প্রবৃত্তির পরে　　　প্রবৃত্তিবিঘোরে
সংজ্ঞাহীন জীব পড়িয়া,
আসক্তিবন্ধনে　　　বদ্ধপ্রাণমনে
জন্মিবারে যায় মরিয়া!
হায়, ভ্রাতৃগণ,　　　দুর্দ্দশা এমন
নিরখিয়া করি মিনতি—
অসার ত্যজিয়া,　　　নিয়োজিতে হিয়া
সুসারে করহ যুকতি। ৭

(৬)

তবে কেন সকলেই তাঁহার পাদপদ্মসেবী হয় না? তাঁহার মায়ায় মোহিত বলিয়া।

উদ্ধব বলিতেছেন—

অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।

স্বথং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্ম্মভি-

স্তন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ ॥৮॥

(১১।২৯।৩)

সারগ্রাহী হংসগণ পূর্ণানন্দপ্রস্রবণ

পদাম্বুজে তব সদা হয়েন আশ্রিত।

কমললোচন! তাঁরা তব প্রেমে আত্মহারা,

পরম সুখেতে হন পাদসেবারত।

ওহে বিশ্বেশ্বর হরি, তব মায়া মোহকরী

বিমোহিত নাহি করে তাঁদের হৃদয়।

যোগকর্ম্ম-অভিমান স্পর্শেনা তাঁদের প্রাণ,

অভাগার মন, কৃষ্ণ, যাহে স্ফীত হয়।

হে কৃষ্ণ মুরলীধর! তাই তাঁরা নিরন্তর

করেন চরণে তব চেতনার লয়। ৮

(৭)

অনেক শ্রেয়োমার্গের মধ্যে ভগবৎপাদসেবাই কেন সার, তাহা রাজা পৃথুর প্রতি সনৎকুমারের বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশাং

ষড়্‌বর্গনক্রমসুখেন তিতীরষন্তি।

তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণম্ ॥৯॥

(৪।২২।৪০)

এ ভবসাগরে　　　নক্ররূপে ঘুরে
কাম আদি রিপু ছয় ;—
তাদের, রাজন্,　　　মূরতি ভীষণ,
কার্য্য আরো ভীতিময়।
না ভজি' ঈশ্বরে　　　সে ভবসাগরে
যাহারা তরিতে চায়,
কি কব বিশেষ　　　তাহারা যে ক্লেশ
যোগাদিপথেতে পায় !
দুষ্ট নক্রগণ　　　করে যে পীড়ন
তাহা বা কি কব আর !—
তাহাদের সাথে　　　যুঝিতে যুঝিতে
যায় হে জীবনসার।
তাই, হে রাজন্,　　　শ্রীহরিচরণ
ভেলা তুমি ক'রে লও ;
তাহে ভর করি'　　　সুদুস্তর বারি
অনায়াসে তরে যাও। ৯

(৮)

অতএব, ভগবৎপাদসেবা কদাপি পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

প্রচেতাগণের সাক্ষাতে রুদ্রদেব গাহিতেছেন—

কস্ত্বৎপদাব্জং বিজহাতি পণ্ডিতো
যস্তেঽবমানব্যয়মানকেতনঃ।
বিশঙ্কয়াস্মদ্‌গুরুরর্চ্চতি স্ম যদ্
বিনোপপত্তিং মনবশ্চতুর্দ্দশ ॥১০॥

(৪।২৪।৬৭)

বিশঙ্কিত হৃদে যাহা
আমাদের গুরু ব্রহ্মা করিলা অর্চ্চন,
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ
চতুর্দ্দশ মনু যার করেন সেবন,
পরমমহিমান্বিত
তোমার, হে প্রভু, সেই কমলচরণ
পণ্ডিত হইয়া কেবা
পরিত্যজি' হ'য়ে রবে অসারে মগন ?
সে নহে পণ্ডিত কভু
চরণের যেবা তব করেনা আদর ;
দুর্লভ মনুষ্যদেহ
বৃথাই ব্যয়িত তার হয় হে শ্রীধর ! ১০

(৯)

পাদসেবার তো কথাই নাই, তাহার অভিরুচিমাত্রও মহাফলপ্রদ।

স্বীয় যজ্ঞসভায় রাজা পৃথু বলিতেছেন—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥১১॥
বিনির্ধুতাশেষমনোমলঃ পুমান্
অসঙ্গবিজ্ঞানবিশেষবীর্য্যবান্।
যদঙ্ঘ্রিমূলে কৃতকেতনঃ পুন-
র্ন সংসৃতিং ক্লেশবহাং প্রপদ্যতে ॥১২।

(৪।২১।৩১—৩২)

সংসারতাপিত জীব পারে যদি একবার
করিবারে অভিরুচি সে চরণ সেবিবার,
অশেষজনমার্জ্জিত বুদ্ধির মালিন্য তবে,
ওহে সভ্যগণ, তার অচিরে বিনষ্ট হবে।
সেই শুভ ইচ্ছা হবে প্রতিদিন সংবর্দ্ধিতা,
পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিদ্বরা গঙ্গা যথা। ১১
মনের অশেষ মলা বিধৌত হইলে পরে,
বৈরাগ্যবিজ্ঞানজ্যোতি মানব দেখিতে পারে।
সে তত্ত্বসাক্ষাৎকারে মহাবীর্য্যশালী মন
করে সে চরণমূলে নিজ চিরনিকেতন।
বিমুক্ত আনন্দপূর্ণ, তখন পুরুষ আর
নাহি ভুঞ্জে সংসারের ক্লেশাবহ হাহাকার। ১২

(১০)

অজামিলকথাপ্রসঙ্গে স্বীয় দূতগণের প্রতি যম-বাক্যে মনঃশুদ্ধি-সাধনবিষয়ে কর্ম্মপথের দুরূহতা ও অনিশ্চয়তা প্রদর্শিত হইতেছে—

কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মমধুলিড়্ন পুনর্বিসৃষ্ট-
মায়াগুণেষু রমতে বৃজিনাবহেষু।
অন্যস্তু কামহত আত্মরজঃ প্রমাষ্টু-
মীহেত কর্ম্ম যত এব রজঃ পুনঃ স্যাৎ ॥১৩॥
(৬।৩।৩৩)

একবার মায়াগুণ ত্যজিয়া যেজন
কৃষ্ণ-অঙ্ঘ্রি-পদ্মমধু করে'ছে লেহন,
যে মায়াসংসর্গে শুধু পাপ জাত হয়,
সে আর তাহাতে রত হয় না নিশ্চয়।
মায়ায় এখনও যারা অভিভূত, হায়,
কর্ম্মে আত্মরজোগুণ বিনাশিতে যায়,
তাদের বন্ধনদশা নাহি হয় শেষ—
কর্ম্ম হ'তে হয় পুনঃ রজোগুণোন্মেষ। ১৩

(১১)

ভগবৎপাদসেবনের শ্রেষ্ঠতা ব্রহ্মবাক্যে স্পষ্টীকৃত হইতেছে

গোবৎস হরণ করিয়া ব্রহ্মা শ্রীভগবানের মহিমা প্রত্যক্ষ করতঃ স্তবকালে বলিতেছেন—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥১৪॥

(১০।১৪।৩০)

হে নাথ, প্রার্থনা মম চরণে তোমার,
সে মহাসৌভাগ্য যেন হয় হে আমার—
এই জন্মে, কিম্বা পশু পক্ষী আদি করি'
যে সব যোনিতে আমি জন্মিব, শ্রীহরি,
তব জনমাঝে যেন হ'য়ে একজন,
চরণপল্লব তব সেবি' অনুক্ষণ। ১৪

(১২)

শুকবাক্যে পুনরায় ভগবৎপাদসেবনের ফল উক্ত হইতেছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যৎ বিপদাং ন তেষাম্ ॥১৫॥

(১০।১৪।৫৮)

যাঁর যশোগাথা গাহিলে শুনিলে,
অথবা স্মরিলে, বহু পুণ্য হয়,
সেই মুরারির চরণতরণী
মহাত্মাগণের পরম আশ্রয়।
সে পদপল্লবতরীতে যে জন
উঠিয়াছে বসি' কি তাহার ভয় ?
এই ভবাম্বুধি বিস্তৃত বিষম
বৎসপদ সম তরিয়া সে যায়,
হে রাজন্, শুন, যে পদে বিপদ,
সে পদ সেজন কভু নাহি পায়। ১৫

(১৩)

যাহারা ভগবৎপাদপদ্মসেবী নহে, তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি নাই। তদর্থে শ্রীভগবানের প্রতি রাজা মুচুকুন্দের উক্তি—

লব্ধ্বা জনো দুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ॥ ১৬॥

(১০।৫১।৪৬)

হে নিষ্পাপ! কর্ম্মভূমে জীব বহু ভাগ্যবশে
দুর্লভ অবিকলাঙ্গ নরদেহ লভি' আসে।

আসি' তারা, সংসার তোমার পদারবিন্দ
নাহি ভজে, বাসুদেব.—মায়ার এমনি ধন্ধ !
চিরবিনশ্বর যাহা, সে তুচ্ছ বিষয়সুখে
বদ্ধ তাহাদের মতি অনুক্ষণ হ'য়ে থাকে।
অন্ধকূপে পড়ি' যথা তৃণলুব্ধ পশু হত,
গৃহে মজি' তাহাদের দশা, হায় সেইমত ! ১৬

(১৪)

ভগবৎপাদসেবাব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মাচরণেই লোকে কৃতার্থ হইতে পারে না।

ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তবকালে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥১৭॥

(৭।৯।১০)

ধন, কুলমান,　　সৌন্দর্য্য মহান্,
তপস্যা, পাণ্ডিত্য আর,
ইন্দ্রিয়পটুতা,　　বুদ্ধি, তেজস্বিতা,
প্রভাব, পৌরুষ, সার,
যোগ সুনিপুন—　　এ দ্বাদশ গুণ
বিপ্রও যদ্যপি ধরি'

পদ্মনাভপদ পরম সম্পদ
নাহি ভাবে, নরহরি,
যতগুণ তার দোষেরি আধার—
গর্ব্ব শুধু জন্মে তায়!
বহু মান যদি পায় সে, তথাপি
জীবন বিফলে যায়।
আর এক জন চণ্ডাল অধম
সমর্পণ যদি করে
করম বচন প্রাণ মন ধন
সে চারু চরণ পরে,
সার্থক তাহার মনুষ্য-আকার,
সে কুল পবিত্র করে।
মম মনে লয়— সে চণ্ডাল হয়
শ্রেষ্ঠ সে ব্রাহ্মণ হ'তে;—
সেই বিপ্রসুত আপনি অপূত
কুল নারে পবিত্রিতে। ১৭

(১৫)

ভগবৎপাদপদ্মবিমুখ ব্যক্তি শুধু যে হীন তাহা নহে, তাহাকে যমযাতনাও ভোগ করিতে হয়।

অজামিলকথাপ্রসঙ্গে যমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিতেছেন—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।

নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্‌গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥১৮॥

(৬।৩।২৮)

কেশে আকর্ষণ করি'
ধরিয়া আনিবে সেই—
দুষ্টগণে, দূতগণ,
মুকুন্দপদারবিন্দ-
মকরন্দরস হ'তে
বিমুখ যাদের মন।
পিয়েন অজস্রধারে
যাহা পরমহংসকুল
সঙ্গহীন নিষ্কিঞ্চন,
যাহারা ত্যজিয়া তাহা
নরকের দ্বার গৃহে
বদ্ধতৃষ্ণ অনুক্ষণ,
দূতগণ, মনে রেখো,
তাদেরি আনিও ধরে
কেশে করি' আকর্ষণ। ১৮

অধিকন্তু, সে ভাগ্যহীন জীবন্মৃত।

প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ তদনুরাগিণী বাণরাজতনয়া ঊষার নিকট আনীত হইয়া অবস্থিত হইয়াছিলেন। বাণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পাশবদ্ধ করিলে, তাঁহাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বাণের বাহু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ করিলে, রুদ্রদেব সমাগত

হইয়া বাণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবার সময় বলিতেছেন—

দেবদত্তমিমং লব্ধ্বা নৃলোকমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যো নাদ্রিয়েত ত্বৎপাদৌ স শোচ্যো হ্যাত্মবঞ্চকঃ ॥১৯॥
(১০।৬৩।৪১)

তব অনুগ্রহে যেবা আসি' এই নরলোকে
ইন্দ্রিয়ের হ'য়ে বশীভূত,
তব চরণের, কৃষ্ণ, নাহি করে সমাদর
শোচনীয় সেজন সতত।
বৃথা নরদেহ ধ'রে আসিয়া সে এ সংসারে,
আপনারে করে প্রবঞ্চিত। ১৯

(১৬)

ভগবৎপাদসেবাতেই জীবনের কৃতার্থতা হয়, আর কিছুতে হয় না।
যুধিষ্ঠির শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

তৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি
ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-
মাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে ॥২০॥
(১০.৭২ ৪)

তোমার পাদুকাদ্বয় সর্ব্বপাপবিনাশন
অবিরত পরিসেবে যে পবিত্র ব্যক্তিগণ—
অথবা তাদেরে ধ্যান করয়ে একাগ্রমনে—
কিম্বা সদানন্দে মাতে তাদের মহিমাগানে,
তাহারা, কমলনাভ, সংসারবিমুক্ত হয়—
জনমমরণজ্বালা তাহাদের নাহি রয়।
আর যদি তারা, ঈশ, ঐহিক মঙ্গল চায়,
তাহারা তাহাও লভে ;—অন্যে তাহা নাহি পায়। ২০

(১৭)

বস্তুতঃ কিন্তু ভগবৎপাদসেবীপর ব্যক্তিগণ প্রাকৃতমঙ্গল কামনা করে না।

শ্রীভগবানের প্রতি কালীয়নাগপত্নীগণের বাক্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

ন নাকপৃষ্ঠং ন সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবম্বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥২১।

(১০।১৬।৩৭)

তব পাদরেণু লভিয়া ধন্য
হ'য়েছে যাহারা না চাহে অন্য।

তুচ্ছ করে তারা উচ্চ ধ্রুবপদ,
সার্ব্বভৌমপদে না দেখে সম্পদ,
চাহেনা চাহেনা তারা ব্রহ্মপদ,
রস-আধিপত্য না করে গণ্য।
যোগসিদ্ধিস্পৃহা তাহাদের নয়,
মুক্তি-অভিলাষী তারা নাহি হয়,
শ্রীচরণরেণু তব, দয়াময়,
সার শুধু তারা করে যে মান্য। ২১

(১৮)

তাহারা তবে কি চায় ?
রাজা মুচুকুন্দের প্রার্থনায় তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্‌বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥২২॥

(১০।৫১।৫৫)

সংসারনিবৃত্ত যারা,
তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-
প্রার্থনীয় নিরন্তর—
তোমার যে পাদসেবা—

তা' ছাড়া চাহিনা, বিভু,
　　অন্য আর কোন বর।
অপবর্গদাতা তুমি
তব আরাধনা করি'
　　আপন বন্ধন যাচে,
যাহারা বিবেকবান্,
তাহাদের মাঝে, হরি,
　　কেহ কি তেমন আছে? ২২

(১৯)

ভগবান মোক্ষদাতা বটেন ; কিন্তু মোক্ষও তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে না।

তদর্থে দ্রৌপদীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের উক্তি—

ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥২৩॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ ॥২৪॥

(১০।৮৩।৪১—৪২)

শুনগো দ্রৌপদী সাধ্বী মোদের হৃদয়কথা—
চাহিনা সাম্রাজ্য মোরা, ইন্দ্রত্বও ভাবি বৃথা ;
বিশ্বের যতেক ভোগ যদি কেহ দিতে আসে,
প্রত্যাখ্যান করি মোরা সেই সব অনায়াসে ;

অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি মোদের অভীষ্ট নয়,
ব্রহ্মপদে আমাদের তৃপ্তি কভু নাহি হয় ;
মোক্ষ শুধু শূন্যময় আমরা দেখিতে পাই,
সালোক্য সাযুজ্য আদি আমরা নাহিক চাই। ২৩
এই কৃষ্ণ গদাধর, আমরা ললনা তাঁর—
আমরা কি চাহি, দেবী, বলি শুন এইবার।
তাঁহার যে পাদরজঃ সকলসম্পদাশ্রয়
কমলাকুচকুঙ্কুমগন্ধে সুবাসিত হয়,
আমরা সতত তাহা মস্তকে ধরিতে চাই—
তা' ছাড়া বাসনাযোগ্য আর, কৃষ্ণা, কিছু নাই। ২৪

(২০)

ফলতঃ, ভগবচ্চরণই সেবনীয়।

শুকদেব পরীক্ষিৎকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কোনু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ ॥২৫॥

(১১।২।২)

চৌদিক হ'তে যাদেরে ভীতি প্রদর্শন করে
অহর্নিশি দুরন্ত শমন,
আছে কি অবিকলেন্দ্রিয় তাহাদের মাঝে কেহ,
যে না ভজে মুকুন্দচরণ ?
অমরসত্তমগণ উপাসেন যে চরণ,
তার সম আরাধ্য কি আর ?

লভিতে অভয়ধন মরভূমে কে, রাজন্,
ভজিবে না পদাব্জ সুসার ? ২৫

ভগবান ঋষভদেবের পুত্র কবিও বিদেহরাজ নিমিকে বলিতেছেন—

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাদ্-
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ ॥২৬॥

(১১।২।৩৩)

অচ্যুতচরণাম্বুজ যেবা করে উপাসন,
কোথাও কাহারো ভয়ে ভীত নহে তার মন।
বিনশ্বর দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করি' যারা
উদ্বিগ্ন বুদ্ধির ঘোরে ভবে সদা হয় সারা,
যে পদ ভজিয়া, দেখ, তাহাদের যত ভয়
নিঃশেষে বিনাশ পায়, সেব্য তাহা সুনিশ্চয়।
স্বধর্ম্ম ত্যজিতে হয় যদ্যপি তাহার লাগি,
তাহাও করিতে পারে শ্রীচরণ-অনুরাগী। ২৬

(২১)

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎপাদসেবনে প্রবৃত্ত ব্যক্তির স্বধর্ম্ম-ত্যাগজন্য অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই।

ব্যাসদেবের প্রতি দেবর্ষি নারদের বাক্যে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাঽভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ ॥২৭॥

(১।৫।১৭)

যেইজন নিজধর্ম্ম করি' পরিহার
শ্রীহরিচরণাম্বুজ ভজে অনিবার,
যদ্যপি সেজন, ব্যাস, অপক্ব দশার,
তাহা হ'তে দৈববশে ভ্রষ্ট হ'য়ে যায়,
তথাপি স্বধর্ম্মত্যাগনিবন্ধন তার
কভু নাহি হ'তে পারে অশুভসঞ্চার।
ভক্তিরসিক যদি নীচযোনি লভে,
অনর্থ কোথায় তার কে দেখেছে কবে?
চরণ না ভজি' বল স্বধর্ম্মে কেবল
কা'র ভাগ্যে ঘটিয়াছে অর্থ সুবিমল? ২৭

(২২)

পরন্তু ভগবৎপাদসেবায় পরিপক্ক ব্যক্তির পতনই হইতে পারে না, তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কা কোথা হইতে আসিবে?

ভগবান্ ঋষভদেবের পুত্র করভাজন বিদেহরাজ নিমিকে বলিতেছেন—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্-
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥২৮॥
(১১।৫।৪২)

ত্যজি' অন্য ভাব যত, হরির চরণমূল
সেবয়ে যেজন, তার নিশ্চয় মিলেছে কূল।
হরির সে প্রিয়, তার হৃদে তাঁর অধিষ্ঠান;
বিকর্ম্ম তাহার মনে কেমনে পাইবে স্থান?
যদিবা প্রমাদে পড়ি' কুপ্রবৃত্তি কভু হয়,
হৃদয়ে থাকিয়া হরি তাহার করেন লয়।
কালযমাদির যিনি নিয়ন্তা করুণাময়,
হৃদয়ে যখন তিনি, তখন কিসের ভয়? ২৮

(২৩)

অতএব, হরিপাদপদ্মই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়।

রাজা বহুলাশ্বের প্রতি অনুগ্রহপরবশ হইয়া শ্রীভগবান দ্বারকা হইতে মিথিলায় গমন করিলে, তিনি তাঁহার পাদসংবাহন করিতে করিতে কহিতেছেন—

কোন্নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্‌বিসৃজেৎ পুমান্।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ॥২৯॥
(১০।৮৬।৩৩)

আছে কি এমন, কৃষ্ণ, কেহ এই বিশ্বময়,
যে, জানি' চরণ তব এমন মহিমাময়,
প্রাণপনে করিবেনা সতত ভজন তার—
অথবা ভজিয়া পুনঃ করিবে তা' পরিহার ?
শান্ত তোমাগতপ্রাণ নিষ্কিঞ্চন মুনিগণে
আপনারে দান তুমি কর সুপ্রসন্নমনে।
এত দয়া যাঁর হৃদে ছাড়ি' তাঁর শ্রীচরণ,
অন্যের করিবে সেবা, আছে কি এমন জন ? ২৯

(২৪)

অধিক কি, যে অবধি ভগবৎপাদসেবা না করা যায়, সেই অবধিই যত অনর্থভোগ হইয়া থাকে।

সৃষ্টির প্রাক্‌কালে অনন্তশয়নশায়ী শ্রীভগবানের স্তবকালে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

তাবদ্ ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ ॥৩০॥

(৩।৯।৬)

যতদিন সেবিবারে সমাশ্রয় নাহি করে
নরে তব অভয়চরণ,
তত দিন, দয়াময়, তাহাদের থাকে ভয়
ধনদেহসুহৃদকারণ ;

তাহাদের নাশে শোক　　ততদিন পায় লোক—
লভিবারে পুনঃ স্পৃহা হয়—
পরিভব হয় তাহে,—　　বিপুল লোভের মোহে
রহে তারা তথাপি তন্ময় ;
বিনশ্বর ধন আদি　　লভি পুনঃ নিরবধি
মগ্ন তাহাদের মমতায়,
ততদিন, ভগবান,　　কাতর তাদের প্রাণ
কত দুঃখে, কহনে না যায়।
ভয়াদি অনর্থ যত　　সব হয় বিদূরিত -
স্ফুরে শুধু আনন্দ মঙ্গল,—
নরের সুমতি যবে　　ধায় হে অনন্যভাবে
ভজিতে সে চরণকমল। ৩০

(২৫)

সেই ভগবচ্চরণকমল যোগীগণেরও অভয়স্বরূপ।
কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন—

জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযোগেন যোগিনঃ।
ক্ষেমায় পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥৩১॥
(৩।২৫।৪২)

যোগীগণ অহরহ　　জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহ
ভক্তিযোগে হইয়া মগন,
সর্ব্বভয় প্রতিকূল　　আমার চরণমূল
ক্ষেম লাগি করে মা সেবন। ৩১

(২৬)

ইহপরকালে যাহা পরম প্রার্থনীয়, তাহা ভগবচ্চরণসরোজসেবার দ্বারাই পাওয়া যায়।

ভগবান ঋষভদেবের পুত্র কবি বিদেহ রাজ নিমিকে বলিতেছেন—

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥৩২॥

(১১।২।৪৩)

এইরূপে সেবারত হইয়া যে অনুক্ষণ,
অচ্যুতচরণ ভজে, ভাগবত সেইজন।
তাহার যে মহাভাগ্য নহে আকাঙ্ক্ষিত কার?
হরিপ্রেমে হ'য়ে থাকে হৃদয় বিভোর তার।
সংসারবিরক্ত সেই হৃদয়ে তাহার হয়
হরির প্রকাশ পূর্ণ পরম মহিমাময়।
তারপরে অবিলম্বে সুনিশ্চয়, হে রাজন,
লভি' সে অতুল শান্তি সার্থক করে জীবন। ৩২

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

অষ্টম বিরচন।

অর্চ্চন।

(১)

ভগবানের পূজা করিলে সকলেরই পূজা হইয়া থাকে। তদর্থে প্রচেতাগণের প্রতি নারদ-বাক্য—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥১॥

(৪।৩১।১৪)

যেমতি পাদপমূলে সলিল সিঞ্চিলে,
স্কন্ধ ভুজ উপশাখা পরিতৃপ্ত হয়—
ভোজনোপহার যথা প্রাণেরে অর্পিলে,
যতেক ইন্দ্রিয়বর্গ জীবনী লভয়—

নারদ।

অচ্যুত পূজিত হ'লে জানহ তেমতি
সর্ব্বদেবার্চ্চনা সিদ্ধ, সকলেরি প্রীতি। ১

এবং তাহাতে আপনারও পূজা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা বলিতেছেন—

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলনিষেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥২॥

(৮।৫।৪৯)

তরুমূলনিষেচনে স্কন্ধশাখাগণ
সুন্দর সমৃদ্ধ যথা হয় অনুক্ষণ,
বিষ্ণু-আরাধনে তথা হয় সুনিশ্চয়
জগৎ ও আপনার প্রসাদ-উদয়। ২

(২)

যাঁহারা ভগবানেরই অর্চনা করেন, তাঁহারাই যথার্থ বেদাগমতত্ত্বজ্ঞ।
তদর্থে প্রচেতাগণের প্রতি রুদ্রদেব-বাক্য—

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষণং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ ॥৩॥

(৪।২৪।৬২)

ভূত-ইন্দ্রিয়ের অন্তরে যেজন
যন্ত্রীরূপে বসি' করেন চালন,
প্রসাদ তাঁহার লভিবার লাগি
যেই যোগীগণ সদা অনুরাগী,
নিয়ত নিরত ক্রিয়াকলাপেতে,
করেন যজন শ্রদ্ধান্বিত চিতে—
কেবল সে সাধুগণেরি হৃদয়ে
বেদতন্ত্রমর্ম্ম উঠেছে ফুটিয়ে। ৩

শ্রীভগবানের প্রতি দ্বারকায় সমাগত মুনিগণের বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইতেছে—

চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্ম্মশ্চাত্মমুদাবহঃ॥
অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥ ৪-৫॥

(১০।৮৪।৩৬-৩৭)

শাস্ত্রচক্ষু কবিগণ　　নানা শাস্ত্র আলোচন
করি' সার মর্ম্ম উদঘাটিয়া,
দ্বিজাতিগৃহস্থগণে　　মঙ্গল বহিয়া আনে
হেন পন্থা দিলা দেখাইয়া।—
সৎপথে থাকি' শ্রদ্ধায়　　যে বিত্ত অর্জ্জিত হয়,
শুদ্ধ তাহা মালিন্যবিহীন;
তাহে পুরুষপ্রবরে　　অর্ঘ্য-আদি উপহারে
সমর্চ্চনা করা অনুদিন।

বাসনার হয় অন্ত, চিত্ত হয় উপশান্ত,
একাগ্র যাহাতে মন হয়,
এই সে সুগম যোগ ;— আত্মানন্দ যাহে ভোগ
হেন ধর্ম্ম ইহাতে উদয়। ৪—৫

(৩)

ভগবৎপূজায় সকলেরই অধিকার আছে, এবং তৎপূজক তাঁহার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়।

ভগবান নৃসিংহদেবের স্তবকালে প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীতে মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ৬ ॥
(৭।৯।১১)

অল্পজ্ঞ জীবে যে করে পূজা, আপনার তরে
গ্রহণ করেন কি তা' কভু পরমেশ ?
আত্মলাভপরিপূর্ণ তিনি যে অভাবশূন্য,
না পূজিলে তাঁহে তাঁর কিবা ক্ষতিলেশ ?
পূজকে মঙ্গল দিতে, কৃপাপরবশ চিত্তে
অঙ্গীকার সদা তিনি করেন পূজন।
যার কাছে যেই মান প্রাপ্ত হন ভগবান,
সেইরূপ মান ফিরে পায় সেইজন।

দর্পণে দেখিলে মুখ,　　　দর্পণের কিবা সুখ ?

দর্পণে অঙ্কিত চিহ্ন কি রহে তাহার ?

যে যায় যেরূপ মুখে　　　দর্পণের অভিমুখে,

দর্পণ দেখায় তথা প্রতিবিম্ব তার ! ৬

(৪)

সুতরাং যাহারা অন্য অভিলাষে, অর্থাৎ স্বর্গাদি-সুখ-লালসায়, ভগবদ্‌ভজন করে, তাহারা অবোধ।

ধ্রুব গাহিতেছেন—

নূনং বিমুষ্টমতয়স্তব মায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চ্চন্তি কল্পতরুকং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎ স্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্ ॥ ৭॥

(৪।৯।৯)

ভবপারাবারে ভয়,　　　কিবা আছে, দয়াময়,

জনমমরণ সম আর !

[illegible] তুমি　　　মুক্ত কর, বিশ্বস্বামী,

যেবা ভজে চরণ তোমার।

নিশ্চয় তাদের মতি　　　বিমুগ্ধ হ'য়েছে অতি

দুর্ব্বোধ্য তোমার মায়াবশে—

অতি ভাগ্যহীন তারা,　　　ভবপথে ঘুরে-যারা,

ভজে তোমা অন্য অভিলাষে।

তাহারা যে সুখ চায়— বিষয়জ সুখ,—হায়,
নরকেও লভে তাহা নর ;—
এই শবদেহভোগ্য নহে সুখনামযোগ্য,—
তার লাগি তাহারা কাতর !
কল্পকতরুর কাছে তারা তুচ্ছ সুখ যাচে,
মূঢ়মতি কে আর অপর ? ৭

(৫)

শুধু ভাবশুদ্ধিই এই ভগবৎপূজার পরম সামগ্রী। দম্ভাদি-বিদূষিত ধনরত্নাদি এ পূজার উপকরণ নহে।

বলিরাজার যজ্ঞস্থলে বামনদেব তাঁহাকে বন্ধন করাইলে, তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মা বামনদেবকে বলিতেছেন—

যৎপাদয়োরশঠধীঃ সলিলং প্রদায়
দূর্ব্বাঙ্কুরৈরপি বিধায় সতীং সপর্য্যাম্।
অপ্যুত্তমাং গতিমসৌ ভজতে ত্রিলোকীং
দাশ্বানবিক্লবমনাঃ কথমার্ত্তিমৃচ্ছেৎ ॥৮॥
(৮।২২।২৩)

ভাবভরা সরল হৃদয়ে
যে পদে দিলে তোমার মাত্র জল উপহার,
পূজিলে বা দূর্ব্বাঙ্কুর দিয়ে,

লভিয়া উত্তম গতি   হয় সুপ্রসন্ন-মতি
অনায়াসে চরাচরে সবে,
সে পদে স্বচ্ছন্দমন   সমর্পিয়া ত্রিভুবন,
বলিরাজা কেন দুঃখ পাবে? ৮

(৬)

অতএব, শ্রীভগবানই অর্চ্চনীয়।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন—

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চ্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥৯॥

(১১।২৭।৪৯)

বেদতন্ত্রবিনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াযোগপথে
অর্চ্চনা আমার যেবা করে বিধিমতে,
আমা হ'তে লোকদ্বয়ে তার লব্ধ হয়
স্বীয় অভিলাষ মত সিদ্ধি সুনিশ্চয় ॥ ৯

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

নবম বিরচন।

বন্দন।

(১)

ভগবদ্বন্দনের প্রবৃত্তিও মঙ্গলকরী।

কংসপ্রেরিত অক্রূর আনন্দে ভাবিতে ভাবিতে ব্রজে যাইতেছেন-

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥১॥

(১০।৩৮।৬)

আজি অমঙ্গল যত সুনিশ্চয় অভিভূত,
আজি মম জনম সফল!
আজি কিবা ভাগ্যোদয়!— নমিব মহিমাময়
যোগিধ্যেয় চরণকমল! ১

অক্রূর।

(২)

অতএব, বন্দনের তো কথাই নাই।

গোবৎসহরণানন্তর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতঃ ব্রহ্মার মোহ অপগত হইলে, তিনি স্তবকালে বলিতেছেন—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২॥

(১০।১৪।৮)

তোমার করুণা, প্রভু,　　　সসীম নহেক কভু—
স্থির জানি আপন হিয়ায়,
অনুকম্পা হবে যবে　　　শ্রেয় মম হবে তবে—
তুষ্টমনা এই সান্ত্বনায়,
সদা কায়বাক্যমনে　　　সঁপি' তব শ্রীচরণে,
নিজকর্ম্মবিপাকের ভোগে
যেই জন এ সংসারে　　　জীবন ধারণ করে,
অংশী সে যে মুক্তিপদভাগে! ২

সূতও বলিতেছেন—

পতিতঃ স্খলিতো বার্ত্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃণন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈর্মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ ॥৩॥

(১২।১২,৪৭)

পতিত স্খলিত আর্ত্ত ক্ষুতকারী জন,
অথবা যে অনিচ্ছায় পরবশমন
উচ্চারে 'হরয়ে নমঃ', বিনির্ম্মুক্ত হয়
সর্ব্বমহাপাপ হ'তে সে জন নিশ্চয়। ৩

(৩)

ভগবচ্চরণ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বন্দনীয়।

তদর্থে বিদেহরাজ নিমির প্রতি ঋষভদেব-পুত্র কবির উক্তি—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ ॥৪॥

(১১।২।৪১)

আকাশ অনিল, অনল সলিল,
পৃথিবী নক্ষত্রদল,
প্রাণী যত ভবে, দিক্ যত শোভে,
তরু লতা ফুল ফল,
সরিৎ সাগর, ভূধর কন্দর,—
যা' কিছু আছে ভুবনে,—
সকলি হরির জানিয়া শরীর
প্রণম অনন্যমনে। ৪

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

দশম বিরচন

দাস্য।

(১)

ভগবদ্দাসগণই সর্ব্বথা কৃতার্থ।

তদর্থে রাজা অম্বরীষের প্রতি দুর্ব্বাসার উক্তি—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেন পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥১॥

(৯।৫।১৬)

যাঁর নাম শুনিলেই
চিত্ত সুনির্ম্মল হয়,
যাবতীয় তীর্থ যাঁর
চরণপঙ্কজে রয়,
সেই ধন্য ধরাধামে
যেজন তাঁহার দাস,
বাকি নাহি পূরিবার
কিছু তার অভিলাষ। ১

দুর্ব্বাসা।

(২)

তাহাদের ইহলোকে কৃতার্থতার কথা গোবৎসহরণের পরে বিগত-মোহ ব্রহ্মার স্তবকালীন উক্তিতে প্রদর্শিত হইতেছে—

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোহঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥২॥
(১০।১৪।৩৬)

যতদিন, কৃষ্ণ, যতদিন
মদগ্রস্ত জীব হয়না তোমার
আত্মসমর্পণ করিয়া,
ততদিন, প্রভু, ততদিন
চোর রাগদ্বেষ জ্বালায় তাহায়ে
ধৈর্য্যবিবেকাদি হরিয়া।
ততদিন গৃহ অন্ধ কারাগার
ভার সম চাপে হৃদয়ে।
ততদিন মোহ কঠিন নিগড়
চরণেতে রাখে বাঁধিয়ে।
অপ্রমত্ত জীব হইলে তোমার
আত্মসমর্পণ করিয়া,
রাগদ্বেষ আদি মিত্র হয় তার
পূর্ব্বকার রীতি ভুলিয়া।
তোমার পীরিতি পরশপাথর
একবার প্রাণ স্পর্শিলে,
সংসারের যত আছে হে ব্যাপার
সোণা হ'য়ে যায় সকলে। ২

৩)

পরকালে তাহারা ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

তদর্থে শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধব-বাক্য—

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ ॥৩॥

(১১।২৯।৪)

ব্রহ্মা আদি ঈশ্বরের শিরোবিভূষণ
উজ্জ্বল গৌরবান্বিত কিরীটাগ্র যাঁর
পাদপীঠে বিলুণ্ঠিত হয় অনুক্ষণ,
সেই তুমি—ত্রেতাযুগে রাম-অবতার—
ক'রেছিলে প্রীতিবশে সখ্যসংস্থাপন
গহন-অরণ্যচারী শাখামৃগ সহ।
স্মরণ করিয়া তাহা, হেন লয় মন—
অনন্যশরণচিত্তে করে অহরহ
তোমার দাসত্বে সব জীবন অর্পণ
যে মানব, তাহারে যে কর আপনার,
অচ্যুত! অশেষবন্ধু! ভব-উদ্ধারণ!
আশ্চর্য্যের কথা তাহে কিবা আছে আর? ৩

(৪)

বিদেহরাজ নিমির প্রতি কবি-বাক্যে সর্ব্বকর্ম্মার্পণরূপ দাস্য প্রদর্শিত হইতেছে—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥৪॥

(১১।২।৩৬)

দেহ যাহা করে, বাক্য যাহা সরে,
যে যে ভাব উঠে মনেতে,
ইন্দ্রিয় সকলে যে যে ভাবে চলে,
বুদ্ধি পারে যথা বুঝিতে,
স্বভাবানুসারে এ ভবমাঝারে
চিত্তের যে কাজে স্ফুরতি,
পরমসম্পদে নারায়ণপদে
সঁপি' সব, কর প্রণতি।
তাহাতে নিশ্চয় হবে সুখোদয়,
নাহি হে যাহার তুলনা!
দাস যেবা হয়, তার কিবা ভয়?
সদানন্দে ভাসে সেজনা। ৪

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

একাদশ বিরচন।

সখ্য।

(১)

ভগবৎসখাগণের মহিমা সম্পূর্ণরূপে বলিতে কিম্বা জানিতে পারা যায় না।

গোবৎসহরণের পরে বিনষ্টমোহ ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তবকালে বলিতেছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১॥

(১০।১৪।৩২)

মরি কিবা ভাগ্যবান, মরি কিবা ভাগ্যবান,
নন্দ আর ব্রজবাসীগণ!
ধরায় তাঁদের মিত্র পরম-আনন্দ-রূপী
কৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন। ১

ব্রহ্মা।

(২)

স্বীয় পুত্রগণের প্রতি ভগবান্ ঋষভদেবের উক্তিতে ভগবৎ-সখ্যের ফল প্রদর্শিত হইতেছে।

এবং মনঃ কর্ম্ম বশং প্রযুঙ্‌ক্তে
অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।
প্রীতির্নযাবন্ময়ি বাসুদেবে
ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ ॥২॥

(৫।৫।৬)

আত্মা যতদিন অবিদ্যা-অধীন,
সংসৃতি নাহি ফুরায়--
ত্রিতাপতাপিত ভবে অবিরত
জীব শুধু আসে যায়।
কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত হয় পরিণত
সংস্কাররূপেতে মনে,
তাহে পুনরায় কর্ম্মে মন যায়,
নূতন বন্ধন আনে।
শুন পুত্রগণ, কর্ম্মেতে সৃজন
দেহ হ'তে দেহান্তর।
করমের বশে দুঃখার্ণবে ভাসে
জীবগণ নিরন্তর।
আমি সর্ব্বাশ্রয়, যাবৎ না হয়
উদিত আমাতে প্রীতি,

দেহযোগ হ'তে নাহি কোন মতে
মুক্তি লভিতে শকতি।
অতুল সে প্রীতি, তাহে জীব-মতি
যদিরে মজিয়া যায়,
করমের ফের সম্বন্ধ দেহের
আর না থাকিতে পায়! ২

শ্রীশ্রীরত্নাবলী।

দ্বাদশ বিরচন।

আত্ম-নিবেদন।

(১)

শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করিলে সমস্ত পুরুষার্থই পরিলব্ধ হয়।
তদর্থে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১॥

(১১।২৯।৩৪)

নিঃশেষে ত্যজিয়া কর্ম্ম সমুদয়
যবে মর্ত্ত্যবাসীগণ,
কায়বাক্যমনে পূর্ণরূপে করি'
মোরে আত্মনিবেদন,

মম কার্য্য শুধু সাধিবার লাগি
মনেতে বাসনা করে,
তখন—উদ্ধব, শুন সার কথা—
তখন নিশ্চয় পারে
পদে পদে পদে সেই অমৃতত্ব
লভিতে তারা সতত,
যাহাতে তাহারা উপযোগী হয়
হইতে আমার মত।
আত্ম সমর্পিয়া আমারে তাহারা
আপনাতে করে লাভ,
তাহাদের করে মম কার্য্য হয়,
ঘুচে যায় ভিন্নভাব। ১

(২)

সর্ব্বকর্ম্মত্যাগপুরঃসর আত্মনিবেদন যদি শ্রেয় হইল, তাহা হইলে তো কর্ম্মাদিবিধান অনর্থক ?

দৈত্যবালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ-বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

ধর্ম্মার্থকাম ইতি যোঽভিহিতস্ত্রিবর্গ
ঈক্ষা ত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্ত্তা।
মন্যে তদেতদখিলং নিগমস্য সত্যং
স্বাত্মার্পণং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥২॥

(৭।৬।২৬)

এই ভবধামে ধর্ম্ম-অর্থ-কামে
ত্রিবর্গ বলিয়া কয়।
তাহার সাধন শুন বন্ধুগণ,
বেদে যথা বিবরয়,—
আত্মবিদ্যাসার, কর্ম্মবিদ্যা আর,
তর্ক বিদ্যা, দণ্ডনীতি।
তাহা ছাড়া আর বিবিধ প্রকার
বারতা লিখিত তথি।
হে বয়স্যগণ, বলিব এখন
আমার যে অনুভব,—
ত্রৈগুণ্যবিষয়, নিস্ত্রৈগুণ্য নয়
বেদের বিধান সব;
ত্রৈগুণ্য অসার, নিস্ত্রৈগুণ্য সার—
সেই দশা মায়াতীত।
শুনহ এক্ষণে হয় বা কেমনে
নরে তাহা সুসাধিত,—
তখনি মায়ার ঘুচে অধিকার
যখন মানব করে
আত্মসমর্পণ সে পুরুষোত্তম
অন্তর্যামী সুহৃদ্বরে।
এই সত্য সার; বেদবিধি তার
আনুগত্য করে যদি,
সত্য তবে হয়; না হ'লে নিশ্চয়
মিথ্যা তারা নিরবধি। ২

শ্রীশ্রীরত্নাবলী ।

——०(✽)०——

ত্রয়োদশ বিরচন ।

——:০=:=:০——

শরণাগতি

বৈদিকলৌকিকসাধনাহীন ব্যক্তিগণের ভগবচ্চরণপ্রবেশের নাম শরণাগতি

(১)

ভগবচ্চরণপ্রবিষ্ট ব্যক্তি দেবতান্তরসেবাত্যাগী হইলেও অপরাধী হয় না ।

ভগবান ঋষভদেবের পুত্র করভাজন বিদেহরাজ নিমিকে বলিতেছেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্ ।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥১॥

(১১।৫।৪১)

দেব ঋষি ভূত নর আর পিতৃগণ—
সে নহে কিঙ্কর কারো, অঋণী সেজন,
নিরন্তর ভেদবুদ্ধি করি' পরিহার,
মুকুন্দশরণাগত সর্ব্বাত্মা যাহার । ১

করভাজন ।

(২)

সে সর্ব্বসুখভাগী হয়।

তদর্থে বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়বাক্য—

কিং দুরাপাদনং তেষাং পুংসামুদ্দামচেতসাম্।
যৈরাশ্রিতস্তীর্থপদশ্চরণো ব্যসনাত্যয়ঃ ॥২॥

(৩।২৩।৪১)

ইহপরকালে আছে যতেক বিপদ,
সকলি বিনষ্ট করে তাঁহার শ্রীপদ।
সমস্ত তীর্থের স্থান সে চারু চরণ,
আশ্রয় তাহার যেবা ক'রেছে গ্রহণ,
দুর্ল্লভ কি আছে তার? ধীর সদাশয়
বন্ধনবিহীন চিত্ত তার নিঃসংশয়। ২

তাহার ইহকালে বিপদশূন্যতার কথা বিদুরের প্রতি মৈত্রেয়-বাক্যে উক্ত হইতেছে—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥৩॥

(৩।২২।৩৫)

হে বিদুর! শ্রীহরির যেজন আশ্রিত,
শরীরমনের ক্লেশে নহে অভিভূত
কদাপিও সেইজন। শুন সার কথা,—
সে দৈবভৌতিকতাপবিমুক্ত সর্ব্বথা;
দেবাদি হইয়া শক্র কি করিবে তার,
আপনি জগৎপতি সুহৃদ যাহার? ৩

পরকালেও সে বিপদবিহীন। প্রচেতাগণের সাক্ষাতে রুদ্রদেব গাহিতেছেন—

যত্র নির্ব্বিষ্টমরণং কৃতান্তো নাভিমন্যতে।
বিশ্বং বিধ্বংসয়ন্ বীর্য্যশৌর্য্যবিস্ফূর্জ্জিতভ্রুবা ॥৪॥

(৪।২৪।৫৬)

শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবেতে ভ্রুকুটিভীষণ
কৃতান্ত যদ্যপি করে বিশ্ববিধ্বংসন,
ভগবৎপাদমূল আশ্রয় যাহার,
তাহারে জানা'তে নারে স্বীয় অধিকার। ৪

(৩)

দেবতান্তরশরণ হইতে ভগবচ্চরণশরণের বিশেষত্ব বৃত্রযুদ্ধে পরা-জিত দেবগণের শ্রীভগবৎস্তবকালীন বাক্যে প্রদর্শিত হইতেছে—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্ত্তি সিন্ধুম্ ॥৫॥

(৬।৯।২২)

প্রশান্ত সতত, উপাধিরহিত,
স্থির বিস্ময়বিহীন,

মাত্র আপনারে লভি' যাঁর পূরে
মনোরথ চিরদিন,
ছাড়িয়া তাঁহারে যেজন অপরে
শরণ লইতে যায়,
মূর্খ সে নিশ্চয়— শ্বপুচ্ছ-আশ্রয়
সাগর তরিতে চায়! ৫

(৪)

দুঃখতাপপ্রতীকারের উপায় তো লোকে জ্ঞাত আছে, এবং বেদেতো দেবগণের প্রতি ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে; তবে আর ভগবচ্চরণ-শরণাগত হইবার আবশ্যকতা কি?

ভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তবকালে প্রহ্লাদ যাহা বলিয়াছিলেন, তদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—

বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ
নার্ত্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-
স্তাবদ্বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥৬॥
(৭।৯।১৯)

রাখহে সতত পায়।
ওহে নরহরি, নিরখি বিচারি'
তুমি ছাড়া আর নাহিক উপায়।

তাপ প্রতীকার করিতে ধরার
আছে হে বিধান যত,
তোমা ছাড়া হ'লে তাহারা মঙ্গলে
নাহি হয় পরিণত।
দেখ হে সন্তানে কতই যতনে
প্রতিপালে পিতামাতা ;
তথাপি তাহারা কেন দুঃখে সারা,
আশ্রয়বিহীন যথা ?
হ'লে পরে রোগ, করিতে নীরোগ
ঔষধ প্রয়োগ করে—
ব্যাধিতো সারেনা, বাড়ে হে যন্ত্রনা,
মরণ আসিয়া ধরে !
হের, প্রভু, আ'র, সাগরমাঝার
ডুবিতেছে যেইজন,
জীবন তাহার করিতে উদ্ধার
তরণী কহে শরণ ;
কিন্তু যদি হয় সত্য, দয়াময়,
শরণযোগ্য সে তরি,
তবে কেন, হায়, তরি ডুবে যায়
কত প্রাণী সাথে করি' ? ৬

(৫)

সেই ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যের শরণ লয়, তাহাকে মূর্খ ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে ?

কংশদূত অক্রূর বলিতেছেন—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্—
ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥৭॥

(১০।৪৮।২৬)

হে কৃষ্ণ করুণাময়,
ভক্তপ্রিয়, ঋতবাক্, সুহৃদপ্রবর,
নিরপেক্ষ !—জান তুমি যোগ্য সমাদর
করিবারে সকলের কার্য্যসমূহের ;—
যে তোমারে ভজে, দেব, তার হৃদয়ের
যতেক কামনা তুমি করহ পূরণ।
অধিক কি বাখানিব দয়া যে কেমন—
আপনি সুলভ তুমি তাহার কারণে।
চিরপূর্ণ চন্দ্র তুমি দয়ার গগনে,
নাহি হ্রাস, নাহি বৃদ্ধি কদাপি তোমার—
মহিমা তোমার, প্রভু, অনন্তবিস্তার।
কেমনে বলিব তারে পণ্ডিত সুজন,
তোমা ছাড়ি' লয় যেবা অন্যের শরণ ? ৭

(৬)

ভগবান কৃপালু ও সর্ব্বশক্তিমান বলিয়াই তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে সমস্ত শ্রেয়ই হইতে পারে।

তদর্থে বিদুরের প্রতি উদ্ধব-বাক্য—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৮॥

(৩।২।২৩)

কংসের আদেশে, কৃষ্ণে বধিবার তরে,
পুতনা রাক্ষসী দুষ্টা, স্নেহছল ক'রে,
কালকূটমাখা স্তন তাঁরে পিয়াইল,
যশোদার যোগ্য গতি সে ও তো লভিল!
হায়রে! দয়াল আর কে তাঁর মতন?
অন্য আর কার বল লইব শরণ? ৮

শ্রীভগবানের প্রতি উদ্ধব-বাক্যে তাহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে—

তাপত্রয়েণাভিহতস্য ঘোরে
সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীশ।
পশ্যামি নান্যচ্ছরণং তবাঙ্ঘ্রি-
দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাভিবর্ষাৎ ॥৯॥

(১১।১৯।৯)

এ ঘোরসংসারপথে সতত যাহারা
ত্রিতাপজ্বলনে জ্বলি' হইতেছে সারা,
পরমেশ! তাহাদের আর না নিরখি
আশ্রয়, লভিয়া যাহা হবে তারা সুখী,

বিনা তব আতপত্র-যুগলচরণ
অজস্র-অমৃতধার-চিরপ্রস্রবণ। ৯

(৭)

অতএব মুচুকুন্দবাক্যে সেই ভগবানেরই শরণাগতিতে গ্রন্থের উপসংহার হইল—

চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রোলব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপাদাব্জং পরাত্ম-
ন্নভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥১০॥

(১০।৫১।৫৭)

কর্ম্মফলপ্রপীড়িত চিরকাল ভবে
অশেষানুতাপদগ্ধ এ দীন কি রবে?
নাহি জানে তৃপ্তি কভু রিপু ছয় জনে,
কিছুমাত্র শান্তি নাহি অনুভবি মনে!
আশ্রিতপালক তুমি, ওহে পরাত্মন্,
বিপন্ন হইয়া তাই ল'য়েছি শরণ
অশোক অভয় সত্য চরণকমলে—
অধমে উদ্ধার, প্রভু, কর অবহেলে। ১০

গ্রন্থকারের নিবেদন।

(পুরী গোস্বামীর স্বরচিত শ্লোকচতুষ্টয়)

গ্রন্থ শ্রীভগবানে অর্পিত হইতেছে—

এবং শ্রীশ্রীরমণ ভবতা যৎ সমুত্তেজিতোঽহং
চাঞ্চল্যে বা সকলবিষয়ে সারনির্দ্ধারণে বা।
আত্মপ্রজ্ঞাবিভবসদৃশৈস্তত্র যত্নৈর্ম্মৈতৈঃ
সাকং ভক্তৈরগতিসুগতে তুষ্টিমেহি ত্বমেব ॥১১॥

করিনু শুধুই চাপল্যবিস্তার,
অথবা সকল নির্দ্ধারিনু সার,
জানিনা জানিনা কিছুই তাহার,
প্রেমপারাবার কমলাপতি!
এই দীন শুধু এই মাত্র জানে—
বসি' তুমি তার হৃদয়-আসনে,
প্রেরিয়াছ তারে এ গ্রন্থগ্রথনে,
তাই সে এ কাজে হ'য়েছে ব্রতী।
তব আজ্ঞা এবে ক'রেছি পালন,
করিতে আরব্ধ কার্য্য সমাপন
আপনার প্রজ্ঞাবিভব যেমন
ক'রেছি যতন, দেব, তেমতি।
শ্রীচরণে করি' গ্রন্থ সমর্পণ,
দাস তব, কৃষ্ণ, করে নিবেদন—

তুষ্ট হও তুমি সহ ভক্তগণ,
অগতি জনের ওহে সুগতি। ১১

গ্রন্থে সর্ব্বসম্মতিযোগ্যতা উক্ত হইতেছে—

সাধূনাং স্বত এব সম্মতিরিহ স্যাদেব ভক্ত্যর্থিনা-
মালোচ্য গ্রথনশ্রমঞ্চ বিদুষামস্মিন্ ভবেদাদরঃ। '
যে কেচিৎ পরকৃত্যুপশ্রুতিপরাস্তানর্থয়ে মৎকৃতিং
ভূয়ো বীক্ষ্য বদন্ত্ববদ্যমিহ চেৎ সা বাসনা স্যাস্তি ॥১২॥

ধরাধামে যত আছেন সজ্জন,
ভক্তি যাঁহাদের আদরের ধন,
তাঁহাদের কাছে এই প্রণয়ন
সহজে সতত সম্মতি পাবে।
যুক্তিতর্কপ্রিয় যাঁহারা বিদ্বান,
ভক্তিপথে কভু নাহি যায় প্রাণ,
গ্রথনের শ্রম করিয়া সন্ধান
তাঁহাদেরো ইথে আদর হবে।
কিন্তু কেহ কেহ আছেন এমন,
ভাল মন্দ যাঁরা না করি' চিন্তন,
পরকার্য্য সদা করেন নিন্দন,
মুগ্ধ নিজ নিজ স্বভাববশে;
তাঁদের নিকটে প্রার্থনা আমার—
করিবেন নিন্দা যথা ইচ্ছা যাঁর,
অলোচিয়া এই গ্রন্থ বার বার
যদ্যপি নিন্দেচ্ছা হৃদয়ে ভাসে। ১২

গ্রন্থকারের দোষ থাকিলেও গ্রন্থ আপনার মহিমাতেই সকলের উপাদেয় হইবে—

এষ স্যামহমল্পবুদ্ধিবিভবোঽপ্যেকোঽপি কোঽপি ধ্রুবং মধ্যে ভক্তজনস্য মৎকৃতিরিয়ং ন স্যাদবজ্ঞাস্পদম্।
কিংবিদ্যাঃ সরঘাঃ কিমুজ্জ্বলকুলাঃ কিম্পৌরুষাঃ কিঙ্গুনা-স্তৎ কিং সুন্দরমাদরেণ রসিকৈর্নপীয়তে তন্মধু॥১৩॥

আমি অল্পবুদ্ধি হইলে কি হয়?
ক্ষতি কিবা যদি এ পৃথিবীময়
গোষ্ঠীপরিজন নাহি মম রয়?
　　কুলশীলমানে নগণ্য অতি

হই যদি আমি ক্ষতি কিবা তায়?
হইবে আদৃত, কহিনু নিশ্চয়,
ভকতসমাজে নিজমহিমায়
　　ভক্তিবিষয়িণী এ মম কৃতি!

কিবা বিদ্যা আছে মধুমক্ষিকার?
উজ্জ্বল কুলে কি জনম তাহার?
পরাক্রম তার আছে কি প্রকার?
　　অথবা কি গুণে সে গরীয়ান্?

এই সব তার কিছু তো না রয়,
তথাপি যে মধু করে সে সঞ্চয়,
সাদরে সে মধু স্বাদু অতিশয়
　　রসিক জনে কি করেনা পান?　১৩

গ্রন্থকার আপনার ঔদ্ধত্য পরিহার করিতেছেন—

ইত্যেষা বহুযত্নতঃ খলু কৃতা শ্রীভক্তিরত্নাবলী
তৎপ্রীত্যৈব তথৈব সম্প্রকটিতা তৎকান্তিমালা ময়া।
অত্র শ্রীধরসত্তমোক্তিলিখনে ন্যূনাধিকং যত্ত্বভূৎ
তৎ ক্ষন্তুং সুধিয়োঽর্হত স্বরচনালুব্ধস্য মে চাপল্যম্ ॥১৪॥

বহু যত্নে সাঙ্গ হ'লো এই ভক্তিরত্নহার,
সহ কান্তিমালা-টীকা বোধের লাগিয়া তার।
শ্রীধরস্বামীর উক্তি হ'তে এ টীকায় যত
ন্যূনাধিক্য স্থানে স্থানে হইয়াছে সংঘটিত,
স্বরচনালোভজাত আমারি চাপল্যফল—
সুধীগণ নিজগুণে ক্ষমিবেন সে সকল। ১৪

বক্তাগণের সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক।)

নির্ঘণ্ট

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	ছত্র ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
১৮	২১	প্রকৃতি পুরুষেশ্বর	প্রকৃতিপুরুষেশ্বর ।
৬৭	১৯	দৈবাহতার্ত্তরচনা	দৈবাহতার্থরচনা ।
৬৯	২১	কেবলাত্র	কেবল মাত্র ।
৮০	১৯	মে	যে ।
৯৩	৪	কমললাভ	কমলনাভ ।
৯৭	১৮	বাতিকেষু	বার্ত্তিকেষু ।
১১৭	১৫	তেষ্টাপূর্ত্তং	—নেষ্টাপূর্ত্তং ।
ঐ	১৬	যজ্ঞশ্চন্দাংসি	যজ্ঞশ্ছন্দাংসি ।
১২১	৬	জন্ত	জন্তু ।
১২৭	১৬	তার	তাঁর ।
১৩৫	১৬	উদ্ধদ	উদ্ধব ।

পৃষ্ঠা।	ছত্র।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৪৪	২৪	হে	যে।
১৫১	১৮	জিতঽপ্যাসি	জিতোঽপ্যাসি।
১৫২	১, ১৬	শনকাদি	সনকাদি।
ঐ	৪	প্রযাশ	প্রয়াস।
১৫৫	১৩	বিষয়াসঙ্গসঙ্গীরাগী	বিষয়াসঙ্গসঙ্গী'রাগী
১৫৯	১৪	করি'	শুনি'।
১৬৭	১১	অস্বাদন	আস্বাদন।
১৭৩	৩	আনন্দে	আনন্দেতে।
ঐ	২১	কহিতেছেন	কহিছেন।
১৭৬	১৮	কল্লোলিনী	কল্লোলিনী।
১৭৭	১৮	স্তবার্ত্তয়া	স্তবার্ত্তয়া।
১৭৮	১	শ্রীভবান	শ্রীভগবান।
১৮০	২১	অধ্যায়ন	অধ্যয়ন।
১৮৫	২৫	নহি	নাহি।
১৮৯	৫	মন্ত্র. প্রজপন	মন্ত্র-প্রজপন।
১৯০	১৮	গায়ন্তি সাধবঃ	গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ
১৯৪	১৩	নির্ভর	নির্ভয়।
২১৫	১২	নারি	নারী।
২১৬	১৬	যাহাদের	যাঁহাদের।
২১৮	৭	আমর	আমার।
২১৮	৯	প্রাস্পদ	প্রেমাস্পদ।
২২৭	৫	যাহার	যাহারা।
২২৩	৫	ভগবচ্চর	ভগবচ্চরণ।
২৪০	৬	যাঁহারা	যাহারা।
২৬৩	১১	পাদসেবীপর	পাদসেবাপর।
২৬৬	৮	সকল সম্পদাশ্রয়	সকলসম্পদাশ্রয়।
২৭৫	১৪	স্বস্তায়ন	স্বস্ত্যয়ন।
২৮১	১৫	সঁপি'	নমি'।
২৯২	৭	তর্ক বিদ্যা	তর্কবিদ্যা।